ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৮ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 2 June 2022 ■ আগরতলা ২ জুন, ২০২২ ইং ■ ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

কাঞ্চনপুরে ব্রীজ ভেঙ্গে ট্রাক নদীতে, পানিসাগরে দুই লরির সংঘর্ষ

পথের বলি দুই চালক সহ চার, আহত দশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ১ জুন।। পৃথক স্থানে যান দুর্ঘটনায় দুই ট্রাক চালক সহ চারজনের মৃত্যু হয়েছে। গুরুতর আহত হয়েছেন দশজন। দুটি দুর্ঘটনায় ঘটেছে উত্তর জেলায় বুধবার।

সংবাদে প্রকাশ, গাছের লগ বোঝাই গাড়ি স্টিল ব্রীজে উঠতেই দুর্ঘটনা ঘটেছে। ব্রীজ ভেঙ্গে ট্রাক নীচে পড়েছে। তাতে, তিনজনের মৃত্যু এবং নয় জন গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। কাঞ্চনপুর মহকুমায় ওই ঘটনায় দুর্বল ব্রীজ এবং চালকের অসবধানতাকে দায়ী করা হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, আজ সকালে গাছের লগ বোঝাই টিআর-০২-এ-১৫২৭ নম্বরের ট্রাক মাছমারা থেকে লালজুরি যাচ্ছিল। পথে স্টিল ব্রীজে উঠতেই দুর্ঘটনা ঘটেছে। ব্রীজ ভেঙ্গে ওই ট্রাক নীচে পড়েছে। নেতাজী নগরের বাসিন্দা ভাগ্য চাকমা(২৮) ও রঞ্জিত চাকমা (৩২) এবং গাড়ির চালক কুমারঘাটের বাসিন্দা অরুণ নাথ(৪২) দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। আহত হয়েছেন নয়জন। তাঁদের

কাঞ্চনপুরে ব্রিজ ভেঙ্গে নদীতে পড়ে গিয়েছে (বাঁয়ে) এবং পানিসাগরে দুই ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ (ডানে)। ছবি নিজস্ব।

ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

দুর্ঘটনার খবর পেয়ে কাঞ্চনপুর মহকুমা শাসক শুভাশীষ আচার্য এবং কাঞ্চনপুর থানার ওসি কৃষ্ণধন সরকার ঘটনাস্থলে ছুটে যান। দুর্ঘটনায় নিহত তিনজনকে লালজুরি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মর্গে রাখা হয়েছে। আহতদের ধর্মনগর হাসপাতালে চিকিতা চলছে স্থানীয়দের বক্তব্য, ওই স্টিল ব্রীজ বেশ কয়েক বছর পূর্বে নির্মিত হয়েছে। কিন্তু, গত কয়েক বছর ধরে ওই ব্রীজের সংস্কার হয়নি। তবে, গাড়ির চালক ব্রীজের অবস্থা অনুমান না করেই ভারী ওজন নিয়ে যাওয়ার সময় বিপত্তি ঘটেছে। আপাতত, ওই ব্রীজ দিয়ে যাতায়াত বন্ধ রাখা হয়েছে। সংস্কার কার্য সম্পন্ন হওয়ার পর পুণরায় ওই ব্রীজ দিয়ে যাতায়াত শুরু হবে বলে দাবি প্রশাসনিক আধিকারিকের।

এদিকে, সাত সকালে ভয়াবহ যান দুর্ঘটনায় নিহত এক ও আহত এক লরি চালক।নিহত লরি চালকের নাম আব্দুল রহিম চৌধুরী, পিতা- আব্দুল রসিদ চৌধুরী।বাড়ি অসমের কাচার জেলার লক্ষিপুর থানার অন্তর্গত চানপুরে।অপর আহত ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলা

৮ জুন নয়, আজই রাহুল গান্ধীকে তলব করল ইডি

।। অভিজিৎ রায়চৌধুরী।। নয়াদিল্লি, ১ জুন।। ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় আগামীকাল বৃহস্পতিবার হাজিরা দিতে হবে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীকে। এমনটাই জানিয়ে দিল ইডি। এর আগে ৮ জুন রাহুল এবং সোনিয়া গান্ধীকে দিল্লিতে ইডির দফতরে হাজিরা দিতে বলা হয়েছিল।

কংগ্রেস জানিয়েছে, ৮ জুন কংগ্রেসের অন্তর্বর্তী সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী ইডি দফতরে হাজিরা দেবেন। তবে রাহুল বিদেশে থাকর কারণে হাজিরার ব্যাপারে ইডির আরও সময় চেয়েছেন। তিনি বলেন, ৫ জুনের পর যে কোনও দিন ডাকলে ভালো হয়। কিন্তু এর পরই ইডি জানিয়ে দেয়, বৃহস্পতিবারই হাজিরা দিতে হবে রাহুল গান্ধীকে।

এই নিয়ে বিজেপিকে নিশানা করেছেন কংগ্রেস মুখপাত্র রণদীপ সুরজেওয়ালা। তিনি বলেন, ন্যাশনাল হেরাল্ড পত্রিকা শুরু হয় ১৯৪২ সালে। সে সময় ব্রিটিশরা তা দমন করার চেষ্টা করে। আজ মোদী সরকারও একই কাজ করছে। এজন্য ব্যবহার করা হচ্ছে ইডিকে। ৮ জুন সোনিয়া গান্ধী ইডির দফতরে হাজিরা দেবেন বলে জানিয়েছেন কংগ্রেস নেতা অভিষেক মনু সিঙ্ঘভি।

রাহুল গান্ধী এখন বিদেশে রয়েছেন বলে ৮ জুন হাজিরা দিতে পারবেন না। তাঁর তরফে ইডির কাছে হাজিরা দেওয়ার জন্য সময় চাওয়া হয়েছে বলে কংগ্রেস সূত্রের খবর।অভিষেক বলেন, এই মামলার কোনও সারবত্তা নেই। কংগ্রেস রাজনৈতিকভাবে এর মোকাবিলা করবে। তিনি আরও বলেন, এটি টাকা নয়ছয়ের এমন এক আশ্চর্যজনক মামলা, যার সঙ্গে টাকা-পয়সার কোনও সম্পর্কই নেই।

বক্সনগরে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ছাত্রীর ফাঁসিতে আত্মহত্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ১ জুন।। রাজ্যে প্রতিনিয়ত কোথাও না কোথাও অল্প বয়সি যুবক-যুবতী ফাঁসিতে ঝুলে আত্মহত্যা করছেন। এক মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়া স্কুল ছাত্রী আত্মঘাতী। ঘটনাটি ঘটে সোনামুড়া থানাধীন কমলনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৫ নং ওয়ার্ড এলাকায়। জানা যায় সোনামুড়া থানাধীন বক্সনগর ব্লকের অন্তর্গত কমলনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৫ নং ওয়ার্ড এলাকার ফরিদ মিয়ার একমাত্র কন্যা মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়া ঝর্না আক্তার(১৭) বুধবার বিকালে বাড়ির নিজ ঘরে তার ওড়না দিয়ে ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেন।

ঝর্না আক্তারের মা এই বিষয়টি প্রথমে দেখতে পায়। সাথে সাথেই খবর দেওয়া হয় সোনামুড়া থানার পুলিশকে। ঘটনার খবর পেয়ে আধ ঘন্টা পরও পুলিশ না আসায় পরে এলাকার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুইশ বস্তা রেশনের চাল বাজেয়াপ্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১ জুন।। রেশনিং ব্যাবস্থার জুট-ঝামেলা কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না তেলিয়ামুড়াতে। তাও আবার সরকারি ন্যায্য মূল্যের দোকানের। বুধবার সকালে রেশনিং ব্যাবস্থার দুর্নীতির গ্যারাকল নিয়ে নতুন তথ্য বেরিয়ে এলো বাস্তব সম্মত ভাবে।

চাকমাঘাট এলাকার দুর্নীতিগ্রস্ত রেশন দোকানের অনতিদূরেই(প্রায় আধ কিলোমিটার) ২০০ বস্তা রেশনের চাল একটি দোকান ঘরে তালা বন্দি অবস্থায় পড়ে আছে। এবার তেলিয়ামুড়া মহকুমা খাদ্য দপ্তর গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খবর পেয়ে ওই তালা বন্ধ দোকানটিতে তল্লাশি চালিয়ে ২০০ বস্তা চাল বাজেয়াপ্ত করে। এ প্রসঙ্গে ডি.সি.এম অমৃত চৌধুরী জানিয়েছেন, রেশনের চাল খাদ্য গুদাম থেকে বেরিয়ে রেশন দোকানের স্টোর রুমে থাকার কথা। কিন্তু রেশন দোকান থেকে আধ কিলোমিটার দূরবর্তী স্থানে কিভাবে এলো।

তিনি এও জানান, এক্ষেত্রে রেশন দোকানের ডিলার ত্রিস্তর ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কৈলাসহরে নাশকতার আগুনে পুড়ল বসতঘর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুন।। নাশকতার আগুনে ভস্মীভূত এক পরিবারের বসতঘর। ঘটনা কৈলাশহর মহকুমার নুনাছড়া এলাকায়।

জানা যায় মঙ্গলবার গভীর রাতে কর্ণজয় রিয়াং এর বাড়িতে ভয়াবহ অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে। সেই সময় কর্ণজয় রিয়াং সহ পরিবারের সদস্যরা ঘুমন্ত অবস্থায় ছিলেন। ঘরে আগুন দেখতে পেয়ে কোন রকমে নিজেদের প্রাণ রক্ষা করে বাইরে বেরিয়ে এসে চিৎকার শুরু করলে আশপাশের বাড়ি ঘরের লোকজন ছুটে এসে অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের কর্মীদের খবর পাঠায়। অগ্নিনির্বাপক দফতরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে দ্রুত ছুটে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়।

কিন্তু অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে আসার আগেই কর্ণজয় রিয়াং এর বসতঘর সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত হয়ে যায়। কর্ণজয় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

উপনির্বাচনে বিজেপির ইনচার্জ কৈলাশ বিজয়বর্গীয়

নয়াদিল্লি, ১ জুন(হি.স) : ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) ত্রিপুরায় আসন্ন বিধানসভা উপনির্বাচনের জন্য ইনচার্জ নিয়োগ করেছে। দলের জাতীয় সাধারণ সম্পাদক কৈলাশ বিজয়বর্গীয় ছাড়াও আরও দুজনকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

বুধবার বিজেপি সভাপতি জেপি নড্ডা ইনচার্জ নিয়োগের অনুমোদন দিয়েছেন। বিজয়বর্গীয়র পাশাপাশি অসম সরকারের ক্যাবিনেট মন্ত্রী অশোক সিংঘল এবং অসমের মুখ্যমন্ত্রীর ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে প্রচার

অনুমোদনহীন বিজ্ঞাপন সরাতে অভিযানে পুর নিগম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুন।। রাজধানী শহর আগরতলাকে অনুমোদনহীন বিজ্ঞাপন এবং রাজনৈতিক দলের প্রচার থেকে সৌন্দর্য রক্ষায় অভিযানে নেমেছে পুর নিগমের টাস্ক ফোর্স।

আগরতলা পুর নিগমের অন্তর্গত রাস্তার পাশে থাকা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ফ্ল্যাগ, ফেস্টুন, ব্যানার সমস্ত কিছু সরানোর অভিযান শুরু হয়েছে।

এদিন পুর নিগমের টাস্ক ফোর্সের জনৈক কর্মী জানান, রাজনৈতিক দলের ফ্ল্যাগ, ফেস্টুন এবং বিভিন্ন বিজ্ঞাপনের ব্যানার সরানোর নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। সেই মোতাবেক কাজ করছেন তাঁর। রাজনৈতিক দল ছাড়াও অনুমোদনহীন ফেস্টুন ও ব্যানার আজ সরানো হয়েছে। তাঁর কথায়, কিছু স্থানে শহরের সৌন্দর্য রক্ষায় ফ্ল্যাগ, ফেস্টুন, ব্যানার লাগানোতে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। অথচ, সেই আদেশ অমান্য করে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সেখানে ফ্ল্যাগ, ফেস্টুন টাংগাচ্ছে। তাই, এই অভিযান শুরু হয়েছে। এদিকে, পুর নিগমের এই অভিযানকে বিরোধের প্রচারে বাধা দেওয়ার অভিযোগ এনেছেন তৃণমূল কংগ্রেস ত্রিপুরা রাজ্য সভাপতি সুবল ভৌমিক। তাঁর দাবি, উপনির্বাচনে

বিরোধীদের প্রচার বলপূর্বক আটকাতেই পুর নিগমের সহায়তায় শহর থেকে ফ্ল্যাগ, ফেস্টুন খুলে নেওয়া হচ্ছে। পুর নিগমের জনৈক আধিকারিক বলেন, রাজনৈতিক রঙ দেখে অভিযান চালানো হয়নি। বিরোধীদের সাথে শাসক দল বিজেপির ফ্ল্যাগ, ফেস্টুনও সরানো হয়েছে।

রাজনগরে সিপিএমের মিছিলে হামলা, আহত ৫

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, আগরতলা, ১ জুন।। রাজনগর বিধানসভার রাধানগর একশঘাট এলাকায় বিকাল তিনটায় সিপিআইএমের মিছিল শুরু হলে, মিছিল রাধানগর বাজারে যাবার আগেই আক্রান্ত হয় সিপিআইএম কর্মীরা। মিছিলে বিজেপির কর্মীরা হামলা চালায় বলে অভিযোগ সিপিআইএম দলের। আহতদের হাসপাতাল ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

১০ জুলাই থেকে লামডিং-বদরপুর হিল সেকশনে ট্রেন চলবে, জানালেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব

ডিফু (অসম), ১ জুন (হি.স.) : আগামী ১০ জুলাই থেকে লামডিং-বদরপুর হিল সেকশনে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হবে, জানালেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা। কারবি আংলং স্বশাসিত পরিষদের নির্বাচনী প্রচারে আজ বুধবার কারবি পাহাড়ে বেশ কয়েকটি স্থানে ঝড়ো অভিযান চালান মুখ্যমন্ত্রী।

কয়েকটি জনসভায় প্রদত্ত ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা বলেন, ডিমা হাসাও জেলায় প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে লামডিং-শিলচর ব্রডগেজ রেলপথে ট্রেন চলাচল বন্ধ রয়েছে। তবে ইতিমধ্যে পাহাড় লাইন সচল করে তুলতে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেল কর্তৃপক্ষ যুদ্ধকালীন তৎপরতার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে। আগামী ১০ জুলাই পাহাড় লাইনে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়ে ওঠার পূর্ণ সম্ভাবনা রয়েছে, বলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব তাঁকে নাকি এ কথা অবগত করেছেন। আর এই লক্ষ্যেই উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেল পাহাড়ে ট্রেন চলাচল সচল করে তুলতে দিনরাত কাজ করে চলেছে।

উল্লেখ্য, ডিমা হাসাও জেলায় লাগাতার বৃষ্টির দরুন লামডিং-বদরপুর হিল সেকশনের প্রায় ৬০টি জায়গায় ৮৫ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

উপনির্বাচন ঃ সুরমা কেন্দ্রে নির্বাচনী সন্ত্রাস প্রতিবাদে সড়ক অবরোধ সিপিআইএমের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুন।। মঙ্গলবার মধ্যরাতে কমলপুরের মানিক ভান্ডার ব্যবসায়ী উৎপল দাসের দোকান ঘর দুষ্কৃতকারীরা ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেওয়ার ফলে বুধবার সকাল সাতটা থেকে আটটা পর্যন্ত এক ঘন্টা কমলপুর-আমবাসা রাস্তা অবরোধ করে সিপিআইএম দল। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান কমলপুর মহকুমার পুলিশ আধিকারিক সব্যসাচী দেবনাথ সহ বিশাল নিরাপত্তা বাহিনী। দুষ্কৃতকারীদের চিহ্নিত করে গ্রেপ্তার করার আশ্বাস দিলে অবরোধ তুলে নেয় সিপিআইএম দল।

সিপিআইএম দলের অভিযোগ, মঙ্গলবার ৪৬ নং সুরমা বিধানসভা উপ নির্বাচনে সিপিআইএম প্রার্থী অঞ্জন দাস কমলপুর শহরে মিছিল করে মহকুমা শাসক তথা রিটার্নিং অফিসারের নিকট মনোনয়ন পত্র জমা দেন। ওই মিছিলে যান সিপিআইএম দলের সমর্থক মানিক ভান্ডার বাজারের ব্যবসায়ী উৎপল দাস। এর পরিপ্রেক্ষিতে মঙ্গলবার মধ্যরাতে দুষ্কৃতকারীরা উৎপলের দোকান ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেয়। নির্বাচনী সন্ত্রাস বন্ধ করা ও দুষ্কৃতকারীদের গ্রেপ্তারের দাবি করে বুধবার সকাল সাতটা থেকে কমলপুর-আমবাসা রাস্তার মানিক ভান্ডার সিপিআইএম পার্টি অফিসের সামনে পথ অবরোধে বসে।

এর নেতৃত্ব দেন কমলপুর মহকুমা কমিটির সিপিআইএম সম্পাদক তথা সুরমা বিধানসভা কেন্দ্রের উপ নির্বাচনের সিপিআইএম প্রার্থী অঞ্জন দাস, সিপিআইএম রাজ্য কমিটির সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য রঞ্জিত ঘোষ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ট্রাফিক ই-চালান, ভার্চুয়াল কোর্টের উদ্বোধন

আইনের সুবিধা পৌছে দেওয়া বিচার ব্যবস্থার লক্ষ্য, বললেন হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুন।। ত্রিপুরায় ট্রাফিক ই-চালান মামলায় জরিমানা আদায়ের পদ্ধতিকে সহজতর করার লক্ষ্যে আজ থেকে শুরু হয়েছে ভার্চুয়াল কোর্ট ফর ট্রাফিক ই-চালান কেইসেস। এউপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি ইন্দ্রজিৎ মোহান্তি বলেন, মানুষের কাছে সহজে আইনের সুবিধা পৌছে দেওয়া বিচার ব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্য। ই-চালান ব্যবস্থায় সকলেই উপকৃত হবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন।

আজ ত্রিপুরা হাইকোর্টের অডিটোরিয়ামে এক অনুষ্ঠানে ভার্চুয়াল কোর্ট ফর ট্রাফিক ই-চালান পদ্ধতির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ইন্দ্রজিৎ মোহান্তি। সুপ্রিম কোর্টের ই-কমিটি এই ভার্চুয়াল কোর্ট ওয়েব পোর্টালটি তৈরি করেছে। পাইলট প্রোজেক্ট হিসাবে বর্তমানে আগরতলা পুর

ভার্চুয়াল কোর্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি ইন্দ্রজিৎ মোহান্তি।

নিগম এলাকায় এই পদ্ধতিতে জরিমানা দেওয়া যাবে। ধাপে ধাপে ত্রিপুরার অন্যত্রও এই ব্যবস্থা চালু করা হবে।

পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জুডিশিয়াল মেজিস্ট্রেট ফার্স্ট ক্লাস কোর্ট নং ১, আগরতলাকে এই পদ্ধতিতে জরিমানা আদায়ের জন্য ত্রিপুরা হাইকোর্ট থেকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর এই ভার্চুয়াল কোর্টের বিভিন্ন পদ্ধতিগত বিষয় নিয়ে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে উপস্থিত সকলকে অবগত করানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, এই কোর্ট চালু হওয়ার ফলে ট্রাফিক ই-চালান সংক্রান্ত মামলা নিষ্পত্তির জন্য মামলাকারী ও আইনজীবিদের স্বশরীরে আদালতে উপস্থিত থাকতে হবেনা। বাড়িতে বসেই জরিমানার টাকা জমা দেওয়া যাবে।

ট্রাফিক ই-চালান পদ্ধতির উদ্বোধন করে ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রী মোহন্তি বলেন, আজ ত্রিপুরা বিচার ব্যবস্থার জন্য এক উল্লেখযোগ্য দিন। বিচার ব্যবস্থায় ডিজিট্যাল পরিষেবা প্রদানে ত্রিপুরা হাইকোর্ট অনেকটাই এগিয়ে রয়েছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন এই ব্যবস্থা চালু হওয়ায় সাধারণ মানুষ সহ এই পদ্ধতির সঙ্গে যুক্ত সকলেই উপকৃত হবেন। এরফলে সময়েরও সাশ্রয় হবে।

অনুষ্ঠানে বিচারপতি সুভাশিষ তলাপাত্র ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

৩ জুন থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের উত্তরপত্র মূল্যায়ন শুরু

ফলাফল সম্ভবত জুলাই প্রথম সপ্তাহে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুন।। জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহে মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক টার্ম-টু পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণার সম্ভাবনা রয়েছে। আজ এই সংবাদ দিয়েছেন ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি ড় ভবতোষ সাহা। তাঁর কথায়, ৩ জুন থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের উত্তরপত্র মূল্যায়নের কাজ শুরু হবে।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় গত ডিসেম্বরে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের টার্ম ওয়ান পরীক্ষা সমাপ্ত হয়েছিল। এরপর চলতি বছরের এপ্রিল ও মে থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের টার্ম টু পরীক্ষা শুরু হয়েছে। আজ বুধবার উচ্চ মাধ্যমিকের টার্ম টু পরীক্ষাও সমাপ্ত হয়েছে।

মাধ্যমিকে পরীক্ষার্থী ছিল ৪৩ হাজার ২৯৪ জন এবং উচ্চ মাধ্যমিকে পরীক্ষার্থী ছিল ১৮ হাজার ৯৩১ জন। পর্ষদ সভাপতি জানান, আগামী ৩ জুন থেকে উত্তরপত্র মূল্যায়নের কাজ শুরু হবে। এবার মাধ্যমিকের জন্য ৫টি ভ্যানুতে উত্তরপত্র মূল্যায়ন করা হবে। উচ্চ মাধ্যমিকের উত্তরপত্র মূল্যায়ন হবে দুটি ভ্যানুতে। উত্তরপত্র মূল্যায়নের কাজে প্রায় ৩ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকা যুক্ত হবেন।সাথে তিনি যোগ করেন, মাধ্যমিকে ৪০ জন এবং উচ্চ মাধ্যমিকে ৭০ জন প্রধান পরীক্ষক রয়েছেন। জুলাই প্রথম সপ্তাহের মধ্যে পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করা সম্ভব হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন।

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৮ ◻ সংখ্যা২৪৪ ◻ ২জুন ২০২২ইং ◻১৮ জ্যৈষ্ঠ ◻বৃহস্পতিবার ◻১৪২৯ বঙ্গাব্দ

পেট্রোল-ডিজেলের মূল্য হ্রাসে কেন্দ্রের ছলচাতুরী

পেট্রোল ও ডিজেলের মাত্রাতিরিক্ত মূল্য বৃদ্ধিতে দেশবাসী যখন উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিতে শুরু করিয়াছেন তাহা উপলব্ধি করিতে পারিয়া কেন্দ্রীয় সরকার পেট্রোল ডিজেলের উপর হইতে এক্সাইজ ডিউটি কিছুটা কমাইবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছে। ফলশ্রুতিতে পেট্রোল ও ডিজেলের মূল্য খানিকটা হ্রাস পাইয়াছে। কিন্তু তাহাতে ও স্বস্তি মিলে নাই। এখনো পেট্রোলের মূল্য ১০০ টাকা ছুই ছুই অবস্থা। পেট্রোল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির উপর নির্ভর করে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী মূল্য বৃদ্ধি এবং যানবাহনের ভাড়া বৃদ্ধি। স্বাভাবিক কারণেই পেট্রোল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির ঘটিলে দেশের মানুষ আতঙ্কিত হইয়া ওঠেন। পেট্রোল-ডিজেলের ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধির ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা নিয়া বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো সহ দেশের সর্বস্তরের জনগণ অসন্তোষ করিয়াছে। এরইমধ্যে পরিস্থিতির চাপে পরিয়া কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী সীতারামন পেট্রোল-ডিজেলের মূল্য রাশ করিবার কৌশল হিসাবে এক্সাইজ ডিউটি কমাইবার যে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছেন তাহা নিয়াও বিতর্কের ঝড় বইতে শুরু করিয়াছে। অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞরা প্রশ্ন তুলেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী এক্সাইজ ডিউটি কমাইবার যে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছেন তাহাতে রাজ্যগুলির স্বার্থ ক্ষুণ হইবার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার সুকৌশলে এই ধরনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়া নিজেদেরকে কলঙ্কমুক্ত করিবার কৌশল নিয়াছে।২১ মে অর্থমন্ত্রী ঘোষণা করিয়াছিলেন যে সরকার প্রতি লিটার পেট্রলে ৮ টাকা এবং প্রতি লিটার ডিজেলে ৬ টাকা 'এক্সাইজ ডিউটি' কমাইবার সিদ্ধান্ত নিয়াছে। হ্রাস যেটা করা হইয়াছিল তাহা অতিরিক্ত এক্সাইজ ডিউটি ,যাহা রাজ্যগুলির সঙ্গে শেয়ার বা ভাগ করা হয় না।২২ মে অর্থমন্ত্রী রাজ্যগুলিকে লজ্জায় ফেলিবার চেষ্টা করিয়া বলিয়াছিলেন, 'আমি শুল্ক কমাইয়াছি, এখন ভ্যাট কমাও।' এটা ছিল বড়াই করিবার একটা চেষ্টা। সংখ্যাগুলি ফাঁস হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এটা পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে যে পেট্রল এবং ডিজেলের উপর ভ্যাট কমাইবার জন্য রাজ্যগুলিকে বলিবার কোনও হক কেন্দ্রের নাই।প্রথমত, এই 'হ্রাস' ব্যাপারটা বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যায় অতিরিক্ত এক্সাইজ ডিউটি , বিশেষ অতিরিক্ত এক্সাইজ ডিউটি এবং কৃষি ও পরিকাঠামো উন্নয়ন সেস থেকে কেন্দ্রের জন্য যে বিপুল আর্থিক সুবিধা জমা হয় তাহা রাজ্যগুলিকে শেয়ার বা ভাগ করা হয় না। ২০১৪ সালের মে মাসে সমস্ত এক্সাইজ ডিউটির পরিমাণ ছিল পেট্রলে লিটার প্রতি ৯.৪৮ টাকা এবং প্রতি লিটার ডিজেলে ৩.৫৬ টাকা। ২০২২ সালের ২১ মে-র মধ্যে কেন্দ্র সেই শুল্ক বাড়াইয়া করিয়াছে প্রতি লিটার পেট্রলে ২৭.৯০ টাকা এবং প্রতি লিটার ডিজেলে ২১.৮০ টাকা। অর্থাৎ দুই ক্ষেত্রে প্রতি লিটারে মোট বৃদ্ধির পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৮ টাকার অধিক!

সমস্ত রাজ্য একত্রে পেট্রলিয়াম পণ্য থেকে যৎসামান্য কিছু পায়: পেট্রলে প্রতি লিটারে ৫৭.৪ পয়সা এবং প্রতি লিটার ডিজেলে ৭৩.৮! বেসিক এক্সাইজ ডিউটির মাধ্যমে লাভ বা ক্ষতি নাই, সোজা কথায় এর কোনও তাৎপর্য নাই।রাজস্বের আসল উৎস হইল 'নট শেয়ার্ড এক্সাইজ ডিউটিজ' বা যেসব শুল্ক রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টিত হয় না। ২০২২-এর ২১ মে, পেট্রল এবং ডিজেলের দাম প্রতি লিটারে ১৮ টাকার বেশি বাড়াইয়া দিয়া, অর্থমন্ত্রী প্রতি লিটারে দাম কমাইয়াছেন যথাক্রমে পেট্রলে ৮ টাকা ও ডিজেলে ৬ টাকা! ভ্যাট হইল প্রধান রাজস্ব।এটা পরিষ্কার যে পেট্রল এবং ডিজেল থেকে কেন্দ্র যে পরিমাণ রাজস্ব আদায় করে তাহা থেকে রাজ্যগুলি কার্যত কিছুই পায় না। রাজ্যগুলির রাজস্বের প্রধান উৎস হল পেট্রল এবং ডিজেলের উপর ভ্যাট। এই পরিস্থিতিতে পেট্রল এবং ডিজেলের উপর ভ্যাট কমাইবা উপদেশ দানের অর্থ রাজ্যগুলিকে ভিখারি হইতে অনুপ্রাণিত করা। রাজ্যগুলি ভাঙিয়া পড়িবে এবং তাহারা কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি সাপেক্ষে আরও বেশি ঋণ নিতে বাধ্য হইবে, অথবা আরও অনুদান লাভের আশায় কেন্দ্রের সামনে ভিক্ষাপাত্র নিয়া হাজির হইবে। কেন্দ্রীয় সরকার সত্যিকার অর্থেই যদি জনগণের দুঃখ দুর্দশা লাঘবের চিন্তা করিত তাহা হইলে রাজ্যগুলির স্বার্থ এইভাবে জলাঞ্জলি দিতে পারিতো না। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর এই সিদ্ধান্ত কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ককে প্রশ্নচিহ্নে দাঁড় করাইয়াছে।

গ্যাংস্টার লরেন্স বিষ্ণোইয়ে নিরাপত্তা চাওয়ার আবেদন প্রত্যাহার

নয়াদিল্লি, ১ জুন (হি.স) : গ্যাংস্টার লরেন্স বিষ্ণোই নিরাপত্তা বাড়ানোর আবেদন দিল্লি হাইকোর্ট থেকে প্রত্যাহার করে নিল। লরেন্সের পক্ষে উপস্থিত আইনজীবী বলেন, তারা সুরক্ষা চেয়ে পঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টে একটি পিটিশন দায়ের করবেন।বুধবার বিচারপতি স্বর্ণকান্ত শর্মার বেঞ্চে আবেদনটি তালিকাভুক্ত করা হয়। পিটিশনে বিষ্ণোইয়ের নিরাপত্তা বাড়ানোর দাবি ছিল। বিষ্ণোইয়ের আইনজীবী বলেন, তিনি আশঙ্কা করেছিলেন যে পঞ্জাব পুলিশ জেলে লরেন্সের মুখোমুখি হতে পারে। পিটিশনে আরও বলা হয়েছে, লরেন্স বিষ্ণোই একজন ছাত্র নেতা এবং রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণে তাকে পঞ্জাব ও চণ্ডীগড়ের বেশ কয়েকটি মামলায় জড়ানো হয়েছে। তিনি আশঙ্কা করছেন, পঞ্জাব পুলিশ তাকে এনকাউন্টার করতে পারে। পিটিশনে বলা হয়েছে যে লরেন্স বিষ্ণোই মকোকার মামলায় গত এক বছর ধরে তিহার জেলে বন্দি। পঞ্জাব, হরিয়ানা, চণ্ডীগড়, রাজস্থান বা অন্য রাজ্যের পুলিশ তাকে বিভিন্ন মামলায় তাদের হেফাজতে যেতে পারে। প্রসঙ্গত, গতকাল লরেন্স বিষ্ণোইকে দিল্লি পুলিশের বিশেষ সেল একটি মামলায় জিজ্ঞাসাবাদ করছে।

আনারুল সহ ২৫ জনের জামিন খারিজ

বীরভূম, ১ জুন (হি. স.) : বগটুই কাণ্ডে অভিযুক্ত আনারুল হোসেন সহ ২৫ জনের জামিন মঞ্জুর করল না আদালত। ফের ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিল আদালত। আগামী ১৫ জুন ফের আদালতে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।জেল হেফাজতে থাকা এই অভিযুক্তদের বুধাবার রামপুরহাট মহকুমা আদালতে হাজির করার কথা ছিল। সেইমতো অভিযুক্তদের আদালতে হাজির করা হয়। আনারুল হোসেন সহ ২৫ জন অভিযুক্তের জামিনের আবেদন করেন অভিযুক্তদের আইনজীবি। কিন্তু জামিন মঞ্জুর করেননি রামপুরহাট মহকুমা আদালতের অতিরিক্ত মুখ্য দায়রা বিচারপতি। অভিযুক্তদের ফের ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। আগামী ১৫ জুন ফের আদালতে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।অন্যদিকে, আনারুল সহ পাঁচজনের জামিনের আবেদন করা হয় জজ কোর্টে। সেই আবেদনের শুনানি হবে ৩ জুন।

কলকাতার হাসপাতাল থেকে উধাও কুখ্যাত আসামী

কলকাতা, ১ জুন (হি. স.) : শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতাল থেকে উধাও কুখ্যাত আসামী। বুধবার দুপুরে, ঘটনার ১৮ ঘন্টা বাদেও তার হদিশ মেলেনি। একে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে হুলস্থুল পরিস্থিতি। আসামীকে ধরতে সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই ঘটনার জেলের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। কারণ জেলের তরফে মোট ৮ জনকে নিয়োগ করা হয়েছিল আসামীর উপর নজরদারির জন্য।জানা গিয়েছে, ওই আসামীর নাম রাজ কুমার রাই। গত জানুয়ারি মাসে বেলেঘাটা এলাকায় একটি ডাকাতির ঘটনা ঘটেছিল। তাতে মূল অভিযুক্ত ছিল রাজকুমার। তার খোঁজে তদন্ত শুরু করেছিল পুলিশ। জানা যায়, নেপালে গা ঢাকা দিয়েছে অভিযুক্ত। পরে কলকাতায় ফিরতেই গ্রেফতার করা হয় রাজকুমারকে। আদালতে তোলা হলে জেল হেফাজত হয় তার। প্রেসিডেন্সি জেলে ছিল রাজকুমার।বুধবার সকালে প্রকাশ্যে আসে চাঞ্চল্যকর তথ্য।

আমার ছাদের জলসায়

ডঃ অশোকা রায়

বৈশাখের প্রায় শেষ, হাতে গুনতি সাত বা আট দিন বাকি। বাংলা ক্যালেন্ডার নিয়ে বাঙালির মাথা ব্যাথা কম। একমাত্র পুজো পার্বন ছাড়া। কটা বাঙালি ঠিক মতো বাংলা মাস, তারিখ, এমন কি সালটা বলতে পারে? এমন কি দুর্গা পুজোর মহালয়া বা ষষ্ঠী কবে, সেটাও আমরা মনে রাখি ইংরেজি সাল ধরে। বাংলা তারিখ জানে একমাত্র পুরোহিতরা। ধ্যাৎতেরিকা, কি কচকচি আরম্ভ হলো মনে! থাকি আমি বজবজ লাইনের বাটানগরের কাছে নুঙ্গী তে। নুঙ্গী বললে সাতসতেরো প্রশ্ন, কোথায়, কি বৃত্তান্ত? তার থেকে বাটানগরের নাম অনেক পরিচিত। বাটার জুতো আমরা কিনি ও পড়ি। বাটাজুতোর কারখানা বাটানগরে। এখন অবশ্য সে কারখানা প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। তবু নাম- মাহাত্ম্য বলে একটা ব্যাপার আছে না! আমাদের গ্রামের নাম চিংড়ি পোঁতা। সময়ের সাথে সাথে অন্য সব গ্রামের মতো আমাদের গ্রামও তার গেঁয়ো খোলস খুলে নাগরিকা পোশাক পরেছে। তবু জংলা ভাব এখনও কিছু রয়েছে চিংড়িপোতায়। না, না রাগ করবেন না কেউ। খারাপ কিছু বলিনি আমি, বলেছি গ্রামের শোভা এখনো পুরোপুরি ছেড়ে যায় নি। গাছ গাছালিতে ঘেরা আমাদের এই গ্রাম। আমি অফিসে কাজ করি। বেসরকারি অফিস। যা মাইনে আনি ঘরে, সেটা খুব একটা স্বস্তির অঙ্ক নয়। পেশা শেষে আমি একটা প্রকাশণ সংস্থায় প্রুফ রিডারের কাজ করি। স্রেফ দুটো পয়সা বাড়তি রোজগারের তাগিদে। বাংলায় অর্নাস নিয়ে পাশ করেছি। তার ওপর বাঙালি। ভালোবাসার মানুষ রবিঠাকুর। ভালোবাসার জায়গা শান্তিনিকেতন। বছরে একটু করে পয়সা জমিয়ে সপরিবারে যাই সেখানে, প্রতিবছর। ঘুরে বেড়াই সোনাঝুরির জঙ্গলে। খোয়াইের হাটে বৌ কে কিনে দিই পুঁথির মালা, কিংবা কাঁচের চুড়ি। কোপাইের পাড়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে আবৃত্তি করি, " কুমোর পাড়ার গরুর গাড়ি, বোঝাই করা কলসী হাঁড়ি।" যেমন অধিকাংশ বাঙালি বছরে একবার পুরি যায়। আজ ফিরেছি বাড়ি, লাস্ট ট্রেনটার আগের ট্রেনে। মুখ নাড়া খেয়েছি রীতার। সত্যি এত রাত অবধি ভাতের থালাখান কোলের কাছে নিয়ে ঢুলুঢুলু চোখে আমার অপেক্ষা করতে তো তার ভালো না লাগার কথা। অপরাধী আমি, যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়েছি। ছুটি পেয়ে আমার বৌ ভেঁস, ভেঁস করে ঘুমোচ্ছে। আসার সময় ট্রেনের জানলার ধারে বসে ছিলাম। ট্রেন দৌড়ানোর দৌলতে যে হাওয়া পেয়েছি, তাতে পুরো পথটা ঘুমিয়েছি। সেজন্য না, গুমোট গরমে একটুও ঘুম আসছে না আমার। সস্তার সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই নিয়ে আমি ছাতে। পাঁচিলে হেলান দিয়ে সবে একটা সিগারেট ধরিয়েছি। আকাশে একফালি চাঁদ, মনে হচ্ছে চতুর্থীর একফালি চাঁদ, মনে হচ্ছে চাঁদের আকৃতি দেখে বোধহয় শুক্লা পক্ষ। তখনি মনে পড়েছে, গতকাল প্রকাশনে হালখাতা ছিল অক্ষয় তৃতীয়ার। তবে তো নিশ্চিত আজ চতুর্থী। বাঁশবাগান আবছা। বৈশাখী চাঁপার গন্ধ ভাসছে বাতাসে। ফুরে ফুরে হাওয়া দিচ্ছে। হঠাৎ আমার মনে হয় কোথাও থেকে যেন আসছে, যুঁথি আর বেলির গন্ধ, নিকোটিনের গন্ধকে চাপা দিয়ে। আমি অনুসন্ধিৎসু, বাগান থেকে স্বর্ন — চাঁপার, বেল-যুঁইের গন্ধ আসতেই পারে। কিন্তু নিকোটিনের গন্ধ চাপা দিয়ে এতো জোরালো ভাবে! সিগারেটের শেষাংশটা দূরে ছুঁড়ে ফেলেছি। পেছন থেকে ভেসে আসে সারেঙ্গীতে ছড়ের টানে ইমন কল্যাণ। মিশ্র রাগ পিছনে ফিরে দেখি, একটা গালিচা ছাতে পাতা। তিনজন মানুষ বসে আছেন তাতে। দু'জন পুরুষ, একজন নারী। পুরুষ নারী দের পোশাক আর পোশাক পরার ধরনের মধ্যে সাবেকী কোন বনেদী বাড়ির ছাপ। পুরুষদের পরণে ধুতিপানাবী, কাঁধে ভাঁজ করা সুতীর চাদর, একপাশে ঝুলছে। মহিলা অপরূপা, পরণে জমকালো শাড়ি, গায়ে ফুলহাতা ব্লাউজ, হাতে আর গলায় ফ্রিল দেয়া। শাড়ির আঁচল ব্লাউজের একদিকের কাঁধে রত্ন খচিত ব্রোচ দিয়ে আটকানো। গা ভর্তি গয়না। রুপোর একটা রেকাবীতে জলে ভেজা বেল- যুঁথির মালা, ভুরভুর করছে গন্ধে। অন্য রেকাবীতে পানের খিলি, রূপোর তবক দেওয়া। একটা সুরাপাত্রে সুরা নয়, বেলের শরবত। হলুদ রঙের। মহিলা যখন রূপোর গেলাসে ঢালছেন, দেখে নিয়েছি আমি। বেলের শরবত খাই না আমি, সুরা হলে, চেয়ে নিতাম এক পাত্র। আমার বাড়ির ছাদে সুরের আসর, অথচ সুরা দেবে না, এ আবার হয় নাকি? কিন্তু ওদের মুখ গুলো ওমন আবছা কেন? চিনি চিনি মনে হয়, অথচ ঠিক চিনতে পারছি না। মহিলা গান ধরেছেন, আজ জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে। জ্যোৎস্না রাত নয়, তবুও ভালো লাগছে। পরের গান সবথেকে কমবয়সী যুবার গলায়, যার মুখে হালকা দাড়ি। তোমার গোপন কথাটি সখী রেখো না মনে, শুধু আমায়, শুধু আমায়, বলো, গোপনে। দাড়ি বিহীন ভদ্রলোক সারেঙ্গীতে সঙ্গত করেন। চাঁদের আবছা আলোয় লজ্জার রক্তিম আভা মহিলার মুখে, বেশ দেখতে পাচ্ছি। দিব্যদৃষ্টি কিছু পরিমাণে পেলাম কি? হালকা দাঁড়ি ওলা লোকটি বোধহয় মহিলার স্বামী। নইলে অত আবেগীয় মনের প্রতিচ্ছবি তার সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছে কেন? আমি মোহাচ্ছন্নতায় ভেসে শুনি জলসায় ওঠা সুরতরঙ্গ। মনে বাজে জল তরঙ্গ, এরা তো সব রবি ঠাকুরের গান গাইছে। ভালো লাগছে আমার, যুক্তি তর্কের ধার ধারে না, এমন ভালো লাগা। মহিলা গান ধরে, আমি তোমার প্রেমে হব সবার কলঙ্ক ভাগী। আবার দাড়ি ওলা অপেক্ষাকৃত কমবয়সী যুবক গান ধরে, কৃষ্ণকলি, আমি তারে বলি মহিলার গান, আমি জেনে শুনে বিষ করেছি পান। ভোর হয়ে আসছে, পুবাকাশে খুব হালকা কমলা আলো ফুটি ফুটি করছে। অন্ধকার এখনও যায়নি। মহিলা গাইছে, সকাল বেলার আলোয় বাজে, বিদায় ব্যাথার ভৈরবী। দাড়িওলা যুবক আবৃত্তি করে, আজি হতে শতবর্ষ পরে, কে তুমি বসি পড়িছ আমার কবিতা খানি? অপেক্ষা কৃত বড়ো যুবক বলে, তোরা আয়, আমি এগোই। এবার মহিলা কাপড়ের কেঁচড় থেকে লোকানো কাজকরা এক জুতো বার করে, নব্য যুবকের হাতে দেয়, ঠাকুর পো, আজ তোমার জন্মদিনে আমার নিজের হাতে করা উপহার। বাহবৌঠান, খুব সুন্দর'। মুহূর্তে দুজনে গায়েব। ভোরের আলো ফুটেছে ঊ আমার মনে পড়েছে আজ পঁচিশে বৈশাখ। রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন। আমার ছাদের জলসায় ছিলেন, জ্যোতিদাদা, কাদম্বরী বৌঠান আর রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। আমি সিঁড়ি টপকে নীচে নেমেছি, ট্রেনে নিয়ে গান, তোমার প্রকাশও হোক, কুহেলিকা করি উদ্ঘাটন, সূর্যের মতো। আমি ঠিক করেছিলাম, কাউকে বলব না এ কথা, কিন্তু ভালো জিনিস ভাগাভাগি করলে আরো ভালো লাগা বেড়ে যায় যে। তাই ভালো একটা বাস্তব বা পরাবাস্তব ঘটনা বা নিছক আমার মনের অবচেতনে লুকিয়ে থাকা রবীন্দ্র প্রেম আমি সকলের সাথে ভাগ করে আমার এই প্রবন্ধের মাধ্যমে। আজ আবার আরেকটা পঁচিশে বৈশাখ ফিরে এসেছে যে।

নৈশ প্রহরীর অজগর ও অনুচ্চারিত ডাইটর ফাইভ নৌকা

নিমাই জানা

নবম লিঙ্গের ধাতব ছায়া আর সাদা নৌকার জরায়ুজ গর্ভকেশরের পরাশ্রয়ী কঙ্কাল গুচ্ছ আমার পিতৃপুরুষের মতো চৌরাস্তায় শুয়ে আছে স্বরবর্ণ দাঁত নিয়ে। রজোঃ রক্ত মেশানো ক্রোমাটিন আসলে লম্ব বৃত্তাকার শ্মশান ঘাটের চাঁদের শরীর। স্তন্যপায়ীরা সবাই বিষধর সাপের সেবায়েত পুরোহিত হতে পারে না। এক টুকরো আগুন জানে প্রতিটি সহবাসের আগে রঙ্গন ফুলের ঊবংশী কথাই শ্রেয় ছিল পর্ণমোচী হয়ে যাওয়ার মাইক্রো ভগ্নাংশের আগে। আমার সন্তান সমকোণে বসেই দেখে নেয় আমাদের প্রাচীন সূক্ষ্মকোণ রীতি। একটা ময়ূরীর উদোম হয়ে যেতে তিন মন্বন্তর কাল লেগে ছিল। আইভরি ব্ল্যাকের শীর্ষ কোণ সর্বদাই সামন্তরিকের মাথায় চকচকে রক্ত রঙের পাথর হয়ে থাকে নিকোটিন অন্তর্বাস হয়ে শর্মিষ্ঠা নারী নীল রঙের আবহবিকার পছন্দ করতেন ল্যাটেরাইট মাঠে। আমি মৃত ভ্রূণের মতো বিভাজিত অসুখ পছন্দ করিনা আজ ও। অনিদ্রা ঘরের ভেতর আমার মাথার ত্রয়োদশীর চাঁদ একগুচ্ছ সংক্রামিত অসুখ নিয়ে আসে দুর্গন্ধযুক্ত স্তনবৃন্তের উপর চাপিয়ে।

কাঁকড়া বিছার প্রমোত্ত ভ্রমণের জন্য স্তনসমগ্রই আসল প্রজনন অভয়ারণ্য। প্রতিটি দিনের বেলায় একগুচ্ছ নৈশকালীন যানবাহন রাতের অরুন্ধতী বুকে নিয়ে উপবৃত্ত এঁকে চলে। আপেল বৃক্ষের তলায় রৌদ্র রঙের কপোতীরা ওৎ পেতে থাকে হিমশৈলের চাদর গায়ে হলুদ পরকীয়ার নারী নিঃশব্দে আকন্দ ফুল রোপন করে চলে আমার বুকের তিন ঘর্মগ্রন্থির উপর কাঁকড়া বিছা আসলে নপুংসক ধাতুকল্পের নাম। যে আমার মায়ের তলপেটের কাছে এক সমুদ্র জল জমিয়ে রেখেছিল অভুক্ত বারানসীর জন্য, যুবতি বিকেলের ফুল গুলো হত্যার ধানবীজ নিয়ে চানুর সাথে দ্বৈরথে মেতে উঠবে প্রতিটি বিদর্ভ নগরে।

লিভোসালপ্রাইড ছায়ার নিচে একটা দাহপত্র লেখা আছে আমি রাতের বেলায় বাৎসায়ন পড়ি নীল জবা ফুলের দ্রাঘিমাংশ দিয়ে ঈশ্বরের আগেও সহস্র ঈশ্বরের জীবনচক্র পড়েছি আমি হিমোসিল অক্ষর দিয়ে। তারা সকলেই তৃণভোজী ছায়াপথ পছন্দ করত। একটা বিছানার চারপাশে একাকী মুষ্টিযোদ্ধা অদৃশ্য নক্ষত্রদের হত্যা করে চলে। অভিশাপ গ্রস্ত আয়ান ক্লীবলিঙ্গ হয়ে যাওয়ার পর এখন আর হিমোসায়ানিন দাঁত পছন্দ করেন না দেহসম্ভোগের আগে। রাতের মাস্টারবেট পিঁপড়েরা কালো ধান গাছ কামড়ে খামচে ধরে অসম্পৃক্ত দ্রবণের জন্য ঈশ্বর প্রতিরাতেই ঈশ্বরীর অজৈব সমীকরণ পাঠিয়ে দেন আমার কঠিন ফসফরাস খন্ডটির জন্য। আমার কোন গলনাংক নেই আমি প্রতিদিন ঐরাবত মাংসল শরীরের অন্তঃক্ষরা ছায়া শরীর নিয়ে রাতের ভিতরে থাকা স্বভোজী পুরুষদের কথা ভাবি , যারা মৃত্যুর পর নিজের ঠোঁটের ভেতর দুটো কালাচ সাপের বসতি স্থাপন করে সমাধি ফুল দিয়ে , চকচক করে ওঠে বায়বীয় পতঙ্গভুক। মৃত মানুষের চোখের নিচে একটা হায়ারোগ্লিফিক লুকানো থাকে যাদের রংগুলো ৩৩ ডিগ্রি ঊর্ধ স্থিরাঙ্কের মতো চওড়া , আমার মৃত বংশজাত নারীদের অবতল চোখের নিচে হোমাগ্নি কশেরুকার ১১৩ টি হত্যা পর্ব করে যাবে একগুচ্ছ নৈশকালীন ব্রহ্ম পুরুষের দেহ , অবন্তী মালার একটি সজারু হিমালয় ভেঙে দিচ্ছেন রাতের ধোঁয়ার পাহাড় দিয়ে ,শ্যামদা নিষিদ্ধ ওষুধের পেছনে অসংখ্য বৃত্তচাপ এঁকে চলেন , রাতের অন্ধকারে সবাই ভৈরবী চিহ্ন জুড়ে দেয় ঠিক মাথার পেছনে আমি ক্ষত্রিয়ের মতো গোপিবল্লভ তপোবনের পাশে রেখে আসবো অতৃপ্তির রমন কথা। মিথাইল কোবালামিন শিরাপথ বেয়ে উঠে যাচ্ছে চারটি ক্ষুদ্রাকৃতি মাংসাশী ঘরের দিকে আমার জলজ ইছামতির নৈঃশব্দের দেহঘরের দিকে যাওয়ার সঞ্চারপথটি উপবৃত্তাকার হতে হতে গোলাপি রঙের হয়ে যাচ্ছে অশ্বক্ষুরাকৃতি নদীর মতো। মৃত্যুর আগে প্রতিটি মানুষ সদর দরজার কাছে একটি সাদা রঙের কাপড় মিলে রেখে যায় যার কোনো পূর্ব দিক নেই। একটি ঝাউ গাছের ভিতরে থাকা আমি কোন অন্তস্থ বৃক্ষ হয়ে যাই। পিঠে থাকা বক্ষবন্ধনীর আর কোন ব্রততী কথা থাকে না। কপালে জলপট্টির বরফ তরল হয়ে যায় নৈশকালীন যাযাবরের মতো। ডোরাকাটা হরিণের উপত্যকা অঞ্চলে খনিজ খুঁড়ে খুঁড়ে বাসুদেব বেরিয়ে আসে

মৎস্যগন্ধা এখানেই খোলস ত্যাগ করে প্রতিটি প্রহরের ছায়া মাংস ভক্ষণ করবে দীর্ঘ ঈশ্বরী উলঙ্গ হয়ে এখনো দাঁড়িয়ে আছে তিনটি শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টি পাওয়ার পর। অনুদৈর্ঘ্য রাতে ছোট ছোপ অন্ধকার গায়ে উপনদীরা ডিম্বাশয় পেরিয়ে চলে যায় বাদলপুরের দিকে। আমি তার পায়ের প্রতিটি জনপদে গন্ধেশ্বরীর স্পর্শ পেয়ে অংকন করি এক একটা চোখের মহীশূর ক্ষেত্র। জীবাশ্ম উপুড় করতে পারিনা নাভিপদ্ম শুঁকে শুঁকে দাঁড়িয়ে পড়ে আমার জীবিত এক দীর্ঘশ্বাস। আপন বৈরাগ্যের কাছে কালিকা ক্ষেত্র হয়ে মহাকালের উপর দাঁড়ালেই নাতিশীতোষ্ণ হয়ে যায় প্রতিটি রণক্ষেত্র। অসংখ্য গর্ভাশয় নিয়ে উদোম পিঠ খুলে বসে আছে একটি ফল দোকান। নাশপাতি বৃক্ষের কাছে একটি সংক্রামক শুঁয়োপোকা পোতাশ্রয় খুঁজে চলেছে নীল খনিজ গ্রানাইট ফেলে আসার পর এখানে ব্রহ্মতালু শীতল মন্ডলের শীঘ্রপতন ঔষধি বৃক্ষটি রোপণ করে যাবে দুমুখো সাপ গাছটির নিচে। আমার মাথায় দুটো নিশাচর নেমে আসছে হঠাৎ মর্ত্যলোকের অভিশাপগ্রস্ত হয়ে সারা গায়ে কালো রঙের মুখ। পাশে ক্ষয়জাত মুখাবয়ব। উল্টে আছে লোহিত কনার স্ফটিক পাথর , আমি ক্রমশ খুঁজে চলেছি আকাশমনির ফুল। ঈশ্বরী অবতল ,আর বজ্রপাত নেশাখোর অঙ্গানু সমূহ কৌশিক পুরুষের পিঠে একগুচ্ছ ধূসর রঙের ক্লোরোফিল লুকানো থাকে ৬ টি ঘোড়ার মতো জলে ভেজা শুক্রাণুর আয়ু দিয়ে। যুধিষ্ঠির প্রতিদিন নিরালা মিষ্টান্ন ভান্ডারের কাছে হলুদ রজনীগন্ধার চারা গাছ রোপন করে যায় সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক নাম দিয়ে। শুভদীপ মোহন বাঁশি থেকে একটি রানাঘাট খুঁজে বের করে আমি শুধু রাতের বেলায় আস্তিক হয়ে যাই যারা মুরলি বাজাতে পারে তাদের। আর কোনদিন আফসোস থাকেনা ডিহাইড্রেটেড মরীচিকার তলদেশে অ্যাসপারাগাস নামক পরকীয়া ফেলে আসার পর জীবাত্মা শরীরের কাছে অর্জুন সব শিখলেও আত্মহত্যার মন্ত্রটি এখনও শেখেননি। অর্জুন ঋণাত্মক অভেদের উপর বসে মৃত মানুষকে নিয়ে জয়ঘন্টা বাজিয়ে চলেন।

পরাশ্রয়ী বাবা কখন তৃতীয় লিঙ্গের চাঁদের শরীর। একটি ধ্রুবতারা ও অসংখ্য নিউট্রোফিল শুক্রগ্রহ দিয়ে অযৌন পাহাড় তৈরি করে গেছেন ডাইটর ফাইভ খাবার পর। একটি স্বর্ণকারের ঠোঁট আর বিষুবরেখার জিভ পরস্পর ব্যস্তানুপাতিক শুয়ে থাকে সারা রাত। এলাচ ফুলের নিচে থাকা নারীরা অজগরের চাষাবাদ করছে নৈশ প্রহরী হয়ে চন্দ্রকলার পঞ্চদশ ঈশ্বরীরা অনন্ত দক্ষিণের ধনাত্মক নৌকা চালিয়ে যাবেন কপাললোচনের দিকে।

আমার হৃদয়ে রবীন্দ্রনাথ

রূপ কুমার ভট্টাচার্য্য

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা ও বাঙালির শৈল্পিক অহঙ্কারের সৌধে অনিবার্যভাবে বিরাজমান। বাংলার সামাজিক উত্থান-পতনের এক যুগ সন্ধিক্ষণে তাঁর জন্ম। ঐতিহ্যবাহী কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির সন্তান হিসেবে রবীন্দ্রনাথের শৈশব-কৈশোর অতিক্রান্ত হয়েছে জ্ঞানচর্চার এক নির্মল পরিবেশের মধ্যে। মহর্ষি পিতার উপনিষদ চর্চা বালক বয়সেই রবীন্দ্রমানস-গঠনে প্রতিফলন ঘটে এবং সেই শিক্ষাকে তাঁর সমস্ত সত্তায় আত্মস্থ করে নেন। বাল্যকালের সেই উপনিষদিক শিক্ষার আলো সারাজীবন তাঁকে পথ দেখিয়েছে। উপনিষদে যে সত্যের সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন সেই সত্যেরই উজ্জ্বল প্রভা তাঁর মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল। তিনি নিরবচ্ছিন্ন সাহিত্য সাধনা, মেধা ও শ্রমে নিজেই ক্রমাগত নিজেকে অতিক্রম করেছেন যা তাঁকে বহুমাত্রিক শিল্পস্রষ্টার আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। নিজের বিরাট সৃষ্টিশীল ক্ষমতা তাঁকে এক যুগোত্তীর্ণ মহাপুরুষের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে। বাংলা সাহিত্যে হাতে গোনা যে ক'জন বড় মাপের খ্যাতিসম্পন্ন লেখক আছেন তার মধ্যে একজন অন্যতম পুরোধা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। অবিভক্ত বাংলায় নবজাগরণের মধ্যাহ্নে রবি কিরণের উন্মেষ ঘটেছিল। সেই থেকে রবীন্দ্রনাথ আমাদের জীবনে সত্য ও সুন্দরের ফলগুধারার মতো বহমান এবং সমগ্র বাঙালির হৃদয়ে এবং বাংলা সাহিত্যজগতে হিমাদ্রির মতো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছেন এক অলৌকিক ঐশ্বর্য নিয়ে। বাঙালির সমৃদ্ধ ভাষা, সাহিত্য, কৃষ্টি-সংস্কৃতির বহুলাংশ জুড়েই আছেন ধীমান পুরুষ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বাঙালি তাই তার প্রতিটি সংকটে, প্রতিটি সংশয়ে আশ্রয় নেয় সেই রবীন্দ্রনাথের কাছে। রবীন্দ্রনাথ নিজের সমৃদ্ধ সাহিত্য চর্চার পরিধি দিয়ে বিস্তৃত করেছেন গোটা বাংলা সাহিত্যের পরিসর। আমরা তাঁকে গুরুদেব, কবিগুরু ও বিশ্বকবি অভিধায় অভিষিক্ত করেছি। রবীন্দ্রনাথের সাফল্যের এই ক্রম-উত্তরণ কিন্তু একদিনে ঘটেনি। এক লহমায় তিনি 'বিশ্বকবি' বা 'কবিগুরু' অভিধায় ভূষিত হননি। সমগ্র রবীন্দ্র জীবন ও সৃষ্টির পিছনে রয়েছে তাঁর সৃষ্টির দীর্ঘ অবিশ্রান্ত পথ চলা। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলা সাহিত্য ও সঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথ এক যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা করেন। তাঁর রচনা চির নতুন ও চিরকালের, কারণ তিনি জগৎ ও জীবনকে দেখেছেন বর্তমানের দৃষ্টির সীমানায়। যে দৃষ্টি তৈরি হয়েছিল অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ দর্শনের সমন্বিত অন্তর্দৃষ্টি থেকে। তাই তিনি সব সময়ই আজকের রবীন্দ্রনাথ। বাঙালির যাপিত জীবনাচরণের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গান অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে। জীবনের প্রভাত থেকে অন্তিমলগ্ন তিনি বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভা; সব্যসাচী লেখক, কবি, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, ছোটগল্পকার, প্রাবন্ধিক, দার্শনিক, সঙ্গীত রচয়িতা, সুর স্রষ্টা, গায়ক, সমালোচক, চিত্রশিল্পী, অভিনেতা, সমাজসেবী ও শিক্ষাবিদ হিসেবে অনন্য। তিনি সমৃদ্ধ করেছেন বাংলা সাহিত্যকে, বিপুল সৃষ্টিসম্ভারে বদলে দিয়েছেন বাঙালির মানসজগত এবং বাংলাকে দিয়েছেন বিশ্ব পরিচিতি। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর অবদান। একে অস্বীকার করার কোনো অবকাশ নেই। আমাদের শিল্প-সাহিত্য, ঐতিহ্য-সংস্কৃতি, রাজনীতি, জীবন-চেতনায় রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই অপরিহার্য। আমাদের জীবনের সঙ্গে, চেতনার সঙ্গে, মননের সঙ্গে, আন্দোলনে, ভাষার মাধুর্যে, দেশপ্রেমে সৃষ্টিশীল কর্মের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন। আমাদের প্রাণের টানে, জীবনের টানে, চেতনার টানে, শিল্প ও সাহিত্যের টানে রবীন্দ্রনাথের কাছে আমাদের বারবার ফিরে যেতে হবে শিল্পের আরাধনায়। তাঁর কবিতার ছন্দ, বাণী ও সুর আমাদের হৃদয়ে বুলিয়ে দেয় শান্তির শুভ্র পরশ। অনন্ত অসীমের সেই অসামান্য রবীন্দ্রনাথের কাছে আমরা প্রার্থনায় নতজানু হই, সমর্পিত হই, পরম বিশ্বাসে।

রবীন্দ্রনাথ আমাদের প্রাণের কবি, প্রেমের কবি, জীবনের কবি, প্রকৃতির কবি, গানের কবি সর্বোপরি মানুষের ভালোবাসার কবি হয়ে চেতনার আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে অপার্থিব আনন্দলোকে আনন্দের বিস্তৃতি ঘটিয়েছেন। তিনি বাঙালি হয়েও চিন্তা-চেতনায় আধুনিক ও আন্তর্জাতিক বোধসম্পন্ন মানুষ ছিলেন। তাঁর শিশু-কিশোরদের জন্য লেখা ছড়া, কবিতা কিংবা বড়দের জন্য লেখা কবিতা, গান, গল্প-উপন্যাসে আমরা বাঙালির সহজ সরল জীবনকে তুলে ধরতে দেখি। তাঁর নানা কাব্যগীতিতে আমরা প্রেম সৌন্দর্য, রোমান্টিক ভাবনা, আধ্যাত্মিক কল্পনার চিন্তাধারা পরিলক্ষিত হতে দেখি। রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ গল্প উপন্যাস এখনো আমাদের সৃজনশীল মনকে আন্দোলিত করে। আমরা রাবীন্দ্রিক চরিত্রগুলোকে চলচ্চিত্র ও মঞ্চে রাজা ও রানী, বিসর্জন, রক্তকরবী, চিত্রাঙ্গদা, চিরকুমার সভা, বাল্মিকী প্রতিভা, তাসের দেশ, ডাকঘর, রাজা, মুক্তধারা, অচলায়তন, শাপমোচন, শেষের কবিতা, সফল সঞ্চায়ন দেখি; তখন আমরা নিজেরা কিছুটা রাবীন্দ্রিক হয়ে ওঠার চেষ্টা করি। রবীন্দ্রনাথ আছেন বাঙালির হৃদয় জুড়ে তাঁর সৃষ্টির উৎসারণে কবিতা, ছড়া, গল্প, উপন্যাস, মঞ্চনাটক, টিভি নাটক, নৃত্যনাট্য, চলচ্চিত্র, সঙ্গীত এবং বাংলার সমগ্র সংস্কৃতিতে। তিনি তাঁর মানবীয় উচ্চ ভাবনা-চেতনা আর মানুষের চিরায়ত অনুভূতি ভাষার সৌকর্য সাধন আর নিপুণ শৈল্পিক উপস্থাপনার মাধ্যমে কাব্য-সঙ্গীত-প্রবন্ধ-গল্পে আর চিত্রকলায় রূপায়িত করে মানুষের চেতনাকে শানিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির ব্যাপকতা বিশ্বজুড়ে শিখরস্পর্শী প্রতিভায় উদ্ভাসিত যা বাঙালির সাংস্কৃতিক স্বকীয়তায় ছড়িয়েছে রবির আলো। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবনকে শিল্পবোধ থেকেই অনুভব করেছেন। আর সেজন্য তাঁর শিল্প-সৃষ্টি প্রায়শই জীবনসংলগ্ন। তিনি কাব্য, গল্প, উপন্যাস, সঙ্গীত, নাটককে জীবনের প্রতিভাষে সিঞ্চিত করেছেন। যা রূপালঙ্কার, প্রতীক ও বিমূর্ততার দ্যোতনায় হয়েছে উজ্জ্বল। সব মানুষের হৃদয়ের মণিকোঠায় এক বিশেষ স্থান দখল করে আছেন। দেড়শ বছর পেরিয়েও কবি আমাদের মাঝে তাই চিরজাগরুক হয়ে আছেন। সমগ্র বাঙালির মানস জগতে রবীন্দ্রনাথ চিরকালীন আবেগ, প্রেরণায় জাগ্রত থাকবেন এবং বাংলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতির আলোর দিশারি হয়ে আলো ছড়াবেন যুগ থেকে যুগান্তরে। তাঁর সৃষ্টি, তাঁর স্বপ্ন আর জীবন দর্শন আগামী প্রজন্মকে পথ দেখাবে সত্য ও সুন্দরের।

সম্পাদকীয় পাতায় প্কাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

মুর্শিদাবাদে পাঁচটি রহস্য-মৃত্যু ফারাক্কায় বারাকে মৃত পুলিশ কনস্টেবল

বহরমপুর, ১ জুন (হি.স.): মুর্শিদাবাদ জেলাজুড়ে রহস্যজনক ও অস্বাভাবিক মৃত্যু হল পাঁচজনের, মৃতদের মধ্যে একজন পুলিশ কর্মীও আছেন। যদিও ফারাক্কায় পুলিশ বারাকে ওই পুলিশ কনস্টেবলের হৃদরোগে মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে। বাকি যে চারটি মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে, তার অধিকাংশই খুনের ঘটনা বলে মনে করা হচ্ছে।

বুধবার মুর্শিদাবাদে ভগবানগোলা থানার অন্তর্গত বসন্তপুরের সড়কপাড়ায় এক বৃদ্ধের রহস্য-মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। মৃতের নাম নজরুল ইসলাম (৬৩)। পুলিশ তাঁর ঘর থেকে দেহটি উদ্ধার করে কানাপুকুর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃতদেহের একাধিক জায়গায় আঘাতের চিহ্ন পাওয়ায় মৃত্যুর কারণ নিয়ে রহস্য দানা বেঁধেছে। আত্মীয় ও প্রতিবেশীদের অভিযোগ, জমি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে ওই বৃদ্ধের সঙ্গে তাঁর স্ত্রী ও ছেলের বিবাদ চলছিল। তারাই বৃদ্ধকে খুন করেছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

এদিকে এদিন রহস্য মৃত্যুর আরও একটি ঘটনা ঘটেছে এই জেলার হরিহরপাড়ার চোঁয়া এলাকায়। মৃতের নাম আঞ্জুরা বেওয়া (৫৬)। মহিলার বাড়ির পাশের আমবাগান থেকেই দেহটি উদ্ধার করে পুলিশ। দেহটি হরিহরপাড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে চিকিৎসক ওই মহিলাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এক্ষেত্রেও মৃতের দেহে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। মহিলার পরিবারের অভিযোগ, তাঁকে খুন করা হয়েছে। ময়নাতদন্তের জন্য দেহটি মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়েছে হরিহরপাড়া থানার পুলিশ।

অন্যদিকে রেজিনগরের দাদপুরে এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার হয়েছে। এখানকার ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে এই ঘটনাটি ঘটে। জানা গিয়েছে, এদিন ভোরে দাদপুরের বেলতলা মোড়ে স্থানীয় এক পথচারী দেহটি দলা পাকিয়ে পড়ে থাকতে দেখেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি পুলিশে খবর দেন। রেজিনগর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়। তবে মৃতের পরিচয় এখনও জানা সম্ভব হয়নি বলে পুলিশ জানিয়েছে।

পাশাপাশি, ডোমকলে ঘর থেকে দম্পতির মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। গতকাল রাত এগারোটা নাগাদ পুরাতন বিডিও অফিস মোড় সংলগ্ন বাড়ি থেকে পুলিশ দেহ দুটি উদ্ধার করে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদের নাম আন্না হালদার (৪২) ও সুনীল কুণ্ডু (৫২)। পারিবারিক অশান্তির জেরেই স্ত্রীকে খুন করে আত্মঘাতী হয়েছেন স্বামী, এমনই মনে করছে পুলিশ।

সূত্রের খবর, বাড়ির প্রধান কলাপসিবল গেট ও কাঠের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ অবস্থায় ছিল। তালা ভেঙে পুলিশ প্রথমে মহিলার দেহ উদ্ধার করে। পাশের ঘরে মহিলার স্বামীর দেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। খাটের উপরে একটি বিষের বোতল পড়ে থাকতে দেখে পুলিশ। দেহ দু"টি উদ্ধার করে ডোমকল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে ময়নাতদন্তের জন্য।

ফারাক্কায় পুলিশ বারাকে মৃত্যু হল এক পুলিশ কর্মীর। চেয়ারে বসে থাকা অবস্থায় এই ঘটনা ঘটে। মৃতের নাম, সুকুমার সরকার (৫২)। তাঁর বাড়ি মালদহের বৈষ্ণবনগরে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ওই কনস্টেবলের মৃত্যু হয়েছে। জানা গিয়েছে, বুধবার সকালে তাঁর ডিউটি ছিল। তিনি সাধারণত থানার ভিতরেই ডিউটি করতেন। এদিন সকালে এক সহকর্মী বারাকে ডাকতে গিয়ে দেখেন, সুকুমারবাবু লুঙ্গি পরে চেয়ারে বসে আছেন। অনেক ডাকার পরও তিনি সাড়া দেননি। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ফারাক্কা থানার পুলিশ জানিয়েছে, সুকুমারবাবুর দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। রিপোর্ট এলেই বোঝা যাবে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ।

এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার

মুর্শিদাবাদ, ১ জুন (হি. স.) : মুর্শিদাবাদের রেজিনগরের দাদপুরে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে এক ব্যক্তির ক্ষত বিক্ষত দেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বুধবার এই ঘটনাটি ঘটে।জানা গিয়েছে, এদিন ভোরে দাদাপুরের বেলতলা মোড়ে স্থানীয় এক পথচারী দেহটি দলা পাকিয়ে পড়ে থাকতে দেখেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি পুলিশে খবর দেন। রেজিনগর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়। তবে মৃতের পরিচয় এখনও জানা সম্ভব হয়নি বলে পুলিশ জানিয়েছে।

পলাশবাড়িতে চিতাবাঘের আতঙ্ক

পলাশবাড়ি, ১ জুন (হি. স.) : আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের পলাশবাড়ি এলাকায় দেখা মিলল একটি চিতাবাঘের। মঙ্গলবার রাতের ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায়। বুধবার সকালে বন দফতরের তরফে নজরদারি চালানো হয়। তবে চিতাবাঘ নজরে পড়েনি তাঁদের।স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, মঙ্গলবার রাতে এলাকায় চিতাবাঘ দেখা যায়। সনজয় নদীর ধারে বাগানে চিতাবাঘটিকে প্রথম দেখেন পশ্চিম কাঁঠালবাড়ির বাসিন্দা সুভাষ রায় নামে এক ব্যক্তি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান পুলিশকর্মীরা। রাত দশটা নাগাদ ফের চিতাবাঘ দেখা যায় বলে সিভিক ভলান্টিয়ার রাজীব ভুঁইয়া জানিয়েছেন। ঘটনাস্থলে পৌঁছান জলদাপাড়া সাউথ রেঞ্জের বনকর্মীরা। বন দফতরের তরফে গভীর রাত পর্যন্ত এলাকায় তল্লাশি চালানো হয়। বুধবার সকালেও বন দফতরের তরফে নজরদারি চালানো হয়। তবে চিতাবাঘ নজরে পড়েনি তাঁদের। এদিন সকালে বেশকিছু জায়গায় অজানা জন্তুর পায়ের ছাপ দেখা যায়। জলদাপাড়া সাউথ রেঞ্জার বিজয় তামাং জানান, স্থানীয়দের সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। তবে প্রাণীটি চিতাবাঘ নাকি অন্য কিছু তা এখনও স্পষ্ট নয়। টহলদারি জারি রয়েছে।

কাছাড়ের সোনাইয়ে সড়ক দুর্ঘটনা, মৃত্যু স্কুটি আরোহীর

সোনাই (অসম), ১ জুন (হি.স.) : কাছাড় জেলার সোনাই বিধানসভা এলাকায় মর্মান্তিক এক সড়ক দুর্ঘটনায় জনৈক স্কুটি আরোহীর করুণ মৃত্যু হয়েছে। নিহত ব্যক্তিকে সোনাই বিধানসভা এলাকার কাবুগঞ্জের পাকইপাড়ের বাসিন্দা জনৈক ব্রজকিশোর মুখার্জি বলে শনাক্ত করা হয়েছে।আজ বুধবার সোনাই থানা সূত্রে জানা গেছে, দুর্ঘটনাটি মঙ্গলবার রাতে সংঘটিত হয়েছে। শিলচর-আইজল (মিজোরাম) জাতীয় সড়কের সৈয়দপুর এলাকায় রাস্তার পাশে দাঁড়িয়েছিল একটি ট্রাক। এক সময় নিজের বাড়ির উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন ব্রজকিশোর। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আচমকা দণ্ডায়মান ট্রাকের সঙ্গে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয় অভিশপ্ত স্কুটিটির। ঘটনাস্থলেই প্রচুর রক্তক্ষরণ ঘটিয়ে মৃত্যুবরণ করেন স্কুটি আরোহী ব্রজকিশোর মুখার্জি।সূত্রটি জানিয়েছে, ভয়াবহ দুর্ঘটনার খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে থানা থেকে পুলিশের দল গিয়ে নিহত ব্রজকিশোরের মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

ধিঙের মহখুঁটিতে স্থানীয়দের হাতে ধৃত কুখ্যাত তিন গরু চোর

ধিং (অসম), ১ জুন (হি.স.) : অবশেষে স্থানীয় জনতার হাতে ধরা পড়েছে কুখ্যাত তিন গরু চোর। বহু দিন ধরে এরা ধিং সহ পার্শ্ববর্তী এলাকার বাসিন্দাদের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল। ধৃতদের মায়ং এলাকার বাহুপথারের মইনুল হক, উমর ফারুখ এবং মোক্তার আলি বলে শনাক্ত করা হয়েছে। তাদের হেফাজত থেকে দুটি চুরির গরু এবং নম্বর প্লেটশূন্য একটি টাটা মোবাইল।মায়ং থেকে যন্ত্রচালিত নৌকা দিয়ে ঢেকিয়াজুলিতে চুরির গরুগুলি পাচারের সময় স্থানীয়দের নজরে পড়ে বিষয়টি। তাঁরা তাদের পিছু ধাওয়া করে নদী তীরবর্তী মহখুঁটি এলাকায় এসে স্থানীয় জনতার সহযোগিতায় আটক করেন। দুটি গরু সহ জনতার হাতে ধৃত মইনুল হক, উমর ফারুখ এবং মোক্তার আলিকে পুলিশের হাতে সমঝে দেওয়া হয়েছে।

বাস কন্ডাক্টরকে বন্দুক দেখিয়ে নগদ টাকা ছিনতাই

লুধিয়ানা, ১ জুন (হি.স) : বুধবার সকালে লাধোয়াল টোল প্লাজার কাছে পঞ্জাব ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের বাস কন্ডাক্টরকে বন্দুক দেখিয়ে নগদ টাকা লুট করে নিয়ে যায় তিন দুস্কৃতী। পুলিশ জানিয়েছে, এদিন সকাল সাড়ে ৭টার দিকে এই ঘটনা ঘটে। লাধোয়াল থানা থেকে প্রায় ২ কিলোমিটার দূরে।

বাসের কন্ডাক্টর সাহিল জানান, বাস পাতিয়ালা থেকে অমৃতসর যাচ্ছিল। টোল প্লাজায় পৌঁছালে একটি মোটরসাইকেলে থাকা দুজন এবং একটি স্কুটারে থাকা একজন তাদের গাড়ি বাসের সমান্তরালে নিয়ে এসে তাকে গালিগালাজ করতে থাকে। মুখোমুখি হলে তারা দুটি দেশীয় পিস্তল তাক করে এবং মারধর করে নগদ ১০ হাজার টাকা ও তার চেইন ছিনিয়ে নেয়। বাসের চালকও এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে নেমে গেলেও তাকে গুলি করার হুমকি দেয় তারা।

এই ঘটনার পরে বাসটি টোল প্লাজার কাছে দাঁড় করানো হয় এবং কন্ডাক্টর সহ অন্যান্য বাস স্টাফ কর্মচারী এবং যাত্রীরা লুধিয়ানা-জলান্ধর মহাসড়ক অবরোধ করে। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়। পরে ঘটনাস্থলে পৌঁছান সহকারী পুলিশ কমিশনার হরিশ বহল।পুলিশ জানিয়েছে, সিসিটিভিতে দেখা গেছে যে কন্ডাক্টর তিনজনের সঙ্গে তর্ক করছিল। তবে নগদ ও স্বর্ণ ছিনতাইয়ের দাবি এখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

নিম্নমুখী শেয়ারবাজার, সাড়ে ৫৫ হাজারের নিচে সেনসেক্স

মুম্বই, ১ জুন (হি. স.) : বুধবারও নিম্নমুখী শেয়ারবাজার। এদিন ১৮৫ পয়েন্ট খুঁইয়ে সাড়ে ৫৫ হাজারের নিচে নেমেছে সেনসেক্স। আর প্রায় ৬২ পয়েন্ট খুঁইয়েছে নিফটি। দু'দিনে প্রায় ৫৪৫ পয়েন্ট খোয়াল সেনসেক্স। মঙ্গলবারের পর বুধবারেও শেয়ারবাজারের ধসে দুঃশ্চিন্তায় বিনিয়োগকারীরা।মঙ্গলবার আচমকাই মুখ থুবড়ে পড়ে বাজার। ৩৫৯ দশমিক ৩৩ পয়েন্ট খুঁইয়ে ৫৫ হাজার ৫৬৬ দশমিক ৪১ পয়েন্ট নিয়ে বন্ধ হয়েছিল সেনসেক্স। আর ৭৬ দশমিক ৮৫ পয়েন্ট খুঁইয়ে নিফটি বন্ধ হয়েছিল ১৬ হাজার ৫৮৪ দশমিক ৫৫ পয়েন্টে। বাজার বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছিলেন, যেহেতু বিকেলের দিকে জিডিপি ঘোষণা করা হবে, তাই খুব সাবধানতা অবলম্বন করেছেন বিনিয়োগকারীরা। কিন্তু বুধবার আগের দিনের চেয়ে প্রায় ১০০ সূচক কম নিয়েই শুরু হয়েছিল বাজার। তারপরে ঢিমেতালেই চলছিল কয়েক ঘন্টা। দুপুরের পরে আচমকাই হুড়মুড়িয়ে নামতে থাকে সেনসেক্স। এক সময়ে ৫৫ হাজারের গণ্ডির নিচে যাওয়ারও আশঙ্কা দেখা গিয়েছিল। যদিও শেষ বেলায় সেই ধাক্কা অনেকটা সামাল দিয়ে ঘুরে দাঁড়াতে পেরেছে। তবে পতন এড়াতে পারেনি সেনসেক্স ও নিফটি।

প্রয়াত তৃণমূল কংগ্রেসের হিন্দি প্রকোষ্ঠের নাগরাকাটা ব্লক কমিটির সভাপতি

নাগরাকাটা, ১ জুন (হি. স.) : প্রয়াত তৃণমূল কংগ্রেসের হিন্দি প্রকোষ্ঠের নাগরাকাটা ব্লক কমিটির সভাপতি রমেশ পাসওয়ান। বুধবার সকালে তিনি প্রয়াত হন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৫ ।নাগরাকাটার এক্সচেঞ্জ পাড়ার বাসিন্দা রমেশ পাসওয়ান বেশ কিছুদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন। তবে চিকিৎসায় সাড়া দিয়ে ধীরে ধীরে সুস্থও হয়ে উঠছিলেন। বুধবার সকালে হঠাৎই তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়। তাঁকে প্রথমে সুলকাপাড়া গ্রামীণ হাসপাতাল ও পরে মাল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।জানা গিয়েছে, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েই তাঁর এই অকাল প্রয়াণ। রমেশের মৃত্যুর খবর পৌঁছোতেই এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। রাজনীতির রংয়ের ঊর্ধ্বে উঠে তাঁকে সবসময় জনসেবা করতে দেখা গিয়েছে। স্থানীয়দের যে কোনও বিপদ আপদের কথা শুনতে পেলেই নিঃস্বার্থভাবে পাশে দাঁড়াতেন তিনি। জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের মেন্টর ও তৃণমূল কংগ্রেসের হিন্দি প্রকোষ্ঠের জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির সভাপতি অমরনাথ ঝা বলেন, 'রমেশের এই চলে যাওয়া শুধু দলেরই নয়, গোটা সমাজের অপূরণীয় ক্ষতি।

অনলাইন পরীক্ষার দাবিতে বিক্ষোভ নেওটিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে

কলকাতা, ১ জুন (হি. স.) : ফের অনলাইন পরীক্ষার দাবি জানিয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ ছাত্র ছাত্রীদের। বুধবার সকালে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে ছাত্র -ছাত্রীরা। ঘটনায় উত্তপ্ত দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবার থানার চেওড়ার নেওটিয়া বিশ্ববিদ্যালয়।

আন্দোলনরত ছাত্র-ছাত্রীদের দাবি, সেমিস্টার পরীক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের নির্দিষ্ট সময় না দিয়ে পরীক্ষা নিচ্ছে। তাই অনলাইনে পরীক্ষা নেওয়ার দাবি জানিয়ে সোমবার থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সেমিষ্টারের শতাধিক ছাত্রছাত্রী বিক্ষোভ শুরু করেন বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ছাত্র-ছাত্রীদের অনলাইনে পরীক্ষা দেওয়ার দাবি ভিত্তিহীন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দাবি, অফলাইনে পরীক্ষা হলে ছাত্র-ছাত্রীরা তাঁদের মেধার সঠিক মূল্যায়ন করতে পারবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৩০০ ছাত্রছাত্রীর মধ্যে মাত্র কয়েকজন ছাত্র ছাত্রী বিক্ষোভ করছে। অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী অফলাইনে পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত।

অন্যদিকে বিক্ষোভকারী ছাত্রছাত্রীরা জানিয়েছে, 'অনলাইনে পরীক্ষা না নিলে তাঁরা বৃহত্তর আন্দোলনে যাবে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান ডায়মন্ড হারবার থানার পুলিশ। নেওটিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাসিসট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট সুহাস মুখার্জি বলেন, 'আপনারা দেখতে পাচ্ছেন খুব বেশি ১০০-১৫০ ছাত্র ছাত্রী আন্দোলন করছে। আমরা এতদিন ধরে অফলাইনে পড়াশুনা করিয়েছি। এখন কিছু ছাত্র-ছাত্রীরা বলছে অনলাইনে পরীক্ষা নিতে হবে। বর্তমানে করোনা সংক্রমণের সেরকম পরিস্থিতি নেই। অনলাইনে পরীক্ষা হলে কোনও পরীক্ষক থাকবেন না। এরকম ভাবে বেশিদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ চলতে পারে না '

বলিউড গায়ক কে কে-র মৃত্যুতে শোক প্রকাশ কেরলের মুখ্যমন্ত্রীর

তিরুবনন্তপুরম, ১ জুন(হি.স) : সুপরিচিত বলিউড গায়ক কৃষ্ণকুমার কুন্নাথের (কে কে) অকাল মৃত্যুতে বুধবার শোক প্রকাশ করেছেন কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন। এদিন তিনি টুইটে লিখেছেন, 'কৃষ্ণকুমার কুন্নাথ, জনপ্রিয়ভাবে কে কে নামে পরিচিত, একজন ভার্সাইল গায়ক ছিলেন যিনি তাঁর অনন্য কণ্ঠ দিয়ে আমাদের মুগ্ধ করেছিলেন। তাঁর অকালমৃত্যুর খবরে ব্যথিত। জন্মসূত্রে একজন মালয়ালি, কে কে-এর আকস্মিক চলে যাওয়া ভারতীয় সঙ্গীতের জন্য একটি বিশাল ক্ষতি। তার পরিবার এবং ভক্তদের প্রতি গভীর সমবেদনা। 'প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় দক্ষিণ কলকাতায় একটি কনসার্টের পরে হোটেলে ফিরে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিতসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। কে কে একজন ভার্সাইল গায়ক, যিনি হিন্দি ভাষা ছাড়াও তামিল, তেলেগু, কন্নড়, মালায়ালম, মারাঠি এবং বাংলা সহ অন্যান্য ভাষার গান গেয়েছেন। কেকে-র মৃত্যুর ঘটনায় কলকাতা পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা দায়ের করেছে। সুপরিচিত বলিউড গায়ক কৃষ্ণকুমার কুন্নাথের (কে কে) অকাল মৃত্যুতে বুধবার শোক প্রকাশ করেছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। তাঁকে সবচেয়ে বহুমুখী প্রতিভা গায়কদের একজন হিসাবে বর্ণনা করেছেন, যাঁর প্রাণময় কণ্ঠ অনেক স্মরণীয় গান দিয়েছে বলে তিনি বর্ণনা করেছেন। এদিন তিনি টুইটে লিখেছেন, 'গত রাতে তার অকাল মৃত্যুর খবরে মর্মাহত। তার পরিবার এবং বিশ্বজুড়ে ভক্তদের প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা।' এছাড়া কংগ্রেসের মুখ্য মুখপাত্র রণদীপ সুরজেওয়ালা বলেছেন, 'বহুমুখী প্রতিভার কণ্ঠস্বর, প্রেমের আকাঙ্ক্ষা এবং সুরেলা গানগুলির সব এক হয়ে গেছে।'প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় দক্ষিণ কলকাতায় একটি কনসার্টের পরে হোটেলে ফিরে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিতসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। কে কে একজন ভার্সাইল গায়ক, যিনি হিন্দি ভাষা ছাড়াও তামিল, তেলেগু, কন্নড়, মালায়ালম, মারাঠি এবং বাংলা সহ অন্যান্য ভাষার গান গেয়েছেন। কেকে-র মৃত্যুর ঘটনায় কলকাতা পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা দায়ের করেছে।

কে-র মৃত্যুর পর বিতর্কিত ভিডিয়ো মুছে দিলেন রূপঙ্কর, ফোনেও ধরাছোঁয়ার বাইরে

কলকাতা, ১ জুন (হি. স.) : গত কয়েক সপ্তাহ ধরেই কেকে এর কনসার্ট নিয়ে শহর জুড়ে ছিল উন্মাদনা। ৩০ তারিখ কলকাতায় আসেন কেকে পর দুদিন ছিল তাঁর কনসার্ট শহর কলকাতার প্রাণকেন্দ্রে নজরুল মঞ্চে। তবে কেকে এর কলকাতায় কনসার্ট নিয়ে যে তুমুল উন্মাদনা লক্ষ্য করা গিয়েছিল দর্শকদের মধ্যে সেই প্রসঙ্গে একটি ফেসবুক লাইভও করেন শিল্পী রূপঙ্কর, যেখানে তিনি প্রশ্ন তোলেন, "কেকে, কেকে হু ইজ কেকে! আমরা যে কোনও কেকে-র থেকে ভালো গাই।"

রূপঙ্কর বাগচীর এই ফেসবুকে পোস্টে ক্ষুব্ধ একাধিক মহল। যদিও রূপঙ্কর মনে করছেন তার মন্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা হয়েছে। কেকে এর প্রয়াণের আগেই রূপঙ্করের এই ভিডিয়ো সামাজিক মাধ্যমে নিমেষে বহুলভাবে ছড়িয়ে পড়ে। কেকে এর মৃত্যু সংবাদের পর রূপঙ্করের উপর নেটিজেনদের আক্রমণ আরও তীব্র হয়।

রূপঙ্কর বলেন, "আজ শো করতে কেকে কলকাতায় এসেছিলেন। ওয়ান অ্যান্ড ওনলি কেকে। এই শো নিয়ে তুমুল উত্তেজনা। তাঁর কনসার্টের কিছু লাইভ ভিডিয়ো দেখছিলাম। তিনি 'ওয়ান্ডারফুল' গায়ক। কিন্তু, আমার মনে হল সোশ্যাল মিডিয়ায় এই রকম ভিডিয়ো আমার রয়েছে, সোমলতা, ইমন মনোময়, রাঘব, উজ্জ্বয়িনী, ক্যাকটাস, রূপমের রয়েছে। আমি গান শুনে যা বুঝলাম আমরা কেকে-র থেকে সবাই ভালো গান গাই। কেন আমাদের নিয়ে এত উত্তেজনা বোধ করেন না বলুন তো!" কিন্তু, রূপঙ্করের এই লাইভে শেষের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আসে সেই মর্মান্তিক খবর প্রয়াত হয়েছেন কেকে। এরপর রূপঙ্করের প্রতি উড়ে আসে তীব্র সমালোচনা। শিল্পী থেকে আমজনতা সকলেই তীব্র ক্ষোভ উগড়ে দেন রূপঙ্করের বিরুদ্ধে। অবশেষে সোশ্যাল মিডিয়ায় তীব্র চাপে এসে কেকে-কে নিয়ে করা পোস্টটি ডিলিট করে দেন রূপঙ্কর। এমনি শিল্পীকে ফোনেও পাওয়া যাচ্ছে ফোন বন্ধ রেখেছেন রূপঙ্কর।

শুধু তাই নয় তীব্র কটাক্ষের মুখে গতকাল থেকে আজ পর্যন্ত ধীরে ধীরে পড়ছে রূপঙ্কের ফেসবুক প্রোফাইলের রেটিং। প্রায় ৬ এক কাছাকাছি ছিল তাঁর প্রোফাইলের রেটিং গত কাল রাত থেকে কমতে কমতে এখন তা গিয়ে দাঁড়িয়েছে ৪.৬এ। রূপঙ্কর অবশ্য পরে স্বীকার করেন, "দুঃখ লাগছে, কষ্ট হচ্ছে। সদ্য ভুবনেশ্বর থেকে ল্যান্ড করলাম। কেকে অত্যন্ত বড় মাপে শিল্পী ছিলেন। এটা ওঁর মৃত্যুর বয়স নয়। অতীতে অনেক মিউজিশিয়ান ছেড়ে চলে গিয়েছেন। ওঁর সেই বয়স হয়নি। তাঁর পরিবারের প্রতি সমবেদনা। আমি কেকে-র বিরুদ্ধে কিছু বলতে চাইনি। মানুষ বুঝতে না পারলে দুঃখ লাগবে। বাংলা গান, বাংলা সাহিত্য, এই নিয়ে বলতে চেয়েছিলাম। চিনিই না ভদ্রলোককে। ওঁর উপর কেন রাগ থাকবে। আমি ওঁর ভক্ত। আমার বক্তব্য নিয়ে কেউ অন্য কিছু ভেবে থাকলে এটা তাঁদের ভুল।"

রবীন্দ্র সদনে গান স্যালুটে কেকে-কে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন, ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ১ জুন (হি. স.) : রবীন্দ্র সদনেই পশ্চিমবঙ্গের প্রয়াত শিল্পীদের শ্রদ্ধা জানানো হয়। প্রয়াত গায়ক কেকের মরদেহও এসএসকেএম থেকে সেখানেই আনা হবে বলে ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।এর আগে কলকাতা বিমানবন্দরেই কেকে-কে গান স্যালুট দেওয়ার হবে বলে ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তখন অবশ্য তিনি ছিলেন বাঁকুড়ায়। পরে কলকাতায় ফিরে তিনি সেই সিদ্ধান্ত বদলের কথা জানান। বুধবার দুপুরে বাঁকুড়া থেকে কলকাতায় ফিরেই দমদম বিমানবন্দরে মমতা জানান, এ ব্যাপারে গায়কের পরিবারের সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে। তাঁদের মুম্বই ফেরার বিমানের সময় দেখেই শিল্পীর দেহ রবীন্দ্র সদনে আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। সেখানেই গান স্যালুট দেওয়া হবে শিল্পীকে।মমতা বলেন, "প্রয়াত শিল্পীদের আমরা রবীন্দ্র সদনেই শ্রদ্ধা জানাই। ওঁকেও আমরা রবীন্দ্র সদনেই রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।" তবে একই সঙ্গে মমতা জানিয়েছেন, এই সিদ্ধান্তে কেকে-র পরিবার কোনও সমস্যায় পড়বেন না। মমতা বলেছেন, "ময়নাতদন্ত করতে সময় লাগবে। ওঁদের বিমান বিকেল পাঁচটা ১৫ মিনিটে। তার আগেই শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের প্রক্রিয়া শেষ হবে।"

নিজের কণ্ঠ হারিয়ে শোকস্তব্ধ

মুম্বই, ১ জুন (হি. স.) : 'আমার কণ্ঠ হারিয়ে ফেললাম'। প্রখ্যাত সংগীতশিল্পী কে কে-র মৃত্যুতে ঠিক এমন বার্তাই টুইট করলেন অভিনেতা আর মাধবন।কে কে-র মৃত্যুর খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মাধবনের পোস্ট, "হৃদয় ভেঙে গেল... অসাধারণ এক মানুষকে হারালাম, হারালাম এক অসাধারণ কণ্ঠস্বর। শান্তিতে থেকো ভাই। স্বর্গ আজ অনেক বেশি ভাগ্যবান"। এক ফ্যানের টুইটের উত্তরে পরে তিনি লেখেন... "আজ আমার কণ্ঠস্বর হারিয়ে ফেললাম। বিদায় আমার ভাই।"প্রয়াত সংগীতশিল্পী কে কে-র সঙ্গে ব্যক্তিগত স্তরেও দারুণ বন্ধুত্ব ছিল আর মাধবনের। একে অপরকে ভাই বলতেন তাঁরা। আর মাধবনের সুপারহিট হিন্দি ছবি 'রেহানা হ্যায় তেরে দিল মেঁ'-র বাম্পার হিট গান সচ কহ রহা হ্যায় দিওয়ানা। আসমুদ্র হিমাচল এই গানে মেতে উঠেছিল। ভালোবাসা জাহিরেও যেন মুশকিল আসান ছিল কে কে-র এই গান।

কেজরিওয়ালকে একগুচ্ছ প্রশ্ন স্মৃতি ইরানির বললেন সত্যেন্দ্রর কী মন্ত্রী থাকা উচিত

নয়াদিল্লি, ১ জুন (হি.স.): হাওয়ালার মাধ্যমে বেআইনি ভাবে অর্থ লেনদেনে ধৃত দিল্লির স্বাস্থ্যমন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈনকে "নির্দোষ" ঘোষণা করায় দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী ও আম আদমি পার্টির জাতীয় আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে একগুচ্ছ প্রশ্ন করলেন বিজেপি নেত্রী স্মৃতি ইরানি। কেজরিওয়ালের কাছে তিনি জানতে চেয়েছেন, সত্যেন্দ্র জৈনের মতো একজন ব্যক্তির কী তাঁর সরকারে মন্ত্রী থাকা উচিত ?

বুধবার দিল্লিতে বিজেপির সদর দফতরে সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন স্মৃতি ইরানি। অরবিন্দ কেজিরওয়ালের বিরুদ্ধে তোপ দেগে বিজেপি নেত্রী স্মৃতি ইরানি বলেছেন, 'দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী ও আম আদমি পার্টির নেতা অরবিন্দ কেজরিওয়াল একজন দুর্নীতিগ্রস্ত নেতাকে ক্লিনচিট দিয়েছেন। জনতার আদালতে সত্যেন্দ্র জৈনকে বেকসুর খালাস করেছেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। তাই কিছু প্রশ্ন করতে বাধ্য হচ্ছি।' স্মৃতি ইরানি বলেছেন, 'কেজরিওয়াল জি এটা কি সত্য, আয়করের প্রিন্সিপাল কমিশনার বলেছেন সত্যেন্দ্র জৈন নিজেই ১৬.৩৯ কোটি কালো টাকার প্রকৃত মালিক? এটা কি সত্যি, দিল্লি হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ ২০১৯ সালের একটি আদেশে নিশ্চিত করেছে যে সতেন্দ্র জৈন অর্থ পাচার করেছেন? তিনি স্ত্রীর সঙ্গে শেয়ারহোল্ডিংয়ের মাধ্যমে এই কোম্পানিগুলি নিয়ন্ত্রণ করেন।'

কেজরিওয়ালকে প্রশ্ন করে স্মৃতি ইরানি বলেছেন, 'কেজরিওয়াল জি, এটাও কী সত্য যে সত্যেন্দ্র জৈন শেল কোম্পানির মালিক? এই শেল কোম্পানিগুলির নাম হল ইন্দো মেটালিক ইম্পেক্স প্রাইভেট লিমিটেড, আকিনচান ডেভেলপারস প্রাইভেট লিমিটেড, প্রয়াস ইনফো সলিউশন প্রাইভেট লিমিটেড, মঙ্গলযাতন প্রজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড। কেজরিওয়াল জি, এটা কি সত্য সত্যেন্দ্র জৈন এখন দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের অধীনে চার্জশিটে প্রধান অভিযুক্ত?' স্মৃতির কথায়, 'সত্যেন্দ্র জৈন নিজেই স্বীকার করেছেন হাওয়ালা ব্যবসার মাধ্যমে ১৬.৩৯ কোটি টাকার অর্থ লেনদেন করা হয়েছিল, কেজরিওয়াল জি এমন একজন ব্যক্তির কী আপনার সরকারে মন্ত্রী থাকা উচিত?'

"বুঝিনি, তাঁরও পালানোর মতলব আছে, পুশকিনের মতোই" : আবেগপূর্ণ প্রতিক্রিয়া শ্রীজাত-র

কলকাতা, ১ জুন (হি. স.) : সামাজিক মাধ্যম জুড়ে উপচে পড়ছে শোকবার্তা কেকে এর জন্য এদিন কবি, গীতিকার, পরিচালক শ্রীজাত ফেসবুকে দীর্ঘ পোস্ট লেখেন 'হাম রহে ইয়া না রহে কাল'। কে কে-র প্রয়াণে নিজের যন্ত্রণার কথা তুলে ধরলেন কবি।তিনি লেখেন, কে কে-র গান আমার অসহ্য লাগে। গত ১৬ বছর ধরে অসহ্য লাগে। সেই ২০০৬-এর ডিসেম্বর থেকে আজ অবধি কে কে-র গান আমি সহ্য করতে পারি না। ক্যাব-এর রেডিও-তে হঠাৎ বেজে উঠলে চালককে তৎক্ষণাৎ বলি চ্যানেল সরিয়ে দিতে, কোনও জমায়েতে হুট করে বেজে উঠলে সন্তর্পণে উঠে বাইরে চলে যাই। এতটাই অসহনীয় আমার কাছে, কে কে-র গান, গত ১৬ বছর ধরে। টানা ১৬ বছর, আমি কে কে-র গান শুনিনি। সত্যি বলতে কী, পালিয়েছি তাঁর কাছ থেকে।"কেকে নয় তিনি আদতে পালিয়ে বেরিয়েছেন তাঁর অকালে চলে ।ওয়া ভাইয়ের কাছ থেকে। জনসমক্ষে কোনওদিন নিজের সেই যন্ত্রণার কথা তুলে ধরেননি। তবে কেকে-র আকস্মিক মৃত্যু আজ তাঁকে বড্ড নাড়িয়ে দিয়েছে। তিনি জানান, ""ব্যক্তিগত ক্ষয়ের কথা, আন্তরিক ক্ষরণের কথা সমক্ষে তুলে ধরিনি কখনওই, জীবনের প্রতি সংকোচ আর স্মৃতির প্রতি সম্ভ্রম থেকেই। কিন্তু আজ যেন সেই সব আগল ভেঙে গেল।"

কবি জানান, এক বাইক দুর্ঘটনায় আচমকাই প্রয়াত হন তাঁর ভাই পুশকিন। সে ছিল কেকে-র অন্ধভক্ত। তারপর থেকেই কেকে-কে 'শত্রু' বানিয়েছিলেন তিনি। কেকে-র গান ছিল তাঁর 'দু'চোখের বিষ"। শ্রীজাতর ছোট ভাই পুশকিনের প্রিয় গায়ক ছিলেন কে কে। শ্রীজাত লিখেছেন, "আর তার হাত ধরে আমারও। গিটারে তার হাত চলাফেরা করত চমৎকার, আর সুরে গলাও খেলত দিব্যি। তার পড়াশোনা আর পরীক্ষার চাপের ফাঁকে ফাঁকে আমি তাকে জোর করে বসাতাম, 'গান শোনা দেখি দু'খানা'। এমন বললে সে দু;খানা গানই গেয়ে উঠত কেবল। 'ইয়ারোঁ, দোস্তি বড়ি হি হসীন হ্যায়', আর 'হম রহেঁ ইয়া না রহেঁ কল, কল ইয়াদ আয়েঙ্গে ইয়ে পল।"শ্রীজাত লেখেন- "কে কে আসছেন শুনেই নজরুল মঞ্চের কাছাকাছি দিয়ে যাতায়াতের পথ বাছিনি আজ। কে বলতে পারে, যদি 'ইয়ারোঁ, দোস্তি...'-র এক কলিও কানে ঢুকে আসে? পালিয়েছি আজও। কেবল বুঝিনি, তাঁরও পালানোর মতলব আছে, পুশকিনের মতোই।" পোস্ট করার ১৩ ঘন্টা বাদে বুধবার বেলা ২টো ২৫-এ শ্রীজাতর এই পোস্টে লাইক, মন্তব্য ও শেয়ারের সংখ্যা হয়েছে যথাক্রমে ২২ হাজার, ১ হাজার ৬০০, ২ হাজার ২০০।

লজ্জা হচ্ছে না বাংলা, কেকে-র মৃত্যু নিয়ে প্রশ্ন লেখিকা-প্রকাশিকা সন্দীপার

কলকাতা, ১ মে (হি. স.) : কেকে-র মৃত্যু নিয়ে প্রশ্ন তুললেন লেখিকা-প্রকাশিকা সন্দীপা বসু। বুধবার এ ব্যাপারে তাঁর ফেসবুক পোস্টে ২ ঘন্টায় ২২টি মন্তব্য এসেছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিদিশা বসুর নেতিবাচক অভিজ্ঞতা ভাগ করে সন্দীপা লিখেছেন, "একটা কথা পরিষ্কার - এমন হওয়ারই ছিল। না হলেই হয়ত আশ্চর্যের হত। একে এই অসহ্য গরম। তার ওপর চারগুণ লোক, বন্ধ হলঘরে সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে পড়া এসি এবং সর্বোপরি কিছু চূড়ান্ত অশিক্ষিত মানুষের অপরিণামদর্শী কার্যকলাপ - স্টেজের চারপাশ ভিড় করে ঘিরে ধরে হাওয়া চলাচল বন্ধ করা, শিল্পীর কষ্ট হচ্ছে জানার পরেও সে কথায় কান না দেওয়া, ফায়ার এক্সটিংগুইশার থেকে স্প্রে করা, যা কিনা মূলত কার্বন ডাই অক্সাইড়.. এমন উন্মাদের মত ব্যবহার কেন? এরা কারা? ছাত্র? সত্যিই? কলেজ ফেস্ট তো নতুন কিছু নয়। সেখানে বিখ্যাত শিল্পীদের পারফরমেন্সও নতুন ব্যাপার নয়। তাঁকে ঘিরে ছাত্রদের উন্মাদনাও নতুন নয়। কিন্তু এ কেমন অরাজকতা যে একজন শিল্পী অসুস্থ হয়ে মৃত্যু হয়?

হরেকরকম

তৈলাক্ত খাবার খেলে ব্রণ হয়

এরকম ধারণা প্রচলিত থাকলেও, সত্যি নয়। ত্বকে যত্ন কিংবা কাটা ছেড়ায় উপসম পেতে নানান রকম প্রচলিত পদ্ধতি আমরা অনুসরণ করি। তবে সব ধারণা যে সঠিক, সেটারও কোনো ভিত্তি নেই।

ভ্রান্ত ধারণা-১: ভাজা খাবার ব্রণ সৃষ্টি করে

এটা ভুল ধারণা।

'ওয়েল অ্যান্ড গুড ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ক্যারোলিনা নিবাসি ভারতীয় বংশদ্ভূত চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. মুনিব শাহ বলেন, "প্রতিদিন ভাজা খাবার খাওয়া কোষ্ঠকাঠিন্য বা মূত্রাশয়ে সমস্যা সৃষ্টি করে। তাই ভাজা খাবার এড়ানো উচিত।"

বৈজ্ঞানিকভাবে ত্বকের 'ব্রেক আউট'য়ের সঙ্গে ভাজা খাবার খাওয়ার কোনো সম্পর্ক নেই।

বলা হয়ে থাকে, ব্রণ থাকা অবস্থায় চিনি, দুধের তৈরি খাবার এবং ডিম খাওয়া এর তীব্রতা বৃদ্ধি করে কেননা এগুলো অন্ত্রে প্রদাহ সৃষ্টি করে এবং এর প্রভাব ফুটে উঠে মুখে। এসব তথ্যেরও ভিত্তি নেই।

ভ্রান্ত ধারণা-২: 'নিওস্পোরিন' আঘাতের জন্য ভালো

ডা. শাহ বলেন, "কিছু কিছু ক্ষেত্রে কাজ করলেও এটা সর্বজনীন নয়।" 'অ্যালার্জির উচ্চ ঝুঁকি'র কথা উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, "প্রাথমিক কারণ এড়াতে গিয়ে অনেকক্ষেত্রে তা অ্যালার্জির সৃষ্টি করে। তাই নিরাময়ক হিসেবে পেট্রোলিয়াম জেলি সমৃদ্ধ ভ্যাসলিন ব্যবহার করা যেতে পারে।"

ভুল ধারণা-৩: ক্ষত পরিষ্কার করতে হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড উপকারী

২০১৭ সালের গবেষণার উদ্ধৃতি দিয়ে ডা. শাহ জানান, অ্যালকোহল এবং হাইড্রোজেন পারক্সাইড 'কোষের ক্ষতি করার পাশাপাশি এবং আরোগ্যের গতি ধীর করে।' ক্ষত পরিষ্কার করতে 'সাবান এবং পানি' সবচেয়ে ভালো বলে জানান ডা. শাহ।

তাপ থেকে চুলের ক্ষতি সারানোর পন্থা

বিভিন্ন ধরনের তাপীয় যন্ত্র ব্যবহারে চুলের ক্ষতি হয়। আর সেটা সারানোর রয়েছে উপায়।

চুলে বিভিন্ন ধরনের স্টাইল করতে গিয়ে নানান ধরনের বৈদ্যুতিক তাপীয় যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। এই ধরনের যন্ত্র বেশি ব্যবহারে চুলে ক্ষতি হওয়াই স্বাভাবিক।

তাপ প্রয়োগ থেকে চুলকে সুরক্ষিত রাখতে কার্যকর কয়েকটি পদক্ষেপ সম্পর্কে জানানো হল ফেমিনা ডট ইন'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে।

ক্ষতি হওয়া চুলের লক্ষণ

আগা ফাটা, শুষ্কতা, রুক্ষভাব, চুল ভেঙে পড়া, জট পড়া, অতিরিক্ত চুল পড়া ইত্যাদি।

তাপ থেকে সুরক্ষিত থাকার উপায়

'হিট প্রটেকটর' ব্যবহার: চুলকে তাপ থেকে বাঁচাতে 'হিট প্রটেকশন' ব্যবহার করা উচিত। এটা চুলের আর্দ্রতা ধরে রাখে এবং শুষ্কতার হাত থেকে বাঁচায়।

এছাড়াও তাপের কারণে হওয়া ক্ষয় হ্রাস করে। বলা যায় চুলকে সহজে উত্তাপ থেকে বাঁচাতে 'হিট প্রটেকশন' ব্যবহার করা উচিত।

একই চুলের গোছায় একাধিকবার স্টাইল না করা: একই চুলে বার বার তাপ প্রয়োগ মারাত্মক ক্ষতি সাধন করে। একবার তাপ প্রয়োগই যথেষ্ট। যত বেশি তাপ প্রয়োগ করা হবে তার ক্ষতি তত বেশি গুরুতর হবে।

'হেয়ার মাস্ক' ব্যবহার: অতিরিক্ত তাপ প্রয়োগের কারণে চুলের কোমলতা ধরে রাখতে সপ্তাহে কমপক্ষে একবার চুলের মাস্ক ব্যবহার করা উচিত। এতে চুলের জট কমে, মসৃণতা আসে এবং নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হয়। এছাড়াও, এই সামান্য পদক্ষেপ গ্রহণ চুলকে দীর্ঘস্থায়ী করতে সহায়তা করে।

কম তাপ প্রয়োগ: চুলের তাপীয় যন্ত্র কেনার ক্ষেত্রে এমন পণ্য বাছাই করা উচিত যার তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। যন্ত্রের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা কখনই প্রয়োগ করা উচিত নয়, এতে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ২০০ থেকে ৩০০ ডিগ্রির তাপমত্রা ব্যবহার করা আদর্শ মাপ।

নিয়মিত চুল ছাটা: অতিরিক্ত তাপ চুলের আগা ফাটা সৃষ্টি করে এবং শুষ্ক করে তোলে। নিয়ম করে চুল ছাটা চুলের আগার ফাটার ঝুঁকি কমায় এবং পরে চুল ঝড়ে পড়ার সমস্যা কমে।

সঠিকভাবে চুল পরিষ্কার: মাথার চুল সঠিকভাবে পরিষ্কার করা হলে কোনো প্রসাধনীই ক্ষতি করতে পারবে না। অতিরিক্ত তাপের প্রভাব কমাতে চুল ভালো মতো পরিষ্কার করা ও কন্ডিশনার ব্যবহার করা জরুরি। সালফেট, সিলিকন এবং প্যারাবেন নেই এমন শ্যাম্পু ও কন্ডিশনার ব্যবহার চুলের জন্য নিরাপদ।

চুলের প্রাকৃতিক গঠন ধরে রাখতে যতটা সম্ভব কম তাপীয় যন্ত্র ব্যবহার করা উচিত। চুলের প্রাকৃতিক পরিচর্যা করা, সাধারণ বাতাসে শুকানো এবং তাপহীন স্টাইল করা- চুলের সুস্থতা বজায় রাখতে সহায়তা করে।

চটজলদি ফেসিয়াল

পরিবারের সঙ্গেই কাটবে মুহূতর্গুলো। এটাই সবচেয়ে বড় উপহার চলতি সময়ে। সাধারণত রমজান মাসের শেষ সপ্তাহে সৌন্দর্যচর্চাকেন্দ্রগুলোতে ভিড় থাকত বেশ। এ চিত্র এবার নেই বললেই চলে। ঈদের বাহানায় না হলেও নিজের জন্য ত্বকের যত্ন নেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন রূপবিশেষজ্ঞরা। বাড়িতে রাত-দিন কাটালেও ত্বকের ওপর প্রভাব পড়ছে। হাতের কাছে থাকা উপকরণ দিয়ে ত্বকের যত্ন, এমনকি ফেসিয়াল করে ফেলা যায়। সেই নিয়ম জানালেন রূপবিশেষজ্ঞ আফরোজা পারভীন।

তৈলাক্ত ত্বক থেকে তেল সরানো, লোমকূপের কোষ পরিষ্কার করা, নিস্তেজ ভাব দূর করার মতো কাজে সহায়তা করবে ফেসিয়াল। যেকোনো একটা ময়েশ্চারাইজার ক্রিম দিয়ে খুব ভালো করে মুখ মালিশ করে নিতে হবে দুবার। দুবারই পাঁচ মিনিট ধরে মালিশ করতে হবে। ১০ মিনিট পরে ঠান্ডা পানিতে ভেজানো তোয়ালে দিয়ে মুখের ত্বক মুছে ফেলুন।

এরপর পালা স্ক্রাবিংয়ের। সুজি না থাকলে চাল ভিজিয়ে আধাভাঙা করে সুজির মতো বানিয়ে নেওয়ার পরামর্শ দিলেন আফরোজা পারভীন।

এর সঙ্গে শসার রস, টক দই মিলিয়ে দুই থেকে তিন মিনিট মালিশ করে ঠান্ডা পানি দিয়ে মুখ মুছে ফেলতে হবে। এবার প্যাকের ব্যবহার। ফ্রিজে যেসব সবজি বা ফল থাকে, সেসবই প্যাক হিসেবে দারুণ কাজ করে। মসুরের ডালের পেস্ট, কমলার রস বাড়িতে থাকা খানিকটা উপটান মেলানো প্যাক ১৫ মিনিটের জন্য চেহারার সঙ্গী হয়ে যাক। ঠান্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

ময়েশ্চারাইজিং ক্রিম বা তেল দিয়ে মালিশের কাজটি সহজেই করা যাবে। নারকেল তেল বা বেবি অয়েল দিয়েও কাজটি করতে পারেন। পাঁচ মিনিট মালিশ করার পর আবার পাঁচ মিনিট মালিশ করুন। কুসুম গরম পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

একই নিয়মে স্ক্রাবার বানিয়ে নিতে পারেন। আধাভাঙা চালের সঙ্গে মিলিয়ে নিন টমেটোর রস, সঙ্গে টক দই। দুই-তিন মিনিট মালিশ করে ধুয়ে ফেলুন কুসুম গরম পানি দিয়ে।

মনচলি চক্রবর্তী'র তিনটি রান্নার রেসিপি

দই আম কাতলা

উপকরণ - মাছ,দই,আম,নুন,চিনি, লংকা,মেথি, লাল লংকা গুড়ো, চিনি,তেল,হলুদ।

প্রনালী - প্রথমে মাছ গুলো ধুয়ে নিয়ে নুন হলুদ দিয়ে লাল করে ভেজে। এরপর কাঁচা আম একটা পাতলা করে কেটে নেবো।দই তিন চার চামচ নিয়ে ভালোভাবে ফেটিয়ে নেবো।লংকা পরিমান মতো বেটে নেবো বা পেস্ট করে নেবো মিক্সিতে।

এরপর কড়াইতে লাল তেল সামান্য দিয়ে মেথি ভেজে লংকা তিন চারটে দিয়ে তাতে আমের টুকরো গুলো দিয়ে দেবো।

এরপর নুন, হলুদ পরিমান মতো দিয়ে তাতে দইটা দিয়েদেবো।এর পর তাতে লংকা বাটাদিয়ে নেড়েচেড়ে নেবো।

এরপর সামান্য লাল লংকার গুড়ো দিয়ে, সামান্য চিনি দিয়ে জল পরিমান মতো দিয়ে দেবো।

কিছুক্ষন পরে ভাজা মাছ গুলো ঝোলে দিয়ে নামিয়ে নেবো।

ঘরে তৈরি কুঁচি নিমকি

উপকরণ - ময়দা, তেল, কালোজিরে, নুন।

প্রনালী - প্রথমে পরিমান মতো ময়দা নিয়ে তাতে সামান্য সাদা তেল, সামান্য নুন,সামান্য কালোজিরে দিয়ে ভালোভাবে মেখে নেবো।এবার পরিমান মতো জল মিশিয়ে মিশিয়ে মেখে নেবো। মেখে ময়দাটা কিছুক্ষন রেখে দেবো। তার পর মাখা ময়দাটা থেকে লেচি বানিয়ে সামান্য ময়দা নিয়ে বড় লুচির আকারে বেলে নেবো।এর পর ছুড়ি দিয়েছোট ছোট চৌকোনা টুকরোকরে সুন্দর ভাবে কুঁচি নিমকি বের করে নেবো। এরপর কড়াইতে তেল পরিমান মতো দিয়ে তেল গরম হয়ে এলে তাতে এক এক করে কুঁচি নিমকি গুলো দিয়ে ভেজে একটু লালা হয়ে এলে নামিয়ে নেবো।

কাঁকরোলের বাহারি পুর

উপকরণ - বড় কাঁককোল, সরেষ, সোয়াবিন,লংকা,পেঁয়াজ, বাদাম, নুন,হলুদ, চিনি,তেল।

বড় বড় কাঁকরোল কটা অর্ধেক করে কেটে ধুয়ে সেদ্ধ করে রেখে দেবো। আলু দুটো সেদ্ধ করে সাথে সোয়াবিন টাও গরমজলে ধুয়ে রেখে দেবো। এবার লংকা,পেঁয়াজ, কুঁচি করে কেটে রেখে দেবো।বাদাম কটা নিয়ে তেলছাড়া গরম কড়াইতে ভেজে খোসা ছাড়িয়ে নেবো। কাঁকরোলের ভেতরের অংশটা বের করে আলাদা করে রেখে দেবো। মিক্সিতে সরষে পরিমাণ মতো নিয়ে পেস্ট করে রাখবো।

কড়াইয়ে সামন্য তেল দিয়ে গরম তেলে লংকা,পেঁয়াজ দিয়ে দেবো।লাল হয়ে এলে এবার তাতে সরষে বাটা দিয়ে কাঁকরোলের ভেতরের অংশটা আর সেদ্ধ করে রাখা আলু আর সোয়াবিন গুলো দিয়ে দেবো। নেড়েচেড়ে তাতে ভেজেরাখা খোসা ছাড়িয়ে নেওয়া বাদাম গুলো দিয়ে নামিয়ে নেবো। এবার এই পুরটা চামচ দিয়ে সেদ্ধ করে রাখা কাঁকড়কোল গুলোতে ভরে নেবো।এবার ময়দা বা বেসন নিয়ে তাতে নুন চিনি হলুদ গুড়ো সামান্য দিয়ে মেখে মিশ্রন তৈরি করে নেবো।এবার কড়াইতে তেল পরিমান মতো দিয়ে গরম হলে ময়দার মিশ্রণে ডুবিয়ে কাঁকরোল গুলো ভেজে নেবো।

গরম গরম পুর গুলো চপের মতো লাগবে খেতে।

কে কে এর প্রয়াণে শোকাহত কপিল শর্মা

নিজস্ব প্রতিনিধি -কৌতুক অভিনেতা এবং টক শো হোস্ট কপিল শর্মা একটি টুইটের মাধ্যমে প্রয়াত গায়ক "কে কে" -কে স্মরণ করেছেন। সেই টুইটি তিনি হিন্দিতে লেখান, এবং সেই সঙ্গে তিনি দ্য কপিল শর্মা শোতে কে কে-এর সাম্প্রতিক সফরের কথাও স্মরণ করেন এবং বলেন যে তিনি "সবসময় আমাদের হৃদয়ে থাকবেন"। তিনি লেখেন, আমরা কিছু সময় আগেই দেখা করেছি, কি সুন্দর সন্ধ্যা ছিল, আমি জানতাম না যে এটাই শেষ দেখা হবে, মন খুব খারাপ, ঈশ্বর আপনাকে নিজের চরণে স্থান দিক, আমাদের হৃদয়ে আপনি সবসময় থাকবেন। বিদায় ভাই ওম শান্তি।'

কফি বেশি তো ভিটামিন ডি কম

কফি দিয়ে তৈরি পানীয় ও খাবার স্বাস্থ্যগুণের অধিকারী হলেও গ্রহণ করতে হবে পরিমাণ মতো।

এর পেছনে কারণ হিসেবে চীন ও ব্রাজিলের গবেষকদের মত হচ্ছে, শরীরের ভিটামিন ডি শোষণ করার ক্ষমতাকে প্রভাবিত করতে পারে কফিতে থাকা 'ক্যাফেইন'। ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল ফর ভিটামিন অ্যান্ড নিউট্রিশন রিসার্চ'য়ে প্রকাশিত হয় এই 'ক্রস সেকশনাল' গবেষণা। ২০০৫ থেকে ২০০৬ সালে হওয়া যুক্তরাষ্ট্রের 'ন্যাশনাল হেল অ্যান্ড নিউট্রিশন এক্সামিনেইশন সার্ভে অন ভিটামিন ডি লেভেলস' এবং ৩০ থেকে ৪৭ বছর বয়সি ১৩,১৩৪ জন অংশগ্রহণকারীর দৈনিক 'ক্যাফেইন' গ্রহণের মাত্রা নিয়ে করা জরিপ থেকে তথ্য নিয়ে এই গবেষণা করা হয়।

গবেষণায় জানা যায়, অতিমাত্রায় 'ক্যাফেইন' গ্রহণের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ভিটামিন ডি শোষণ করার ক্ষমতার নিম্নগতি।

তবে এই তথ্যের ভিত্তিতে কফি পান বাদ দেওয়ার আগে মনে রাখতে হবে, গবেষকরা আরও বলেছেন, "কফি আসলেও ভিটামিন ডি'র ঘাটতি তৈরি করে কি-না তা নিশ্চিত হতে এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত গবেষণা প্রয়োজন।"

পাশাপাশি দৈনিক কতটুকু কফিকে গবেষকরা স্বাস্থ্যকর বা অস্বাস্থ্যকর মনে করছেন সেটা এখনও পরিষ্কার নয়। আর শরীরের ওপর কফির প্রভাব মানুষভেদে ভিন্ন।

নিউ ইয়র্ক ভিত্তিক 'ইন্টিগ্রেটিভ মেডিসিন' চিকিৎসক এরিকা সুয়ার্জ 'ওয়েলঅ্যান্ডগুড ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলেন, "প্রতিদিন ৪০০ মি.লি. গ্রাম ক্যাফেইন বা চার থেকে পাঁচ কাপ কফি প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য নিরাপদ মাত্রা ধরা যায়। তবে সবার 'ক্যাফেইন' সহ্য করার ক্ষমতা যে এক নয় সেকথা মনে রাখা জরুরি।"

কফি গ্রহণের মাত্রা নিয়ন্ত্রেণের পাশাপাশি দৈনিক কতটুকু ভিটামিন ডি গ্রহণ করছেন সেদিকেও নজর দেওয়া জরুরি। এই ভিটামিনের অভাবজনিত উপসর্গগুলোর জানা এবং সেগুলো সম্পর্কে সচেতন থাকায় সচেষ্ট হতে হবে।

সূর্য থেকে ভিটামিন ডি'র চাহিদা মেটানো কি সম্ভব?

এক থেকে ৭০ বয়সি সবার জন্য ভিটামিন ডি'র ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের 'রেকমেন্ডেড ডায়েটারি অ্যালাওয়েন্স (আরডিএ)' হল ৬০০ আইইউ।

গর্ভবতী, স্তন্যদানকারী মায়েদের জন্য একই পরামর্শ প্রয়োজ্য।

যুক্তরাষ্ট্রের 'আইহার্ব'য়ের প্রধান বৈজ্ঞানিক পরামর্শদাতা মাইকেল টি. মারি বলেন, "দুপুর বেলা ২০ থেকে ৩০ মিনিট রোদে থাকলে ত্বকে ১০ হাজার থেকে ২০ হাজার আইইউ ভিটামিন ডি তৈরি হওয়া সম্ভব। যাদের ত্বকের রং হালকা বা শেতাঙ্গ তাদের ত্বকের মাত্র ১০ মিনিটেই ১০ হাজার আইইউ ভিটামিন ডি তৈরি হয়ে যায়। তবে কৃষ্ণাঙ্গদের ক্ষেত্রে একই পরিমাণ ভিটামিন ডি তৈরি হতে অনেক বেশি সময় লাগবে।"

'পারফর্মেন্স কিচেন'য়ের পরামর্শদাতা ও পুষ্টিবিদ সামান্থা ক্যাসেটি বলেন, "সূর্যের আলো থেকে ত্বকে ভিটামিন ডি তৈরি হওয়ার ক্ষেত্রে শুধু গায়ের রং একমাত্র বাধা নয়। যদি গায়ে সানস্ক্রিন ব্যবহার করেন কিংবা আকাশ মেঘলা হয় তবে ভিটামিন ডি তৈরির প্রক্রিয়া গতি হারাবে। আর লম্বা সময় সরাসরি রোদে থাকার কারণে ত্বকের যে ক্ষতি হয় তা ভিটামিন ডি'র উপকারিতাকে হার মানায়। তাই ভোজ্য উৎস থেকে ভিটামিন সংগ্রহের চেষ্টা করাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।"

ভিটামিন ডি সমৃদ্ধ খাবার

প্রাকৃতিকভাবে খুব বেশি খাবারে এই ভিটামিন মেলে না।

যুক্তরাষ্ট্রের 'নেচার মেড ওয়েলনেস'য়ের 'অ্যাম্বাসেডর' ও পুষ্টিবিদ ভ্যালেরি এইজিম্যান বলেন, "মাশরুম, চর্বিযুক্ত মাছ, মাছের যকৃতের তেল, ডিম ইত্যাদিতে সবচাইতে বেশি মাত্রায় ভিটামিন ডি পাওয়া যায়। আর দুধ, কমলার রস, সিরিয়াল ইত্যাদিতে থাকে 'ফোর্টিফায়েড' ভিটামিন ডি।"

ক্যাসেটি বলেন, "খরচ আর ভিটামিন ডি'র পরিমাণ হিসেবে সবচাইতে শীর্ষে থাকবে সম্ভবত স্যামন মাছ। তিন আউন্স রান্না করা বা 'ফার্মেন্টেড' স্যামন মাছ দিতে পারে ৪৫০ আইইউ ভিটামিন ডি। সঙ্গে আরও আছে ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড এবং প্রোটিন।"

আরও কয়েকটি উৎস তুলে ধরেন এই বিশেষজ্ঞ।

"দুইটি ডিম থেকে মেলে ৮২ আইইউ ভিটামিন ডি যার পুরোটাই আছে কুসুমে। এক কৌটা সার্ডিনস মাছ যোগায় ১৭৮ আইইউ। সঙ্গে আছে ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড। এক কাপ দুধ যোগায় ১১৭ আইইউ। দুধের বিকল্প যারা গ্রহণ করেন তাদের উচিত প্যাকেটের গায়ে দেখে নিতে হবে তাতে ভিটামিন ডি ও ক্যালসিয়াম 'ফোর্টিফায়েড' আছে কী নেই।"

আধা কাপ কাঁচা মাশরুমে থাকে ৩৬৬ আইইউ ভিটামিন ডি। কিছু সিরিয়াল'য়ে 'ফোর্টিফায়েড' থাকে ভিটামিন ডি যা দৈনিক চাহিদার ১৫ শতাংশ যোগান দিতে পারে।

মুরে বলেন, "ভোজ্য উৎস থেকে ভিটামিন ডি'র সম্পূর্ণ চাহিদা মেটানো অনেকক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না। এজন্য পুষ্টিবিদরা পরামর্শ দেন 'সাপ্লিমেন্ট'য়ের, দৈনিক দুই হাজার থেকে পাঁচ হাজার আইইউ'য়ের মধ্যে। তবে পরীক্ষা ছাড়া 'সাপ্লিমেন্ট' নেওয়া উচিত নয়।"

ভিটামিন ডি'র অভাব বোঝার উপায়

এইজিম্যান বলেন, "দিনে ছয় কাপ কফি পান করা একজন ব্যক্তির ক্ষেত্রে পেশি দুর্বল হওয়া, চুল পড়া, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়া, অবসাদ, হাড়ক্ষয় ইত্যাদি ভিটামিন ডি'র অভাবজনিত উপসর্গ দেখা দেওয়া খুবই স্বাভাবিক।"

ক্যাসেটি বলেন, "ভিটামিন ডি'র কাজ হল ক্যালসিয়াম শোষণে সাহায্য করা। ফলে ভিটামিন ডি'র অভাবে ক্যালসিয়ামের অভাব দেখা দেয়। আর তা থেকে দেখা দিতে পারে দুর্বল হাড়, 'অস্টিওপোরোসিস'।"

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও দুর্বল হয় এই ভিটামিনের অভাবে। 'টাইপ টু ডায়াবেটিস'য়ের সঙ্গে ভিটামিন ডি'র ঘাটতির সম্পর্ক আছে।

এখন কথা হল ভিটামিন ডি'র চাহিদা মেটাতে কফি পানের মাত্রায় পরিবর্তন প্রয়োজন কি-না।

এইজিম্যান বলছেন, "যে উৎস থেকেই হোক, দৈনিক 'ক্যাফেইন'য়ের মাত্রা ৪০০ মি.লি. গ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত, যা প্রায় চার থেকে পাঁচ কাপ কফি।"

গর্ভবতী কিংবা স্তন্যদানকারী মা, বৃদ্ধ ও উচ্চ রক্তচাপের রোগীদের আরও কমাতে হবে। অন্যথায় দেখা দিতে পারে মানসিক অস্থিরতা, 'হার্ট প্যালপিটিশন', মাথাব্যথা ইত্যাদি।

শিশু, কিশোরদের কফি কম পান করাই ভালো, যাতে ঘুম ও রক্তচাপে সমস্যা দেখা না দেয়।

যে বাজে অভ্যাস ক্ষয় করে দিচ্ছে আপনার দেহের হাড়

আমাদের দেহোর হাড়ের তৈরি কঙ্কাল দেহকে সঠিক আকারে এবং সঠিকভাবে চলাচলে সহায়তা করে তাকে। হাড় দিয়েই আমাদের দেহের স ঠিক কাঠামো তৈরি। হাড় না থাকলে অ ামাদের দেহ কি ধরনের হতো তা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। কিন্তু আমরা হাড়ের যত্নে তেমন কিছুই করি না।

বরং এমন কিছু কাজ করি যা আমাদের হাড়ের জন্য অনেক বে শি ক্ষতিকর। হ াড়ের রে াগগুলোর মাঝে অস্টিপোরোসিস বর্তমানে সব থেকে বেশি নজরে পড়ে।

এই রোগটির কারণে হাড়ের মজবুত গঠন নষ্ট হয়ে যেতে থাকে। আমাদেরই কিছু বদঅভ্যাসের কারণে হাড়ের ক্ষতি হচ্ছে প্রতিনিয়ত। কিছু অভ্যাস হাড়ের ক্ষয় করে চলেছে যার কারণে দেহে বাসা বাঁধছে হাড়ের ক্ষয়জনিত সমস্যা।

ক্যালশিয়াম ও ভিটামিন ডি সমৃদ্ধ খাবার না খাওয়া—

ক্যালশিয়াম ও ভিটামিন ডি আমাদের হাড়ের গঠন মজবুত করে। যদি এগুলো পরিমিতি খাওয়া না হয় তাহলে হাড়ের ভঙ্গুরতা বাড়ে এবং হাড় ক্ষয় হয়। অল্প বয়সেই হ াড়ের ক্ষয়জনিত সমস্যায় পড়তে হয়।

একটানা অনেকক্ষণ বসে থাকা—

একটানা অনেকটা সময় বসে থাকার অভ্যাস যদি নিয়মিত পালন হয় তাহলে তা আপনার হাড় ক্ষয় করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট।

অতিরিক্ত সফট ড্রিংকস পান করা--- ছেলেবুড়ো সকলেরই পছন্দের পানীয় সফট ড্রিংকস পান করে থাকে। কিন্তু এই সফট ড্রিংকস প্রতিনিয়ত হাড় ক্ষয় করে চলেছে। এসব ড্রিঙ্কসে রয়েছে ফসফরিক এসিড যা প্রস্রাবের মাধ্যমে দেহের ক্যালশিয়াম দূর করে দেয়। যার ফলে ক্ষয়ে যেতে থাকে অস্থি। স্টেরয়েড ব্যবহার করা— অনেকেই বডি বিল্ডিংয়ের জন্য বা অন্যান্য শারীরিক সমস্যায় স্টেরয়েড ব্যবহার করেন যা হাড় দুর্বল করে ফেলে। অনেকটা সময় ধরে স্টেরয়েড ব্যবহারের ফলে হাড়ের মারাত্মক ক্ষতি হয়।

৮ জুন নয়, আগামীকালই রাহুল গান্ধীকে তলব ইডির

নয়াদিল্লি, ১ জুন(হি.স) : ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় আগামীকাল বৃহস্পতিবার হাজিরা দিতে হবে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীকে। এমনটাই জানিয়ে দিল ইডি। এর আগে ৮ জুন রাহুল এবং সোনিয়া গান্ধীকে দিল্লিতে ইডির দফতরে হাজিরা দিতে বলা হয়েছিল। কংগ্রেস জানিয়েছে, ৮ জুন কংগ্রেসের অন্তর্বর্তী সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী ইডি দফতরে হাজিরা দেবেন। তবে রাহুল বিদেশে থাকর কারণে হাজিরার ব্যাপারে ইডির আরও সময় চেয়েছেন। তিনি বলেন, ৫ জুনের পর যে কোনও দিন ডাকলে ভালো হয়। কিন্তু এর পরই ইডি জানিয়ে দেয়, বৃহস্পতিবারই হাজিরা দিতে হবে রাহুল গান্ধীকে।এই নিয়ে বিজেপিকে নিশানা করেছেন কংগ্রেস মুখপাত্র রণদীপ সুরজেওয়ালা। তিনি বলেন, ন্যাশনাল হেরাল্ড পত্রিকা শুরু হয় ১৯৪২ সালে। সে সময় ব্রিটিশরা তা দমন করার চেষ্টা করে। আজ মোদী সরকারও একই কাজ করছে। এজন্য ব্যবহার করা হচ্ছে ইডিকে। ৮ জুন সোনিয়া গান্ধী ইডির দফতরে হাজিরা দেবেন বলে জানিয়েছেন কংগ্রেস নেতা অভিষেক মনু সিঙ্ঘভি। রাহুল গান্ধী এখন বিদেশে রয়েছেন বলে ৮ জুন হাজিরা দিতে পারবেন না। তাঁর তরফে ইডির কাছে হাজিরা দেওয়ার জন্য সময় চাওয়া হয়েছে বলে কংগ্রেস সূত্রের খবর।অভিষেক বলেন, এই মামলার কোনও সারবত্তা নেই। কংগ্রেস রাজনৈতিকভাবে এর মোকাবিলা করবে। তিনি আরও বলেন, এটি টাকা নয়ছয়ের এমন এক আশ্চর্যজনক মামলা, যার সঙ্গে টাকা-পয়সার কোনও সম্পর্কই নেই।

কেকে-র অনুষ্ঠানের সঞ্চালক দম্পতিও স্বীকার করলেন মঞ্চের চরম অব্যবস্থা

হাওড়া, ১ মে (হি. স.) : কেকে-র অনুষ্ঠানের সঞ্চালক দম্পতিও স্বীকার করলেন মঞ্চের চরম অব্যবস্থার কথা। হাওড়ার জগাছার বাড়িতে শোফায় বসে এমনই আক্ষেপ ঝড়ে পড়ল নজরুল মঞ্চে অনুষ্ঠানের সঞ্চালক সুদীপ্ত ও শিল্পীর গলায়। কেকে যে অনুষ্ঠান চলাকালীন অসুস্থ বোধ করছিলেন, সেকথা জানিয়েছেন সুদীপ্ত হাজরা ও শিল্পী হাজরা। তাঁরাই কেকে-র শোয়ের সঞ্চালনা করেছিলেন। নজরুল মঞ্চে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কেকে-র সঙ্গেই ছিলেন এঁরা। অডিটোরিয়ামে এসি চললেও ঠিকমতো কাজ করছিল না বলে জানান শিল্পী। অত্যধিক গরম কেকে-র অসুস্থ হয়ে পড়ার একটি কারণ বলে মনে করছেন শিল্পী।

তাঁর কথায়, 'শো চলাকালীন উনি একবারও মঞ্চের বাইরে যাননি। এখন মঞ্চে যেরকম এলইডি আলো ব্যবহার হয়, সেটায় খুব গরম হয়। আর হলে অতিরিক্তি লোকসংখ্যা হলে গরম হয়। উনি (কেকে) যেরকম উচ্চ মাত্রার অনুষ্ঠান করেন, সেটায় তো গরম আরও হবে। বারবার জল খাচ্ছিলেন। ঘাম মুচছিলেন।' একইভাবে সুদীপ্ত বলেন, 'হলে প্রচণ্ড ভিড় ছিল। এসি সেভাবে কাজ করছিল না। গান গাইতে-গাইতে বারবার ঘাম মুছছিলেন কে কে। কোথায় যেন অস্বস্তি হচ্ছিল তাঁর।' কিন্তু গরম, কষ্ট উপেক্ষা করেই কেকৈ একটানা প্রায় দু-ঘণ্টা অনুষ্ঠান করে গিয়েছেন বলে জানান সঞ্চালিকা।যে মানুষটার সঙ্গে অতক্ষণ একই মঞ্চে সময় কাটালেন, সেই মানুষটি অডিটোরিয়াম থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই নিথর হয়ে গেলেন, এটা কোনভাবেই মেনে নিতে পারছেন না সুদীপ্ত ও শিল্পী। কেকে-র সঙ্গে কথা বলা, গল্প করা, আন্তরিকতা এখনও তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে তাঁদের। শিল্পীর কথায়, 'সারারাত আমরা ঘুমোতে পারিনি। সেই কণ্ঠস্বরঘুমোতে দিচ্ছে না। সেই মুহূর্তেই কেন এরকম হল? এটা না হলেই তো হত!' আবার যাঁর শোয়ে প্রথবার সঞ্চালনা করা নিয়ে উত্তেজিত ছিলেন, সেই সুদীপ্তর কথায়, 'এই শোয়ে সঞ্চলনা না করতে পারলেই বোধহয় ভাল হত!'

প্রাক্তন বিজেপি মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি তদন্ত

রাঁচি, ১ জুন(হি.স) : প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রঘুবর দাস-সহ রাজ্যের বিজেপি মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে তদন্তের নির্দেশ দিলেন ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন। আয় বহির্ভূত সম্পত্তির মামলায় প্রাক্তন মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে তদন্ত করার জন্য অ্যান্টি-করাপশন ব্যুরোকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে খবর।তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে, এর আগে রাজ্যের নতুন বিধানসভা ভবন ও হাইকোর্ট নির্মাণে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। সেই মামলায় গত মে মাসেই বিচারবিভাগীয় কমিশন গড়ে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে হেমন্ত সোরেনের সরকার। তার আগে ফেব্রুয়ারি মাসে ২০১৬ সালে রাজ্যের স্থাপন দিবস পালনে আর্থিক নয়ছয়ের অভিযোগেও তদন্তের মুখে পড়তে হয়েছে তৎকালীন বিজেপি মন্ত্রীদের।জানা গিয়েছে, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রঘুবর দাস-সহ তৎকালীন পাঁচজন বিজেপি মন্ত্রীর বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ওই তালিকায় নাম রয়েছে, নিরা যাদব, রণধীর কুমার সিং, নিলকান্ত সিং মুন্ডে, অমর কুমার বাউরি ও লুইস মারান্ডি। এদিকে, সোরেন সরকারের এহেন সিদ্ধান্তে 'বদলার' অভিযোগ জানিয়েছেন বিরোধীরা। তাঁদের বক্তব্য, রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্যই এই তদন্ত।

মিতালি এক্সপ্রেসের স্টপেজ চেয়ে বিক্ষোভ হলদিবাড়িতে

হলদিবাড়ি, ১ জুন(হি.স) : দীর্ঘদিনের অপেক্ষার পর বুধবার চালু হয়েছে নিউ জলপাইগুড়ি-ঢাকা মিতালি এক্সপ্রেস। হলদিবাড়ি দিয়ে ট্রেনটি বাংলাদেশে প্রবেশ করে। অথচ হলদিবাড়ি স্টেশনে ট্রেনটির টেকনিক্যাল স্টপেজ থাকলেও যাত্রী ওঠা নামা করতে না পারায় আশাহত হলদিবাড়িবাসী। ইতিমধ্যেই হলদিবাড়ি স্টেশনে স্টপেজের দাবিতে আন্দোলনে নেমেছে হলদিবাড়ি পাসপোর্ট হোল্ডার নাগরিক সমিতি।এদিন হলদিবাড়ি স্টেশনে প্ল্যাকার্ড সহ বিক্ষোভ প্রদর্শন করে সমিতির সদস্যরা। হলদিবাড়ি পাসপোর্ট হোল্ডার নাগরিক সমিতির সম্পাদক সামসের আলি সরকার বলেন, 'এর আগে এনজেপিতে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার অনসুল গুপ্তা, কাটিহার ডিভিশনের ডিআরএম কর্নেল শুভেন্দু কুমার চৌধুরী এবং জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্রের সংসদ ডঃ জয়ন্তকুমার রায়, বিধায়ক পরেশচন্দ্র অধিকারীকে দাবি নিয়ে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে।'এবিষয়ে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার অনসুল গুপ্তা বলেন, 'আন্তর্জাতিক ট্রেন চালানোর জন্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রয়োজন রয়েছে।

রাজ্যসভায় ক্রস ভোটিং আটকাতে হরিয়ানার বিধায়কদের ছত্তীশগড়ের রিসর্টে রাখছে কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ১ জুন(হি.স) : রাজ্যসভায় ক্রস ভোটিং আটকাতে হরিয়ানার বিধায়কদের ছত্তীশগড়ের রিসর্টে রাখছে কংগ্রেস। আগামী ১০ জুন রাজ্যসভার ভোটের আগেও একই অবস্থা কংগ্রেসের অন্দরে। বিধায়ক কেনাবেচা আটকাতে কংগ্রেস ফিরিয়ে আনল সেই 'রিসর্ট রাজনীতি'। দলের তরফে হরিয়ানার একঝাঁক বিধায়ককে রিসর্টে রাখার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, রাজ্যসভার ভোট শুরু না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা ওই রিসর্টেই থাকবেন। বিধায়কদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে কংগ্রেস শাসিত ছত্তীশগড়কে। বুধবার রাত অথবা বৃহস্পতিবার সকাল থেকে হরিয়ানা থেকে বিধায়করা পৌঁছবেন সেখানে।

ছত্তীশগড়ের ওই রিসর্টের ঘরগুলির বুকিং বৃহস্পতিবার থেকে। বিমানবন্দরে পা রাখার পরই বিধায়কদের সোজা নিয়ে যাওয়া হবে ওই রিসর্টে। আগামী ১০ জুন হরিয়ানার দুটি রাজ্যসভার আসনে ভোট রয়েছে। বিজেপি প্রার্থী করেছে কৃষ্ণলাল পানোয়ারকে। কংগ্রেস দাঁড় করিয়েছে দলের সাধারণ সম্পাদক অজয় মাকেনকে। কিন্তু মাকেনকে প্রার্থী করা নিয়ে ইতিমধ্যেই দলের অন্দরে কেউ কেউ ক্ষোভ প্রকাশ শুরু করেছেন। সূত্রের খবর, হাইকম্যান্ড তাঁকে গুরুত্বহীন মনে করছে বলে ঘনিষ্ঠ মহলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বিষ্ণোই। আবার বেশ কয়েকজন নির্দল বিধায়কও কার্তিকেয়কে সমর্থন জানিয়েছেন।কার্তিকেয় নির্দল প্রার্থী হওয়ায় কংগ্রেস ক্রস ভোটিংয়ের আশঙ্কা করছে। তাই দ্রুত বিধায়কদের ছত্তীশগড় পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে দল।

বিজেপি ত্রিপুরা বিধানসভা উপনির্বাচনের দলীয় ইনচার্জ করল কৈলাশ বিজয়বর্গীয়কে

নয়াদিল্লি, ১ জুন(হি.স) : ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) ত্রিপুরায় আসন্ন বিধানসভা উপনির্বাচনের জন্য ইনচার্জ নিয়োগ করেছে। দলের জাতীয় সাধারণ সম্পাদক কৈলাশ বিজয়বর্গীয় ছাড়াও আরও দুজনকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বুধবার বিজেপি সভাপতি জেপি নড্ডা ইনচার্জ নিয়োগের অনুমোদন দিয়েছেন। বিজয়বর্গীয়র পাশাপাশি অসম সরকারের ক্যাবিনেট মন্ত্রী অশোক সিংঘল এবং অসমের মুখ্যমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা জয়ন্ত মাল্লা বড়ুয়াকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, ত্রিপুরার চারটি বিধানসভা আসনের ভোটগ্রহণ আগামী ২৩ জুন।

কেকে-র মৃত্যুতে কোনও অস্বাভাবিকতা নেই

কলকাতা, ১ জুন(হি.স) : বলিউডের বিখ্যাত গায়ক কৃষ্ণকুমার কুন্নাথের (কেকে) মৃতদেহের প্রাথমিক পোস্টমর্টেম রিপোর্টে কোনো অস্বাভাবিকতা পাওয়া যায়নি। রিপোর্টে বলা হয়েছে, কেকে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। তবে পরিস্থিতি এখনও পুরোপুরি পরিষ্কার নয়। বুধবার এসএসকেএম হাসপাতাল জানিয়েছে, ৭২ ঘণ্টা পরেই চূড়ান্ত পোস্টমর্টেম রিপোর্ট পাওয়া যাবে। তবেই কেকে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে। কে কে-র ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে নিউমার্কেট থানা পুলিশ। ফরেনসিক দল গ্র্যান্ড হোটেল থেকে কেকে-র তোয়ালে, রুমাল এবং খাবারের নমুনা সিল করে দিয়েছে। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে কেকের মৃত্যু রহস্য উদঘাটনের চেষ্টা করা হবে। উল্লেখ্য, মঙ্গলবার নজরুল অডিটোরিয়ামে দুই হাজার ৭০০ ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন কেকে-এর অনুষ্ঠানে সাত হাজার লোকের সমাগম হয়। অনুষ্ঠানের পর কেকে হোটেলে ফিরে অজ্ঞান হয়ে হাসপাতালে নেওয়ার পথে মারা যান।

জাতির ভিত্তিতে সমীক্ষা হবে বিহারে তেজস্বীকে পাশে বসিয়ে ঘোষণা নীতীশের

পাটনা, ১ জুন(হি.স) : জনগণনাতে জাতির উল্লেখ থাকতে হবে। এই দাবি আগে থেকেই জানিয়ে আসছেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। বুধবার সর্বদলীয় বৈঠকে সেই দাবিতে সিলমোহর পড়ল। বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার জানান, শাসক জোটের বিজেপি এবং বিরোধী দলগুলি জাতিগত সমীক্ষায় রাজি হয়েছে।খুব তাড়াতাড়ি রাজ্য মন্ত্রিসভায় প্রস্তাবটি পেশ করা হবে। আইনি জটিলতা এড়াতে সুমারির পথে না হেঁটে সমীক্ষা করাতে চায় বিহার সরকার। উল্লেখ্য, দেশে প্রতি দশ বছর অন্তর যে আদমসুমারি হয় তাতে জাতির উল্লেখ থাকে না। কিন্তু নীতীশ কুমার জাতির ভিত্তিতে জনগণনা বা জাতসুমারির পক্ষে। তাঁর যুক্তি, এতে সমাজের সর্বস্তরে সরকারি সুযোগ-সুবিধা পৌঁছবে। এই দাবির পিছনে কোনও রাজনীতি নেই। বরং সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকেই এই দাবি তিনি তুলেছেন বলে অতীতে বহুবার জানিয়েছেন। ২০২১ সালের আগস্টে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দেখা করে জাতসুমারির দাবি জানান। যদিও তার আগেই লোকসভায় কেন্দ্র জানিয়ে দিয়েছিল, তফসিলি জাতি ও উপজাতি ছাড়া ২০২১-এর আদমসুমারিতে জাতির উল্লেখ থাকবে না।

শচীন ওয়াজেকে সরকারি সাক্ষী করার অনুমতি দিল সিবিআই আদালত

মুম্বই, ১ জুন(হি.স) : বুধবার মুম্বইয়ের সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই) আদালত বরখাস্ত পুলিশ অফিসার শচীন ওয়াজেকে সরকারি সাক্ষী করার অনুমতি দিয়েছে। আদালত শচীন ওয়াজেকে ৭ জুন আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।তোলাবাজি মামলায় বরখাস্ত হওয়া শচীন ওয়াজে সিবিআই আদালতে দুর্নীতির মামলায় সরকারী সাক্ষী হওয়ার জন্য আবেদন করেছিলেন। বুধবার শুনানির সময় অনিল দেশমুখের ব্যক্তিগত সহকারী কুন্দন শিন্ডের আইনজীবী এই আবেদনের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। শচীন ওয়াজে-র আইনজীবী রৌনক নায়েক সিবিআই আদালতে এই বিষয়ে অন্য আদালতের সিদ্ধান্ত পড়ে শোনান এবং শচীন ওয়াজেকে সরকারি সাক্ষী করার দাবি জানান।

কোনও অস্বাভাবিকতা নেই কে কে'র ময়নাতদন্তের রিপোর্টে

কলকাতা, ১ জুন (হি. স.) : প্রয়াত সঙ্গীতশিল্পী কে কে'র ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টে মিলল না কোনও অস্বাভাবিকতা। সাধারণভাবে রিপোর্টে জানানো হয়েছে হার্ট অ্যাটাকেই মৃত্যু হয়েছে কে কে'র। তবে এখনও কিছুটা ধোঁয়াশা রয়েছে। ৭২ ঘণ্টা পর জানা যাবে ময়নাতদন্তের চূড়ান্ত রিপোর্ট। জানাল এসএসকেএম হাসপাতাল। ওই রিপোর্ট হাতে এলেই পরিষ্কার হবে সবটা। মঙ্গলবার আড়াই হাজারের ক্ষমতা নিয়ে ৭০০০ হাজার দর্শকের ভিড়ে উপচে পড়ে নজরুল মঞ্চ। বাধ্য হয়েই শেষে পুলিশকে ভিড় আটকাতে হয়। ধোঁয়া ব্যাবহার করেন তৃণমূলের সমর্থকরা। সব মিলিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয় ৭ টা ১০ এ। মঞ্চে ওঠেন কে কে। দেড় ঘণ্টার জমজমাট অনুষ্ঠানে স্টেজ মাতিয়ে রাখেন। দর্শকদের মধ্যে যে অন্যরকম উন্মাদনা ছিল তা গত শেষ কয়েকদিনেই বোঝা গিয়েছিল পড়ুয়াদের মাঝে। কিন্তু অনুষ্ঠান থেকে ফিরে এই ঘটনায় একেবারে চমকে গিয়েছে অনেকেই। প্রশ্ন তুলছেন নেটিজেনরা। কীভাবে হল কে কে'র মৃত্যু? কারা ছিলেন তাঁর সঙ্গে? এসব বোঝার পরেও কেন কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। অনুষ্ঠান চলাকালীন অসুস্থতা বোধ করার সময় কেন কে কে'র ম্যানেজার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিলেন না। নানা বিষয়ে প্রশ্ন করে সামাজিক মাধ্যমে 'হ্যাশট্যাগ কে কে' এবং 'আরআইপিকেকে' দিয়ে পোস্ট করছেন অনুরাগীরা। এসব নিয়ে তদন্তের দাবি জানাচ্ছেন তাঁরা। ঘটনার তদন্তে ইতিমধ্যেই কে কে'র ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে নিউ মার্কেট থানার পুলিস। গ্র্যান্ড হোটেল থেকে কে কে'র তোয়ালে, রুমাল, খাবারের নমুনা সংগ্রহ করেছে ফরেনসিক টিম। সেগুলিকে পরীক্ষা করে জানার চেষ্টা চলছে।

উপনির্বাচনে প্রচারে কংগ্রেসের সম্ভাব্য প্রার্থী আশিস সাহা

আগরতলা, ১ জুন (হি.স.) : টাউন বড়দোয়ালি বিধানসভা কেন্দ্রে কংগ্রেসের সম্ভাব্য প্রার্থী আশিসকুমার সাহা। আজ বুধবার আশিস সাহা ডিমসাগর এলাকা সহ শহরের বড়দোয়ালি বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন বাড়িতে গিয়ে প্রচার করেন।প্রচারে অংশ নিয়ে তিনি দাবি করেন, মানুষের কাছ থেকে ভালো সাড়া পাচ্ছেন। কারণ শাসকদল মানুষের প্রত্যাশা পূরণে শুধু ব্যর্থ নয়, তারা কোনও শৃঙ্খলাকে পাত্তা দেয় না। তাঁর কথায়, শাসক দল চার বছরে বাইক বাহিনী দিয়ে শুধু রাজনৈতিক সন্ত্রাস করে গেছে। মানুষকে শারীরিকভাবে নির্যাতন এবং বাড়িঘর সম্পত্তির লুটপাট করেছে। প্রশাসন এবং সংগঠনের যুগলে তারা যে সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছে তাতে কখনও ত্রিপুরায় শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যাবে না।তাঁর কথায়, আবারও পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ত্রিপুরায় শান্তি, সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য ফিরিয়ে আনতে হবে। তাই কংগ্রেসকে নির্বাচনে জয়ী করতে জনগণের আশীর্বাদ চাওয়া হচ্ছে, জানান আশিস সাহা।সাথে তিনি যোগ করেন, কংগ্রেসের বিশ্বাস মানুষ পরিবর্তনের দিকে হাঁটছে। আর উপনির্বাচন হবে তার একটি মাইলস্টোন। এই মাইলস্টোনকে কাজে লাগিয়ে আগামী ২০২৩ বিধানসভা নির্বাচনে সরকার প্রতিষ্ঠা করে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারবে কংগ্রেস, আশা প্রকাশ করে বলেন প্রাক্তন বিধায়ক তথা বড়দোয়ালি কেন্দ্রের কংগ্রেসের সম্ভাব্য প্রার্থী আশিস কুমার সাহা।

আগামী ৬ জুন গুজরাটের মেহসানায় যাবেন কেজরিওয়াল

আহমেদাবাদ, ১ জুন(হি.স) : দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টি (আপ) নেতা অরবিন্দ কেজরিওয়াল মেহসানায় একটি সমাবেশে বক্তৃতা করতে ৬ জুন গুজরাট সফর করবেন বলে বুধবার দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।তিন মাসের মধ্যে এটি কেজরিওয়ালের গুজরাটে চতুর্থ সফর হবে। আগামী ডিসেম্বরে রাজ্য বিধানসভা নির্বাচন হওয়ার কথা।জানা গিয়েছে, সেখানে আপ নেতা সম্ভবত একটি রোড শো করবেন এবং মেহসানায় একটি সমাবেশে ভাষণ দেবেন।দলের রাজ্য মুখপাত্র যোগেশ জাদওয়ানি বলেন, 'কেজরিওয়াল ৬ জুন মেহসানায় যাবেন।

কিশনগঞ্জে বাসের পেছনে ট্রাকের ধাক্কায় আহত ১৫ জন

কিশনগঞ্জ, ১ জুন (হি. স.) : বিহারের কিশনগঞ্জের ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে জেলাশাসকের দফতরের সামনে বাসের পেছনে ট্রাকের ধাক্কায় আহত হলেন বাসচালক সহ ১৫ জন যাত্রী। বুধবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে। ট্রাক চালক পলাতক। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে বিহারের সিওয়ান থেকে বাসটি শিলিগুড়ির দিকে যাচ্ছিল। সেই সময় বাসটি স্টপেজ না থাকা সত্ত্বেও যাত্রী নামানোর জন্য বেআইনিভাবে জেলাশাসকের দফতরের সামনে দাঁড়ায় বলে অভিযোগ। আর ঠিক তখনই বাসটির পিছনে ধাক্কা মারে একটি ট্রাক।

অনুরাগীদের ভালবাসাকে অসম্মান করেছেন রূপঙ্করের মন্তব্যে প্রতিক্রিয়া ইমনের

কলকাতা, ১ জুন (হি স)। কেকে-র সমালোচনা করতে গিয়ে সোমবার বাংলার একাধিক শিল্পীর নাম উল্লেখ করেছিলেন রূপঙ্কর বাগচী। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ইমন চক্রবর্তী। কাকতালীয় ভাবে ঘটনার পরদিনই কলকাতায় অনুষ্ঠান করতে এসে আকস্মিক প্রয়াণ বলিউডের জনপ্রিয় গায়কের। পুরো ঘটনায় ইমন কি একটু হলেও বিব্রত? এক শিল্পীর প্রতি আর এক শিল্পীর কি এতটাও রূঢ়ভাষী হওয়া উচিত?

বুধবার জাতীয় পুরস্কারজয়ী শিল্পী ইমন বলেন, "লাইভে রূপঙ্করদা আমার নাম নিয়েছেন। সেটা সম্পূর্ণ ওঁর ব্যাপার। এ নিয়ে আমার কিচ্ছু বলাই সাজে না। কিন্তু রূপঙ্করদার এই ধরনের বক্তব্যে আমি যথেষ্ট বিব্রত।" ইমন বলেন, "কেকে যদি এ ভাবে না-ও চলে যেতেন, তা হলেও আমি রূপঙ্করদার বক্তব্যে এতটাই বিব্রত হতাম। এক জন শিল্পীর উপার্জন, জনপ্রিয়তা নিয়ে বোধহয় এ ভাবেও কটাক্ষ করা ঠিক নয়। এ সব যাঁর যাঁর কর্মফল।"

সারা দেশে রূপঙ্কর বাগচীর অসংখ্য অনুরাগী। ইমন নিজেও শিল্পীর বড় ভক্ত। সেই জায়গা থেকে তাঁর উপলব্ধি, আদতে শিল্পী তাঁর অনুরাগীদের ভালবাসাকে অসম্মান করেছেন। ইমন নিজে কৃষ্ণকুমার কুন্নাথের ভক্ত। দিন কয়েক আগে একসঙ্গে অনুষ্ঠানও করেছেন। এ ছাড়া, জি বাংলা সারেগামাপা-র চূড়ান্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অনুষ্ঠান করে গিয়েছেন কেকে। সব মিলিয়ে কাছ থেকেই দেখেছেন শিল্পীকে। সেই জায়গা থেকে ইমনের দাবি, "অত্যন্ত ভদ্র, ভাল মনের মানুষ ছিলেন। দিন কয়েক আগের অনুষ্ঠানে ওঁর আগে আমি গান গেয়েছি। সেদিন ওঁর যন্ত্রশিল্পীরা মঞ্চের পাশে দাঁড়িয়ে আমার অনুষ্ঠান দেখেছেন। মঞ্চ থেকে নেমে কেকে-র সঙ্গে দেখা করেছিলাম। দিলখোলা প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁকে এ ভাবে অকারণে ছোট করা বোধহয় ঠিক হয়নি।" গায়িকার মতে, শিল্পীদের মধ্যে পারস্পরিক সৌজন্য, সৌহার্দ্য, শ্রদ্ধা তো থাকবে!"

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

উপনির্বাচনে ঝড়ো প্রচারে কংগ্রেসের সম্ভাব্য প্রার্থী আশীষ কুমার সাহা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুন।। টাউন বড়দোয়ালি বিধানসভা কেন্দ্রে কংগ্রেসের সম্ভাব্য প্রার্থী আশীষ কুমার সাহা। বুধবার আশীষ কুমার সাহা ডিম সাগর এলাকা সহ শহরের বড়দোয়ালী বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন বাড়িতে গিয়ে প্রচার করেন। প্রচারে অংশ নিয়ে তিনি দাবি করেন, মানুষের কাছ থেকে ভাল সাড়া পাচ্ছেন। কারণ শাসকদল মানুষের প্রত্যাশা পূরণে শুধু ব্যর্থ নয়, তারা কোনো শৃঙ্খলাকে পাত্তা দেয় না। তাঁর কথায়, শাসক দল চার বছরে বাইক বাহিনী দিয়ে শুধু রাজনৈতিক সন্ত্রাস করে গেছে। মানুষকে শারীরিকভাবে নির্যাতন এবং বাড়িঘর সম্পত্তির লুটপাট করেছে। প্রশাসন এবং সংগঠনের যুগলে তারা যে সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছে তাতে কখনোই ত্রিপুরায় শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। তার কথায়, আবারও পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ত্রিপুরায় শান্তি, সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য ফিরিয়ে আনতে হবে। তাই কংগ্রেসকে নির্বাচনে জয়ী করতে জনগণের আশীর্বাদ চাওয়া হচ্ছে, জানান আশীষ কুমার সাহা।সাথে তিনি যোগ করেন, কংগ্রেসের বিশ্বাস মানুষ পরিবর্তনের দিকে হাটছে। আর উপনির্বাচন হবে তার একটি মাইলস্টোন। এই মাইলস্টোনকে কাজে লাগিয়ে আগামী ২০২৩ বিধানসভা নির্বাচনে সরকার প্রতিষ্ঠা করে জনগণের আশা-আকাঙ্খা পূরণ করতে পারবে কংগ্রেস, আশা প্রকাশ করে বলেন প্রাক্তন বিধায়ক তথা বড়দোয়ালী কেন্দ্রের কংগ্রেসের সম্ভাব্য প্রার্থী আশীষ কুমার সাহা।

চাকরির অফারকে কেন্দ্র করে দীর্ঘ ১৭ দিন ধরে ইন্দিরা নগর দক্ষিণ পাড়ার অঙ্গনওয়াড়ীতে তালা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ১ জুন।। দীর্ঘ ১৭ দিন হয়ে গেলে ও অঙ্গনওয়াড়ী স্কুলের অফারকে কেন্দ্র করে যে তালা ঝুলানো রয়েছে সে সমস্যা সমাধান করার জন্য উর্ধতন কর্তৃপক্ষের কোনো হেলদোল নেই। এই দিকে না আসছে স্থানীয় কাউন্সিলর না আসছে পঞ্চায়েত প্রতিনিধি গণ। কিন্তু এই করে ওই অঙ্গনওয়াড়ী স্কুলের প্রায় ২১ জনের বেশি কচিকাঁচাদের ভবিষ্যত কিন্তু অন্ধকারের দিকে চলে যাচ্ছে। উল্লেখ্য আজ থেকে প্রায় ২০ বছর আগে মেলাঘর পুরো পরিষদের আট নম্বর ওয়ার্ডের বকশি বাড়ির ফজর আলী মেম্বার ইন্দিরা নগর দক্ষিণ পাড়ার অঙ্গনওয়াড়ী স্কুল টি দান করেন।

সেই সময় ত্রিপুরা রাজ্যে সিপিআইএম সরকার পরিচালিত ছিল এবং ইন্দিরানগর তখনকার সময় গ্রাম পঞ্চায়েত টি সিপিআইএম এর দখলে ছিল। সেদিন পঞ্চায়েতের প্রতিনিধি এবং সিপিআইএমের লোক্যাল নেতৃত্বরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এই দানকৃত অঙ্গনওয়াড়ী স্কুলে বকশি বাড়ি থেকে দিদিমণি ও হেলপার নিয়োগ করা হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় তখন বক্সী বাড়ির মহিলাদের মধ্যে অঙ্গনওয়ারী স্কুলের চাকরি করার জন্য যে যোগ্যতার প্রয়োজন সে যোগ্যতা না থাকার ফলে বকশি বাড়ি থেকেই দিদিমনির করতে পারেনি। দিদিমনির নিয়োগ না হলেও বক্সী বাড়ি থেকে মিলোয়ারা বেগম নামে এক হেলপার নিয়োগ হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত তখনকার সময় একই গ্রাম পঞ্চায়েতের যোগ্যতা অনুসারে মেলাঘর লালমিয়ার চৌমুনী থেকে মাফিয়া বিবি নামে এক মহিলাকে দিদিমণি বা শিক্ষিকা হিসেবে নিয়োগ করা হয়। কথা ছিল তখনকার সময় যদি এই দিদিমনির কোন অঘটন ঘটে বা চাকরি শেষ হয়ে গেলে বকশি বাড়ি থেকে দিদিমনি নিয়োগ করা হবে। কিন্তু ২০১৯ এর ডিসেম্বর মাসে এই অঙ্গনওয়াড়ী স্কুলের দিদিমণি মাফিয়া বিবি মারা গেলে বর্তমান বিজেপি সরকার পরিচালিত এবং ওই অঙ্গনওয়াড়ী স্কুল কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে দানকৃত ফজর আলীর ভাতিজা ইসমাইল মিয়ার পুত্রবধূ রোজিনা খাতুনকে অস্থায়ীভাবে নিয়োগ করে অর্থাৎ অঙ্গনওয়ারী স্কুলে যখন ইন্টারভিউ নেয়া হবে তখন অফার প্রার্থী হিসেবে স্থায়ীভাবে নেওয়া হবে অর্থাৎ যতদিন পর্যন্ত অফার হাতে না আসে ততদিন পর্যন্ত অস্থায়ীভাবে রোজিনা খাতুন কে এই স্কুলটি পরিচালনা করার জন্য দায়িত্ব দেয় স্থানীয় কাউন্সিলর থেকে শুরু করে স্কুলের কমিটি কর্তৃপক্ষ। এই হিসাব মূলে দানকৃত ফজর আলীর ভাতিজা ইসমাইল মিয়ার পুত্র বধু রোজিনা খাতুন দীর্ঘ দুই বছর ধরে দিদিমণি হিসেবে স্কুলটি পরিচালনা করছেন। কিন্তু হঠাৎ করে তারা দেখতে পান আট নম্বর ওয়ার্ডের বাইরে থেকে সীমা নমঃ দাস নামে এক মহিলাকে সরকারিভাবে এই স্কুলে শিক্ষিকা হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। যার ফলে এই দানকৃত জমির মালিক সহ তার আত্মীয়স্বজনরা তা মানতে পারেননি।

তাই তারা অঙ্গনওয়াড়ী স্কুলটি তালা লাগিয়ে দেন এবং যতদিন পর্যন্ত দানকৃত জমির মালিকের ফজর আলীর ভাতিজা ইসলাম মিয়ার পুত্রবধূ রোজিনা খাতুন এই স্কুলে যতদিন পযর্ন চাকরি না পায় ততদিন পর্যন্ত এই অঙ্গনওয়াড়ী স্কুলটি তালা থাকবে। সূত্রের খবর বাইরে থেকে দিদিমণি নিয়োগ করার ক্ষেত্রে উর্দতন কর্তৃপক্ষ, স্কুল কমিটি এবং স্থানীয় কাউন্সিলর সহ সেই বিষয়ে কাউকে জানায়নি। সব দিক থেকে বিবেচনা করে জায়গার মালিক স্কুলটির মধ্যে তালা ঝুলিয়ে দেয়। কিন্তু দীর্ঘ ১৭ দিন অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও এখনো পর্যন্ত স্কুলটির সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে স্কুল কর্তৃপক্ষ এবং উর্দতন কর্তৃপক্ষ কেউ এগিয়ে আসেনি।

কেকে-র প্রয়াণে শোকস্তব্ধ প্রধানমন্ত্রী, শোকার্ত দেশের রাজনৈতিক মহল

নয়াদিল্লি, ১ জুন (হি.স.): মাত্র ৫৩ বছর বয়সে থেমে গিয়েছে প্রখ্যাত গায়ক কৃষ্ণকুমার কুনাথ ওরফে কেকে-র কণ্ঠ, কেকে-র অকাল প্রয়াণে শোকস্তব্ধ গোটা দেশ। শোকবার্তা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর প্রমুখ। সঙ্গীত মহলের পাশাপাশি দেশের রাজনৈতিক মহলও শোকস্তব্ধ। শোকজ্ঞাপন করেছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীও।

কলকাতায় একটি কলেজের অনুষ্ঠানে গান গাইতে এসেছিলেন কেকে। অনুষ্ঠান শেষে কলকাতার একটি হোটেলে যাওয়ার পরে অসুস্থ বোধ করেন তিনি। তড়িঘড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে মৃত বলে ঘোষণা করা হয় ৫৩ বছরের গায়ককে। মঙ্গলবার রাতেই কেকে-র মৃত্যুর দুঃসংবাদ পান প্রধানমন্ত্রী। এরপর টুইটারে প্রধানমন্ত্রী শোকবার্তা জানিয়ে লিখেছেন, 'জনপ্রিয় গায়ক কৃষ্ণকুমার কুনাথ ওরফে কেকে-র অকাল মৃত্যুর খবরে মর্মাহত। সব প্রজন্মের শ্রোতাদের আবেগ-অনুভূতি ছুঁয়ে যেত তাঁর গান। শিল্পীর গানেই তাঁকে চিরকাল মনে রাখব আমরা। তাঁর পরিবার ও অনুরাগীদের সমবেদনা জানাই। ওম শান্তি।'

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ শোকবার্তায় জানিয়েছেন, 'কেকে একজন অত্যন্ত প্রতিভাবান এবং বহুমুখী প্রতিভা সম্পন্ন গায়ক ছিলেন। তাঁর অকাল মৃত্যু অত্যন্ত দুঃখজনক এবং ভারতীয় সঙ্গীতের জন্য বড় ক্ষতি। নিজের প্রতিভাধর কণ্ঠে তিনি অগণিত সঙ্গীতপ্রেমীর মনে অমলিন ছাপ রেখে গিয়েছেন।' কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী শোকবার্তায় জানিয়েছেন, 'কেকে ছিলেন ভারতীয় সঙ্গীত জগতের অন্যতম বহুমুখী প্রতিভা সম্পন্ন গায়ক। তাঁর প্রাণময় কণ্ঠ আমাদের অনেক স্মরণীয় গান উপহার দিয়েছে।'

দৈনিক সংক্রমণ ফের বাড়ল ভারতে, কোভিডে একদিনে দেশে মৃত্যু ৬ জনের

নয়াদিল্লি, ১ জুন (হি.স.): দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ফের বাড়ল ভারতে, তবে অনেকটাই কমেছে মৃত্যুর সংখ্যা। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ২ হাজার ৭৪৫ জন, এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে মাত্র ৬ জনের। ভারতে দৈনিক সংক্রমণের হার এই মুহূর্তে ০.৬০ শতাংশ।

বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা বেড়ে ১৮,৩৮৬-এ পৌঁছেছে, শেষ ২৪ ঘন্টায় সক্রিয় রোগীর সংখ্যা বেড়েছে ৫০৩ জন। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০৪ শতাংশ রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনাভাইরাসের টিকা পেয়েছেন ১০ লক্ষ ৯১ হাজার ১১০ জন প্রাপক, ফলে ভারতে বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ১,৯৩,৫৭,২০,৮০৭ জনকে কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৬ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৫,২৪,৬৩৬ জন (১.২২ শতাংশ)। মঙ্গলবার সারা দিনে ভারতে সুস্থ হয়েছেন ২,২৩৬ জন। বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,২৬,১৭,৮১০ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৭৪ শতাংশ।

সিপিএম রাজ্য সম্পাদক জীতেন্দ্র চৌধুরীকে আইনী নোটিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুন।। আকাশ ত্রিপুরা এবং দিন রাত চেনেল চালু করা নিয়ে সিপিএম রাজ্য সম্পাদক জীতেন্দ্র চৌধুরীকে আইনী নোটিশ দেয়া হয়েছে। আইনজীবী দেবাশীষ দত্ত বুধবার জীতেন্দ্র চৌধুরীকে পাঠানো নোটিশে উল্লেখ করেছেন, গত ৩০ মে ২০২২ তারিখে শ্রী চৌধুরী নিউজ ভ্যানগার্ড এর এডিটর দেবাশীষ ভট্টাচার্য (সেবক) কে ফোনে আকাশ ত্রিপুরা ও দিন রাত চেনেল চালু করার ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে এবং প্রয়োজনে হেডলাইনস ত্রিপুরার এডিটর প্রণব সরকারের সাথে কথা বলার জন্য। শুধু তাই নয় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের ওএসডি সঞ্জয় মিশ্রর সাথে বেআইনী কাজকমে শ্রী ভট্টাচার্য এবং শ্রী সরকার জড়িত রয়েছে বলে জীতেন্দ্র চৌধুরী বলেছেন। এই সমস্ত বক্তব্যের তথ্য প্রমাণ উপস্থাপন করার জন্য জীতেন্দ্র চৌধুরীকে নোটিশে বলা হয়েছে। আইনী নোটিশ পাওয়ার সাত দিনের মধ্যে যদি তথ্য প্রমাণ উপস্থাপন না করতে পারেন তাহলে সিপিএম রাজ্য সম্পাদক জীতেন্দ্র চৌধুরীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

১৩৫ টাকা দাম কমল বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের

নয়াদিল্লি, ১ জুন (হি.স.): বিগত কয়েক মাসে একাধিকবার বেড়েছিল ১৯ কেজি বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম, অবশেষে জুন মাসের শুরুতেই একধাক্কায় অনেকটাই কমল বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম। স্বস্তি পেলেন হোটেল ও রেস্তোরাঁর ব্যবসায়ীরা। সিলিন্ডার প্রতি ১৩৫ টাকা দাম কমেছে ১৯ কেজি বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম। তবে, গৃহস্থের হেঁশেলে ব্যবহারের রান্নার গ্যাসের দাম অবশ্য এই দফায় কমেনি। ১ জুন থেকে অনেকটাই সস্তা হয়েছে ১৯ কেজি ওজনের বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের দাম, একধাক্কায় কমেছে ১৩৫ টাকা। দিল্লিতে ১৩৫ টাকা কমে বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম হয়েছে ২,২১৯ টাকা, কলকাতায় ২, ৩২২ টাকা, মুম্বইয়ে ২১৭১.৫০ টাকা ও চেন্নাইয়ে ২,৩৭৩ টাকা। তবে, গৃহস্থের ব্যবহারের ১৪.২ কেজির এলপিজি সিলিন্ডারের দাম অবশ্য একই থাকছে।

ভারতে ১৯৩.৫৭-কোটি টিকাকরণ সম্পন্ন, কোভিড-টেস্ট বেড়ে ৪.৫৫ লক্ষাধিক

নয়াদিল্লি, ১ জুন হি.স.): কোভিড টিকাকরণ অভিযানের আওতায় ১৯৩.৫৭-কোটির বেশি টিকাকরণ সম্পন্ন হয়েছে ভারতে। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানের আওতায় বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ১০ লক্ষ ৯১ হাজার ১১০ জন প্রাপক, ফলে ভারতে বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ১,৯৩,৫৭,২০,৮০৭ জনকে কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৩১ মে সারা দিনে ভারতে ৪,৫৫,৩১৪ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৮৫,০৮,৯৬,৬০৬-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ৪,৫৫,৩১৪ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ২,৭৪৫ জন।

কেকে-র মধ্যে কোনও দিন সামান্য অহঙ্কার দেখিনি, গায়কের প্রয়াণে শোকস্তব্ধ অন্নু মালিক

কলকাতা, ১ জুন (হি.স.): জনপ্রিয় গায়ক কেকে-র আকস্মিক প্রয়াণে শোকের আবহ দেশের সব মহলে। কলকাতায় গানের অনুষ্ঠান করতে এসেছিলেন কেকে। গুরুদাস কলেজের অনুষ্ঠানে নজরুল মঞ্চে গান গাওয়ার পর হোটেলে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। মঙ্গলবার রাতে তড়িঘড়ি তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হলেও চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

কেকের হঠাৎ প্রয়াণে শোকস্তব্ধ সঙ্গীত মঙ্গল, শোকবিহ্বল গায়ক ও সঙ্গীত পরিচালক অন্নু মালিকও। কেকের প্রয়াণে গায়ক অন্নু মালিক বলেন, """অত্যন্ত দুঃখের ঘটনা। এই খবরটা শুনে চোখের জল চোখেই শুকিয়ে গেছে। ওঁর এত কাজ এত সুন্দর গান গেয়েছেন। ওঁর মতো এত ভাল একজন মানুষ আমি দেখিনি। ভালবাসতেন সকলকে খুব। ভীষণ সহজে যে কোনও গান গাইতেন। খুব পরিশ্রমী ছিলেন। আমাদের একসঙ্গে কাজ """মুঝে কুছ কহেনা হ্যায়""""-এর টাইটেল ট্র্যাক এখনও মানুষের মুখে মুখে ঘোরে। আমরা একসঙ্গে এত কাজ করেছি কিন্তু কখনও কোনও অহঙ্কার দেখিনি। যখনই বলা হত যে কী দারুণ গলা তোমার, সবসময়েই বলতেন, এ তো ওপরওয়ালার দয়া। পরিবারকে খুব ভালবাসতেন, শ্রদ্ধা করতেন। কাজ শেষ করেই বাড়ি ছুটতেন """.

পথের বলি

● প্রথম পাতার পর

লরি চালক দীপক দাস হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।ঘটনা উওর জেলার পানিসাগর মহকুমার অন্তর্গত আট নং আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কের বালিধূম এলাকায়।জানা গেছে বুধবার সকাল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ নোয়াগাং এডিসি ভিলেজের অন্তর্গত বালিধুম এলাকায় চুরাইবাড়ি দিক থেকে আসা এনএল ০১ এল ৩০৮৩ নম্বরের বারো চাকার রড বোঝাই লড়ি এবং বিপরীত দিক পানিসাগর থেকে আসা এএস ১১ ডিসি ৭৮২২ নম্বরের একটি কন্টেইনার গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ বাঁধে।তাতে ঘটনা সলেই দুমড়েমুচড়ে যায় কন্টেইনার গাড়িটি।দূর্ঘটনার মাত্রা এতটাই প্রবল ছিলো যে,ঘটনা সলেই কন্টেইনার গাড়িতে থাকা চালক আব্দুল রহিম গাড়িটির কেবিনে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় আটকা পড়ে যায়।

সাথে গুরুতর ভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয় অপর বারো চাকার লরি চালক দিপক দাস।তবে বরাত জুড়ে অক্ষত থাকে বারো চাকার সহ চালক।ঘটনার পর পরই স্থানীয় লোকজনদের তৎপরতায় খবর পাটানো হয় পানিসাগর ফায়ার সার্ভিস ও থানায়।খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা দূর্ঘটনা সলে পৌছায় এবং উভয় গাড়ির চালককে পানিসাগর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়।হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডঃ প্রনবেশ চক্রবর্তী কনটেইনার গাড়ির চালক আব্দুল রহিমকে মৃত বলে ঘোষনা করেন এবং অপর লরি চালক গুরুতর অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।সাথে সানীয় থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে এসে দূর্ঘটনাগ্রস দুটি গাড়িকে তাদের হেফাজতে নিয়েছে।

সাথে একটি পথ দূর্ঘটনার মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করে দিয়েছে পুলিশ।এদিকে আহত বারো চাকার লরি চালক জানায়,কন্টেইনার গাড়িটি প্রচন্ড গতিতে বাক নিতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হাড়িয়ে বারো চাকার লরির সামনে সজোরে আঘাত করে।অপরদিকে পানিসাগর থানার পুলিশ জানায়, বৃহস্পতিবার মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর চালকের মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে।গোটা ঘটনা নিয়ে পানিসাগর জুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

রাজনগরে

● প্রথম পাতার পর থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য রেফার করা হলেও বিজেপি দুষ্কৃতীকারীরা আহতদের রাজনগর হাসপাতাল থেকে বিলোনিয়াতে আনতে দিচ্ছে না বলে অভিযোগ। আহতরা হলেন সমির দেবনাথ, ভজন দাস, সুশান্ত দাস, সমরেন্দ্র দাস, বাবলু সুর। ঘটনার নিন্দাও ধিক্কার জানিয়ে আক্রমণকারীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবি জানান সিপিআইএম বিলোনিয়া বিভাগীয় কমিটির সম্পাদক তাপস দত্ত। বর্তমানে এলাকায় থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে। এলাকায় বিশাল সংখ্যায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

বাজেয়াপ্ত

● প্রথম পাতার পর

পঞ্চায়েতের গ্রাম প্রধান থেকে অনুমোদন নিয়ে এবং মহকুমা শাসকের অনুমোদন নিয়ে তবেই রেশন থেকে দূরবর্তী স্থানে রেশনের চাল মজত করা যায়। এক্ষেত্রে নমিনিউ রেশন ডিলার রাজকুমার দাস অনুমোদন করে নিয়েছে কিনা তা তদন্ত করে দেখা হবে। তবে ডি.সি.এম সাহেব এও জানালেন, ওই মজুদকৃত চাল গুলো নমিনিউ রেশন ডিলার রাজকুমার দাসের। অন্যদিকে, তেলিয়ামুড়া খাদ্যগুদামের একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র মারফত জানা যায়, তেলিয়ামুড়া মহকুমা খাদ্য দপ্তরের ফুড ইন্সপেক্টর ভুট্টো দেববর্মা বর্তমানে ছুটিতে রয়েছেন। কিন্তু, তিনি ছুটিতে থেকেই তেলিয়ামুড়া জারুইলং বাড়ি স্থিত খাদ্যগুদামের ইনচার্জের নিকট ফোনে জানান, ওই নমিনিউ রেশন ডিলার রাজকুমার দাসকে যেন ২০০ বস্তা চাল দেওয়া হয় তাও সন্ধ্যাকালীন সময়ে। প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, ফুড ইন্সপেক্টর ছুটিতে থেকে উনার নিজের প্রভাব খাটিয়ে খাদ্য গুদামের ইনচার্জকে ঘুমে রেখে ২০০ বস্তা চাল প্রদান করা হয়। গোটা বিষয়টি নিয়ে তেলিয়ামুড়া মহকুমা প্রশাসনে রীতিমতো গুঞ্জন চলছে। তবে খাদ্য গুদামের শ্রমিকদের অভিযোগ, তাদের নিত্যদিনের কাজের সময় শেষ হওয়ার পরেও ওই ফুড ইন্সপেক্টরের নির্দেশে অতিরিক্ত সময় কাজ করতে হয়েছে।তবে কি কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের রেশন ডিলারদের সাথে ফুড ইন্সপেক্টর ভুট্টো দেববর্মার হরিহর আত্মা সম্পর্ক রয়েছে? নাকি নমিনিউ রেশন ডিলার রাজকুমার দাস চাকমাঘাট শক্তি কেন্দ্রের কো-অর্ডিনেটর হওয়ার সুবাদে এমনটা সম্ভব হয়েছে! এমনটাই প্রশ্ন উঁকি মারছে আমজনতার মনে। এখন দেখার বিষয় তেলিয়ামুড়া মকুমার খাদ্য দপ্তর ওই বিষয়ে তদন্তক্রমে সঠিক তথ্য বের করে কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

কৈলাসহরে

● প্রথম পাতার পর

রিয়াং এর পরিবার সূত্রে জানা গেছে তাদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমপক্ষে ২০ লক্ষ টাকা। তবে তাদের অভিযোগ এটি নাশকতামূলক অগ্নিসংযোগ। কিন্তু কারা এই অগ্নি সংযোগের পেছনের জড়িত তা ঠিকভাবে বলতে পারছে না। এদিকে বুধবার সকালে ঘটনার খবর পেয়ে কৈলাশহর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

আত্মহত্যা

● প্রথম পাতার পর

লোকজন এসে বিষয়টি দেখতে পেয়ে মেয়েটিকে বাঁচানোর জন্য ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করে কমলনগর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যায়। হাসপাতালে আনার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক অরিন্দম দাস ফাঁস লাগানো নাবালিকা মেয়েটিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। তবে কি কারণে মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়া ঝর্না আক্তারের আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে এই বিষয়ে স্পষ্ট জানা যায়নি। পরিবারের দাবি সম্প্রতি ঝর্নার এক বান্ধবী পালিয়ে যাওয়ার ঘটনায় কিছু কথা কাটাকাটি থেকে এই ঘটনা ঝর্নার স্কুল বন্ধুদের সুত্রে খবর। কোনো একটি ছেলের সাথে ঝর্নার সম্পর্ক ছিলো। কিন্তু পরিবার তা মেনে নিতে পারে না। ঝর্নার কোন ছেলের সাথে ভালোবাসার সম্পর্ক নেই বলে পরিবার দাবি করেন। তবে ধারনা করা হচ্ছে যে, বান্ধবীর পলায়ন নিয়ে পরিবারের লোকজন তাকে প্রহার করায় মেনে নিতে পারেনি বলেই ঝর্না আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। হাসপাতালে মৃতদেহ তিন ঘন্টা থাকার পরও পুলিশ ঘটনাস্থলে আসেননি। পুলিশ না আসায় পুলিশের দুর্বল কর্মকাণ্ড নিয়ে এলাকাবাসীর মধ্যে ক্ষোভ বিরাজ করছে।

হিমন্তবিশ্ব

● প্রথম পাতার পর

কিলোমিটার রেলপথ ভূমিঙ্খলন ও বন্যার তাণ্ডবে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তার জেরে পাহাড় লাইনে গত ১৪ মে থেকে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে পড়ায় বরাক উপত্যকা সহ ত্রিপুরা, মণিপুর ও মিজোরামের সঙ্গে রেলপথে দেশের অন্যান্য অংশের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে।

উপনির্বাচনে

● প্রথম পাতার পর

রাজনৈতিক উপদেষ্টা জয়ন্ত মাল্লা বড়ুয়াকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, ত্রিপুরার চারটি বিধানসভা আসনের ভোটগ্রহণ আগামী ২৩ জুন।

সিপিআইএমের

● প্রথম পাতার পর

সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। খবর পেয়ে অবরোধ স্থানে ছুটে যান কমলপুর মহকুমার পুলিশ আধিকারিক সব্যসাচী দেবনাথ সহ বিশাল নিরাপত্তা বাহিনী। তিনি সিপিআইএম নেতৃত্বের সাথে কথা বলে আশ্বাস দেওয়ায় অবরোধ তুলে নেয় সিপিআইএম দলের নেতৃত্বরা।

উদ্বোধন

● প্রথম পাতার পর

বলেন, ডিজিট্যাল প্লাটফর্ম সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়। সেই দিকে সামঞ্জস্য রেখে এই ভার্চুয়াল কোর্টে পরিষেবা প্রদানের পদ্ধতি আগামীদিনে যাতে আরও উন্নততর করা হয় সেইদিকে নজর রাখতে হবে। তিনি এই ব্যবস্থাকে সাধারণ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য সংশ্লিষ্টদের যথাযোগ্য ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন রেজিস্ট্রার জেনারেল দাতামোহন জমাতিয়া। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা হাইকোর্টের বিচারপতি অরিন্দম লোধ, বিচারপতি টি অমরনাথ গৌড় ও বিচারপতি এস জি চট্টোপাধ্যায়, অ্যাডভোকেট জেনারেল সিদ্ধার্থ শংকর দে, পুলিশ মহানির্দেশক ভি এস যাদব, প্রধান সচিব এল ডার্লং, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা রতন বিশ্বাস সহ ত্রিপুরা হাইকোর্ট, ট্রাফিক ও অন্যান্য দপ্তরের পদস্থ আধিকারিকগণ।ম

ক্রীড়া

উদয়পুরে প্রসেনজিৎ স্মৃতি ক্রিকেটে ওপিসি-কে হারিয়ে অরুণাচল জয়ী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুন।। উদয়পুরে ক্রিকেট টুর্নামেন্ট জমজমাট পর্যায়ে। আজ, বুধবার উদয়পুর ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত প্রসেনজিৎ স্মৃতি সিনিয়র লিগের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে অরুণাচল সংঘ দুর্দান্ত জয় পেয়েছে। হারিয়েছে ওপিসি-কে ২১ রানের ব্যবধানে। উদয়পুরের জামজুড়ি মাঠে সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে ওপিসি প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। অরুণাচল সংঘকে আমন্ত্রণ জানায় প্রথমে ব্যাটিংয়ের জন্য। ৩১.১ ওভার খেলে সবকটি উইকেট হারিয়ে অরুণাচল ৮৪ রান সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে অনুপ ভৌমিক সর্বাধিক ৩০ রান পায়। মিস্টার এক্সট্রা ১৩ রান না এনে দিলে অরুণাচলের অবস্থা সঙ্গীন হতো। ওপিসি-র বোলার সুবল চৌধুরী ২০ রানে এবং জয়ন্ত দেবনাথ ২২ রানে তিনটি করে উইকেট তুলে নেয়। এছাড়া, ইন্দ্রজিৎ পাল ১৬ রানে ২টি এবং ইউনুস মিয়া ১টি উইকেট পেয়েছে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ওপিসি ১৫.১ ওভার খেলে ৬৩ রানেই ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। দলের পক্ষে নীলোৎপল ব্যানার্জি সর্বাধিক ২১ রান পেলেও অরুণাচল সংঘের বোলারদের দাপটে ওপিসি-র ব্যাটার্সরা তেমন নৈপুণ্য দেখানো দূর অস্ত, উইকেটেই দাঁড়াতে পারেনি। সমর দেবনাথ একাই পাঁচটি উইকেট তুলে নেয় মাত্র ৯ রানের বিনিময়ে। এছাড়া অনুপ ভৌমিক ১৭ রানে তিনটি এবং সম্রাট বিশ্বাস ৩৭ রানে দুইটি উইকেট পেয়েছে। লো স্কোরিং ম্যাচ হলেও অরুণাচল সংঘ ২১ রানের ব্যবধানে রোমাঞ্চকর জয় পেয়েছে।

লংতরাই ভ্যালিতে সিনিয়র ক্রিকেটে স্পোর্টর্স ক্লাবকে হারালো কল্পতরু ট্রাস্ট

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুন।। ক্রিকেটের জয় হয়েছে। আজ, বুধবার লংতরাই ভ্যালিতে আয়োজিত সিনিয়র লিগের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে কল্পতরু ট্রাস্ট দুর্দান্ত জয় পেয়েছে। হারিয়েছে স্পোর্টস ক্লাবকে ২১ রানের ব্যবধানে। সাম্প্রতিক বৃষ্টি বিঘ্নিত পরিস্থিতিতে একটা ম্যাচ সম্পন্ন হওয়া মানে ক্রিকেটের জয়জয়কার। ঘাগরাছড়া হাই স্কুল গ্রাউন্ডে সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে কল্পতরু ট্রাস্ট প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। ৩০.২ ওভার খেলে সবকটি উইকেট হারিয়ে কল্পতরু ১১৮ রান সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে বিক্রম দেববর্মার ২৬ রান, জগত বিলাস চাকমার ২২ রান এবং ওপেনার সোহেল দেববর্মার ১৮ রান উল্লেখযোগ্য। স্পোর্টস ক্লাবের বোলার সুমন্ত চাকমা ১৫ রানে ৪ উইকেট তুলে নেয়। এছাড়া, রুবেল চাকমা ২১ রানে এবং ঋষভ মৌর্য ২৩ রানে দুটি করে উইকেট পেয়েছে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে স্পোর্টস ক্লাব ২১.১ ওভার খেলে ৯৭ রানেই ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। দলের পক্ষে রুবেল চাকমা সর্বাধিক ১৯ রান পেলেও কল্পতরুর বোলারদের দাপটে স্পোর্টস ক্লাবের ব্যাটার্সরা তেমন নৈপুণ্য দেখাতে পারেনি। জগত বিলাস চাকমা ২২ রানে চারটি, ডিকসন দেববর্মা ২১ রানে তিনটি এবং নেলসন দেববর্মা ১০ রানে দুটি উইকেট পেয়েছে। কল্পতরু ট্রাস্ট ২১ রানের ব্যবধানে দুর্দান্ত জয় পেয়েছে।

টি-২০ সিরিজে ভারতের সামনে বিশ্বরেকর্ডের হাতছানি

নয়াদিল্লি, ১ জুন(হি.স) : আগামী ৯ জুন থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টি-২০ সিরিজ খেলবে ভারত। এই সিরিজের প্রথম ম্যাচ জিতলেই বিশ্বরেকর্ড করবে ভারতীয় দল।আন্তর্জাতিক টি-২০ ক্রিকেটে টানা জয়ের নিরিখে বিশ্বরেকর্ড হবে ভারতের। বিশ্বরেকর্ড অবশ্য এখন ভারতের দখলেই আছে। কিন্তু তা আফগানিস্তান এবং রোমানিয়ার সঙ্গে। একক ভাবে বিশ্বরেকর্ডের মালিক হতে ভারতের দরকার মাত্র একটি জয়। ৯ জুন দিল্লির ফিরোজ শাহ কোটলায় দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারাতে পারলেই হবে সেই বিশ্বরেকর্ড গড়বে ভারত। গত টি-২০ বিশ্বকাপের শেষ তিন ম্যাচে আফগানিস্তান, স্কটল্যান্ড এবং নামিবিয়ার বিরুদ্ধে জয়ের পর নিউজিল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং শ্রীলঙ্কাকে ঘরের মাটিতে ৩-০ ব্যবধানে হারিয়েছে ভারত।

বক্সিংয়ে স্বর্ণপদক জয়ী নিখাত জারিন-র সঙ্গে দেখা করলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি, ১ জুন(হি.স) : তুরস্কে মহিলা বিশ্ব বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে স্বর্ণপদক জয়ী বক্সার নিখাত জারিন এবং অন্যান্য বক্সারদের সঙ্গে বুধবার দেখা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। নিখাত জারিন পঞ্চম ভারতীয় বক্সার যিনি মর্যাদাপূর্ণ ইভেন্টে স্বর্ণপদক জিতেছেন। নিখাত ছাড়াও মহিলা বিশ্ব বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জ পদক জয়ী মনীষা মঈন এবং পারভীন হুদাও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছেন। পরে এক টুইটে নিখাত বলেন, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করাটা সম্মানের।'আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী স্যারের সঙ্গে দেখা করা একটি সম্মানের। আপনাকে ধন্যবাদ স্যার।'প্রসঙ্গত, নিখাতের আগে মেরি কম (২০০২,২০০৫, ২০০৬, ২০০৮, ২০১০ এবং ২০১৮) বিশ্ব বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে স্বর্ণপদক জিতেছিলেন।

লীগের উদ্বোধনী ম্যাচে বৃহস্পতিবার কসমোপলিটন-থাংগা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুন।। উদ্বোধনী ম্যাচে কসমোপলিটন ক্লাব খেলবে চুং কাউ থাংগা দলের বিরুদ্ধে। মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সিনিয়র ক্লাব লিগ ক্রিকেটের সুপার লিগে। বাইখোড়া স্কুল মাঠে আগামীকাল, বৃহস্পতিবার হবে ম্যাচটি। গ্রুপ লিগের শীর্ষে থাকা ৪ দল সুপারে লিগে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে: কসমোপলিটন ক্লাব, ব্রু সংরোংমা মথৌ, রেক্স ক্লাব এবং চুং কাউ থাংগা। ৯ জুন হবে সুপার ফোরের শেষ ম্যাচ। মহকুমা ক্রিকেট সংস্থার যুগ্ম সচিব অমরেশ মজুমদার ক্রীড়া সূচী ঘোষনা করেন। ক্রীড়া সূচী - ২ জুন: কসমোপলিটন ক্লাব- চুং কাউ থাংগা, ৩ জুন: ব্রু সংরোংমা মথৌ- রেক্স ক্লাব, ৫ জুন: কসমোপলিটন- রেক্স ক্লাব, ৬ জুন: ব্রু সংরোংমা মথৌ- চুং কাউ থাংগা, ৮ জুন:রেক্স ক্লাব - চুং কাউ থাংগা, ৯ জুন : কসমোপলিটন ক্লাব- ব্রু সংরোংমা মথৌ।

'দু'বার বিশ্বকাপ ফাইনাল খেলেও ট্রফি পাইনি

অ্যাক্রোপলিস মলের পিছন দিকে তিন তলার ফ্ল্যাটের দরজা খুললেই চোখ যায় দেওয়াল-জোড়া ছবিতে। বল করছেন ঝুলন গোস্বামী। মনে হবে, ঠিক যেন মাঠে খেলা চলছে। পাশের ক্যাবিনেটে ট্রফি ভর্তি। ক্রিকেটের আবহেই থাকতে ভালবাসেন ঝুলন। বিশ্বকাপ খেলে ফেরার পর ভারতীয় দলের জোরে বোলার এই প্রথম কোনও সাক্ষাৎকার দিলেন।প্রশ্ন: ৩৯-এও খেলে যাচ্ছেন। গোটা ক্রিকেটবিশ্ব অবাক। বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচে চোটের জন্য খেলতে পারেননি। ভারত ছিটকে যায়। অধিনায়ক বলেন, আপনার না থাকাটাই তফাত গড়ে দিয়েছে। বোঝাই যাচ্ছে এখনও ভারতীয় দলের অন্যতম ভরসার জায়গা আপনি। এর রহস্য কী?ঝুলন গোস্বামী: রহস্য কিছু নেই। বছরের পর বছর ধরে খেলতে খেলতে, একটা অভ্যাসের মধ্যে থাকতে থাকতে এটা হয়ে যায়। ট্রেনিং পদ্ধতি, খাওয়া-দাওয়া, ঘুমানোর সময় সব কিছু এর মধ্যে পড়ে। আর দেশের হয়ে খেলার কথা ভাবলে বাকিটা এমনিই হয়ে যায়।প্রশ্ন: সচিন ২৩ বছর খেলেছেন। আপনার ২০ বছর হয়ে গেল। সচিন এক জনই হয়েছে। মেয়েদের ক্রিকেটে সে দিক থেকে দেখলে জায়গাটা আপনার। এটা কী করে সম্ভব হল?ঝুলন: হওয়াই যায়। এটা বিরাট কিছু ব্যাপার নয়। যখন ছোট ছিলাম, তখনই বুঝে গিয়েছিলাম, ট্রেনিংটা খুব ভাল করে করতে হবে। কারণ, আমি জোরে বোলার। এখানে কোনও গাফিলতি নয়। এটাই আমাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। আমার বোলিংটা অনেকটা ছন্দের মতো। ছন্দটাই আমাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। সেটা ধরে রাখতে হবে। সেটা যখন বুঝলাম, সে ভাবেই নিজেকে তৈরি করেছি। যখন অভিষেক হল, ভাবিনি ২০ বছর খেলব। কেউই ভাবে না কত বছর খেলবে। কারও কেরিয়ার দু'বছর, কারও পাঁচ, কারও দশ। ফলে ওই ভাবে পরিকল্পনা করা যায় না।

টি.এফ.এ-র বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষনা দল গঠনে অনীহা গান্ধী প্লে সেন্টারের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, ১ জুন।। রাজ্য ফুটবল সংস্থার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষনা। ফলে এবছর দল গড়ছে না মহাত্মা গান্ধী প্লে সেন্টার। গেলো বছর মহিলা ফুটবলে সেরা হওয়ার লক্ষ্য নিয়েই বড় বাজেটের দল গড়েছিলো মহাত্মা গান্ধী প্লে সেন্টার। শুরুটাও ভালো করেছিলো। কিন্তু মাঝপথে ছন্দ পতন। এরপরই কিল্লার এক মহিলা ফুটবলারের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করেছিলেন মহাত্মা গান্ধী প্লে সেন্টারের কর্তারা। তাঁদের অভিযোগ ওই মহিলা ফুটবলার চুক্তি করেও অন্য দলে খেলছে। রাজ্য ফুটবল সংস্থা থেকে ওই ঘটনার সুষ্ঠ তদন্তের আশ্বাস দেওয়া হলেও এখন পর্যন্ত কোনও সদুত্তর পায়নি মহাত্মা গান্ধী প্লে সেন্টারের কর্তারা। ফলে এবছর মহিলা ফুটবল লিগে না খেলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এনিয়ে দলের কোচ সুশান্ত সাহা বলেন, 'গেলো বারের আমাদের অভিযোগের কোনও সদুত্তর দেননি রাজ্য ফুটবল সংস্থার কর্তারা। ফলে বেজায় ক্ষুব্ধ প্লে সেন্টারের কর্তারা। তার উপর গেলো বার প্রচুর টাকা খরচ করে দলে গড়া হয়েছিলো। এর ফলে আর্থিক সঙ্কটেও পড়ে যায় কর্তারা। ফলে এবার দল না গড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে'। মহিলা লিগ এবং নকআউট ফুটবলে মহাত্মা গান্ধী প্লে সেন্টার না খেলায় সমস্যায় মহিলা ফুটবলাররা। গেলো বছর ওই প্লে সেন্টারে প্রায় ২২ জন ফুটবলার সই করেছিলেন। এবার এর মধ্যে বেশীরভাগই অন্য দলে সই করলেও কতজন প্রথম একাদশে খেলার সুযোগ পাবেন তা নিয়েও সন্দেহ দেখা দিয়েছে।

অমরপুরে ক্রিকেট জমজমাট : রাহুলের বিধ্বংসী বোলিংয়ে দেবার্পিত জয়ী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুন।। অমরপুরে সিনিয়র লিগ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট জমজমাট হয়ে উঠেছে। গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে সহজ জয় পেলো দেবার্পিত ক্রিকেট আকাদেমি। ৭ উইকেটে পরাজিত করলো আজাদ হিন্দ ক্লাবকে। মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সিনিয়র ক্লাব লিগ ক্রিকেটে। রাহুল দাসের বিধ্বংসী বোলিংয়ে জয় সহজ করে দেয় দেবার্পিত ক্রিকেট আকাদেমির। রাঙ্গামাটি স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে আজাদ হিন্দ ক্লাবের গড়া ১০১ রানের জবাবে দেবার্পিত ক্রিকেট আকাদেমি ১২.৩ ওভারে ৩ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। বিজয়ী দলের রাহুল দাস ৫ উইকেট পেয়েছেন। সঙ্গত কারনেই ম্যাচের সেরা ক্রিকেটার হিসাবে বেছে নেওয়া হয় রাহুলকে। বুধবার সকালে প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে রাহুল দাসের বিধ্বংসী বোলিংয়ের সামনে ৪০.২ ওভারে সবকটি উইকেট হারিয়ে মাত্র ১০১ রান করতে সক্ষম হয় আজাদ হিন্দ ক্লাব। দল অতিরিক্ত খাতে যদি সর্বোচ্চ ৩২ রান না পেতো তাহলে দলীয় স্কোর সম্ভবত ৭০ রানের গন্ডি পার হতো না। এছাড়া দলের পক্ষে রাহুল চন্দ্র শীল ৬৬ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৪ এবং বিক্রম দাস ৮১ বল খেলে ২টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৮ রান করেন। দলের আর কোনও ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেননি। দেবার্পিত ক্রিকেট আকাদেমির পক্ষে রাহুল দাস (৫/২১), প্রদীরাম রিয়াং (২/১২) এবং তমাল সরকার (২/২৪) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে দেবার্পিত ক্রিকেট আকাদেমি ১২.৩ ওভারে ৩ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে সুবিমল নাথ ২৭ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৮ (অপ:), উজ্জ্বল দাস ৩৯ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩০ এবং রাহুল সরকার ৭ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১১ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৫ রান। আজাদ হিন্দ ক্লাবের পক্ষে শুভঙ্কর দাস (২/২২) সফল বোলার।

হরিয়ানায় খেলো ইন্ডিয়া, শুক্রবার থেকে শুরু হলেও আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন শনিবারে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুন।। কাউন্ট ডাউন শুরু। হাতে গোনা আর ৪৮ ঘন্টা পেরোলেই খেলো ইন্ডিয়া ইয়ুথ গেমসের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে হরিয়ানার পাঞ্চকুলার অ্যাথলেটিক্স স্টেডিয়ামে। প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যাবে শুক্রবার থেকেই। হরিয়ানার তাও দেবি লাল কমপ্লেক্স সহ সব কটি স্টেডিয়ামেই এখন শুধু সাজো সাজো রব নয়, চূড়ান্ত তুলির টান চলছে জোরকদমে। ইউনিভার্সিটি গ্রাউন্ড, জিমখানা, ক্লাব, হল-এর মত বেশ কয়েকটি ভেন্যুতে শেষ তুলির টান হয়ে গেছে। করোনা আবহের পর এই ধরনের বড় মাপের জাতীয় আসর এই প্রথম হরিয়ানায় হচ্ছে। আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের জন্য পঞ্চকুলায় মূল অ্যাথলেটিক্স স্টেডিয়াম নতুন করে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে। আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে ৪ জুন, শনিবার। তবে প্রতিযোগিতার বিভিন্ন ইভেন্টের খেলা শুরু হয়ে যাবে ৩ জুন, শুক্রবার থেকে। চলবে ১৩ জুন পর্যন্ত। ১৩ জুনে রাখা হয়েছে বিভিন্ন ইভেন্টের চূড়ান্ত খেলা এবং সমাপ্তি অনুষ্ঠান। অ্যাথলেটিক্স, ফুটবল, ব্যাডমিন্টন থেকে শুরু করে টেবিল টেনিস, কাবাডি, হ্যান্ডবল, রেসলিং, বাস্কেটবল, ভলিবল, বক্সিং, খো খো, গটকা, থাং-তা, কালারি পায়াট্টু, যোগাসন, মাল খাম্বা, ওয়েটলিফটিং, টেনিস, জুডো, আর্চারি, হকি, জিমন্যাস্টিকস, সুইমিং, সাইক্লিং এবং শুটিং - এই ২৫টি ইভেন্টের প্রতিযোগিতার আসর ঘিরে জমজমাট হয়ে উঠবে হরিয়ানা, দিল্লির বেশ কয়েকটি স্পোর্টস কমপ্লেক্স, স্টেডিয়াম এবং জিমনাসিয়াম। সবকটি রাজ্যের যুবা-রা এই আসরে অংশ নিতে যথারীতি চলে আসছেন হরিয়ানায়। ত্রিপুরার প্রথম গ্রুপের খেলোয়াড়রাও হরিয়ানায় প্রবেশ করার পথে। দ্বিতীয় গ্রুপ আগরতলা থেকে ৪ জুন রওয়ানা হবে। প্রায় মাসাধিককাল ধরে প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে রাজ্যদল এবার খেলো ইন্ডিয়ায় দারুন সাফল্য পাবে বলে ক্রীড়ামহলের প্রত্যাশা।

বিজ্ঞপ্তি

ভারতীয় নির্বাচন কমিশনের গত ১৬ জুলাই, ২০২০ তারিখে নেওয়া সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বরিষ্ঠ নাগরিক (৮০ বছর ঊর্ধ্বে), বিশেষভাবে সক্ষম (৪০% ও তার ঊর্ধ্বে দিব্যাঙ্গ) নাগরিক ও কোভিড -১৯ -এ আক্রান্ত ব্যাক্তিদের ক্ষেত্রে ভোটাধিকার প্রয়োগের বিষয়ে কিছু বিশেষ নির্দেশিকা জারি করেছে। এই নির্দেশিকা ত্রিপুরের চারটি বিধানসভা (৬-আগরতলা, ৮- টাউন বড়দোয়ালি, ৪৬-সুরমা (SC) এবং ৫৭-যুবরাজনগর বিধানসভা কেন্দ্র) উপ-নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি জারির মধ্য মাধ্যমে কার্যকর হয়েছে। উল্লেখিত নির্বাচক আগামী ৪ জুন ২০২২ এর মধ্যে সংশ্লিষ্ট BLO দের কাছে ফর্ম -ডি জমা করতে পারবেন। এক্ষেত্রে সেক্টর অফিসারের তদারকিতে সংশ্লিষ্ট BLO, RO-এর নির্দেশ অনুসারে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ফর্ম ১২-ডি বিতরন করবেন এবং সংগ্রহ করবেন। তবে নির্বাচক নিজেই সিদ্ধান্ত নেবেন তিনি পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন কিনা। যে সকল নির্বাচক পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোটদানের সুবিধা নেবেন তারা ভোটকেন্দ্রে গিয়ে ভোটদান করতে পারবেন না। RO এইরকম পোস্টাল ব্যালটের নির্বাচকদের এক তালিকার প্রতিলিপি স্বীকৃত রাজনৈতিক দলের প্রার্থীদেরকে ও দেবেন।

নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, কোভিড -১৯-এ আক্রান্ত রোগীর ক্ষেত্রে রিটার্নিং অফিসার সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তির স্বাস্থ্য সম্পর্কে সুনিশ্চিত হলে পোস্টাল ব্যালট সরবরাহ ও সংগ্রহ করাবেন। শারীরিক প্রতিবন্ধী (PwD) নির্বাচকের ক্ষেত্রে আবেদনপত্রের (১২-ডি) সাথে উপযুক্ত কতৃপক্ষের দেওয়া দিব্যাঙ্গ সার্টিফিকেট জমা দিতে হবে। এ জাতীয় নির্বাচন প্রক্রিয়ায় নির্বাচক রাজি হলেই BLO ফর্ম ১২-ডি সংগ্রহ করবেন এবং বিজ্ঞপ্তি জারির পাঁচদিনের মধ্যে RO কাছে জমা দেবেন। সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারের কাছে পোস্টাল ব্যালটের আবেদনপত্র নির্বাচন ঘোষণা হওয়ার তারিখ থেকে নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি জারির পরবর্তী পাঁচদিনের মধ্যে পৌঁছাতে হবে।

নির্দেশিকায় আরো বলা হয়েছে যে, ফর্ম ১২-ডি তে উল্লেখিত ঠিকানায় গিয়ে নির্বাচন আধিকারিকরা পোস্টাল ব্যালট প্রক্রিয়ার তত্ববধান করবেন। নির্বাচন আধিকারিকগন কবে এবং কখন পোস্টাল ব্যালটের নির্বাচকদের বাড়ি পরিদর্শন করবেন তা SMS কিংবা BLO-র মাধ্যমে আগাম জানানো হবে। প্রথমবারের পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট নির্বাচক কে উল্লেখিত ঠিকানায় না পাওয়া গেলে তারা দ্বিতীয়বার আগাম তারিখ ও সময় জানিয়ে পরিদর্শন করবেন। কিন্তু দ্বিতীয়বারও নির্বাচক অনুপস্থিত থাকলে দপ্তরের পক্ষ থেকে এই ব্যাপারে আর কোন প্রচেষ্টা করা হবে না। পোস্টাল ব্যালটে কবে বিলি এবং সংগ্রহ করা হবে তাও আগাম জানানো হবে নির্বাচকদের। নির্বাচন আধিকারিক পোস্টাল ব্যালট জারি করার আগে নির্বাচকের পরিচয় পত্র যাচাই করে নেবেন নির্বাচন আধিকারিক নির্বাচক কে পুরো নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবহিত করবেন এবং ফর্ম ১৩ - এ ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করাবেন এবং পোস্টাল ব্যালটে ভোটদান সম্পন্ন হলে ফর্ম ১৩-সি সম্বলিত থাম সংগ্রহ করবেন। ভোটদান প্রক্রিয়া ভিডিওগ্রাফি করা হবে। সমস্ত নির্বাচন কেন্দ্রেই নির্বাচন আধিকারিক নির্বাচকের বাড়ি পরিদর্শন তথা পোস্টাল ব্যালটে ভোট প্রক্রিয়া সংশ্লিষ্ট নির্বাচন কেন্দ্রের জন্য নির্দিষ্ট করা ভোটগ্রহণের তারিখের একদিন আগেই সম্পন্ন করতে হবে। সংশ্লিষ্ট ARO ফর্ম ১২-সি সম্বলিত পোস্টাল ব্যালট তথা থাম সংগ্রহ করবেন এরকম নির্বাচকদের ক্ষেত্রে।

ত্রিপুরা মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক দ্বারা জনস্বার্থে প্রচারিত।

"জনগণের সার্বিক অংশগ্রহনই একটি মজবুত গনতন্ত্রের ভিত"।

ICA/D/330/222

Notice inviting e- tender

PNIe-T-11 /EE/RD/BSGD/SPJ12022-231848 , dt.30.05.2022

The Executive Engineer, R.D. Bishramganj Division, Bishramganj, Sepahijala District, Tripura, on behalf of the Governor of Tripura invites e-tender for 2(Two) nos work , one double storey market stall at Sonamura and one Health sub centre at Purba Gakulnagar, from eligible bidders upto 3.00 P.M. on 13/06/2022.

For details visit website- **https://tripuratenders.gov.in** and contact at M-9436133380. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

Sd/-Illegible
Executive Engineer
R.D. Bishramganj Division
ICA-C-761-22 Bishramganj, Sepahijala District, Tripura

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT-07/EE/RD/ TLM-DIV/2022-23, dt.25.05.2022.

The Executive Engineer, R.D. Teliamura Division, Khowai Tripura invites e-tender from eligible bidders up to 3.00 P.M on 08/06/2022 for 03 (Three) Nos. construction works. For details visit website- **https://tripuratenders.gov.in** and contact 03825-262095/8731074766/9862139398. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

Sd/-Illegible
Executive Engineer
R.D. Teliamura Division
ICA-C-759-22 Teliamura, Khowai Tripura

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT-08/ EEJRD/TLM-DIV/2022-23, dt30.05.2022.

The Executive Engineer, R.D. Teliamura Division, Khowai Tripura invites e-tender from eligible bidders up to 3.00 P.M on 13/06/2022 for 01 (One) No. procurement work. For details visit website- **https://tripuratenders.gov.in** and contact 03825-262095/8731074766/9862139398. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

Sd/-Illegible
Executive Engineer
R.D. Teliamura Division
ICA-C-74-22 Teliamura, Khowai Tripura

GOVERNMENT OF TRIPURA
DIRECTORATE OF TRIBAL WELFARE
(COACHING SECTIONI)

Email ID:twdtripura@gmail.com, Phone No-0381-232-3565
N6.F.14-3/TW/Coaching/Spl. Coaching/2022-23/6568
Date:03/05.2022

NOTIFICATION

In continuation to the earlier Notification vide No.F. 14-3/TW/ Spl. Coaching/2022-23/5508, dated, 18/05/2022 regarding empanelment of tutor under Special Coaching in Core Subject-2022-23, the last date of application submission is hereby extended up to 06/06/2022 from 30/05/2022.

Sd/-(Dr. Vishal Kumar, IAS)
Director, TW
Govt. of Tripura

ICA/D/321/22

EXPRESSION OF INTEREST FOR HIRING OF MARUTI SUZUKI D'ZIRE VEHICLE ON RENTAL BASIS FOR A PERIOD OF 01(ONE) YEAR

1. Sealed rate quotations are invited, on behalf of Director, Directorate of Sainik Welfare, Tripura from interested lawful owners of Maruti Suzuki D'zire Vehicle having valid commercial registration number issued by the Transport Authority of Tripura for hiring on rental basis for a period of 1 (One) year for use within the state on the following terms and conditions:-

(a) Last date of receipt of the quotation : 17th June 2022 up to 3.00 P.M.
(b) Opening of the quotation : 17th June 2022, at 4.00 PM

2. Rate quotation should be submitted as per format given below: -

Particulars of vehicle with commercial Regd. No.	Year of manufacturing & date of purchase of the vehicle	Name & Address of the owner	Rate (To be quoted in words & figure both)			Particulars of earnest money
			Detention charge per day	Charge per Km run	Overtime beyond 8 hrs. duty	Rs. 5,000/-
1	2	3	4	5	6	7

3. Detailed terms & Conditions of the tender are available in the office of the Director, Directorate of Sainik Welfare, Tripura, Nehru Office Complex, Gorkhabasti, telephone No. 0381- 2326507.

Sd/-(Brig. J P. Tiwari (Retd))
Director
Directorate of Sainik Welfare, Tripura

ICA-C-754-22

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

আগরতলায় তালের ডাব নিয়ে ব্যবসায়ীরা।

শান্তিরবাজারে পৃথক দূর্ঘটনায় গুরুতর আহত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১ জুন।। ভেহিকেলস চেকিংএ বসে পুলিশের লাঠির আঘাতে গুরতর আহত এক যুবক। ঘটনার বিবরনে জানাযায় বুধবার শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত সাঁচীরাম বাড়ী এলাকায় জাতীয় সড়কে ভেইকলস চেকিংএ বসে বাইখোড়া থানার এ এস আই চন্দ্রকেতু ত্রিপুরা। জানা যায় ভেহিকেলস চেকিং চলাকালিন সময়ে সাঁতচানের বাসিন্দা জমাধন ত্রিপুরা (২৫) বিনা হেলমেটে বাইক চালিয়ে জোলাইবাড়ী থেকে নিজ বাড়ীর উদ্দ্যেশ্যে যাচ্ছিলো। এরইমধ্যে বিনা হেলমেটে জমাধন ত্রিপুরাকে দেখে চন্দ্রকেতু ত্রিপুরা লাঠি মারে বলে অভিযোগ। লাঠি মারায় যুবকটি বাইক নিয়ন্ত্রন হারিয়ে জাতীয় সড়কে ছিটকে পড়ে যায়। এতে করে জমাধন ত্রিপুরা মাথায় আঘাত পেয়ে গুরতর আহত হয়।

দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে জমাধন ত্রিপুরাকে চিকিৎসার জন্য জোলাইবাড়ী সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। অপরদিকে একইদিনে বাইক দুর্ঘটনায় আহত এক যুবক। জানাযায় টি আর ০৮ এ ৭৪৯৫ নাম্বারর বাইকে করে জোলাইবাড়ী থেকে শাকবাড়ী যাবার পথে দুইটি গাড়ীর মাঝে পড়ে গুরতর আহত হয় শাকবারির বাসিন্দা শান্তিচরন ত্রিপুরা (৩৮)। সাঁচীরামবাড়ী এলাকায় জাতীয় সড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনার পরবর্তীসময় দুইটি গাড়ী ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। দুর্ঘটনার পরবর্তী সময় আহত শান্তিচরন ত্রিপুরাকে চিকিৎসার জন্য জোলাইবাড়ী সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। এই দুর্ঘটনায় আহত দুইজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে দুইজনকেই অনত্র রেফার করাহয়।

শান্তিরবাজার পুর পরিষদে কর প্রদান নিয়ে হয়রানি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১ জুন।। তলানিতে পৌঁছেছে শান্তিরবাজার পৌর পরিষদের পরিষেবা। ক্ষোভ বাড়ছে লোকজনদের মধ্যে। ঘটনার বিবরণে জানা যায় শান্তিরবাজার পৌর পরিষদে সমস্ত প্রকারের টেক্স আদায়ের দায়িত্বে রয়েছে রামবাবু রিয়াং। বর্তমানে পৌর পরিষদে নতুন করে নিয়ম করা হয়েছে সাপ্তাহে মঙ্গলবার ও শনিবার সমস্ত প্রকারের টেক্স আদায় ও বিভিন্ন প্রকারের ট্রেড লাইসেন্স সহ সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে। এতে করে সাপ্তাহের বাকিদিন লোকজনেরা অফিসে এসে ঘুরে যেতে হচ্ছে। জানা যায় গত মঙ্গলবার সঠিকভাবে নেট পরিষেবা না থাকার কারনে লোকজনেরা অফিসে এসে টেক্স প্রদান করতে পারেননি। পৌর পরিষদের কার্যালয়ে আর ও আর সহ বিভিন্ন সার্টেফেকট প্রদানে প্রথম দেখা হয় লোকজনের টেক্স পরিষোধ করেছেন কিনা। কিন্তু টেক্স কাউন্টার বন্ধ থাকার ফলে বিপাকে পড়তে হয় লোকজনদের। সাপ্তাহে দুই দিন লোক জরো হয়েও সঠিকভাবে পরিষেবা পাচ্ছনা বলে অভিযোগ। এইভাবে চলতে থাকলে বছরের শেষে পৌরপরিষদে লোকজনেরা সঠিকভাবে টেক্স প্রদান করতে পারবে না। এতে করে লোকজনদের ফাইন মানি কাটা হবে। সুত্রের খবর অনুযায়ী সাপ্তাহের বাকিদিনগুলি রামবাবু রিয়াংকে অন্যকাজে অফিসের বাইরে প্রেরন করা হয়। এতে করে পৌর পরিষদের গুরুত্বপূর্ন সেকশান বন্ধ হয়ে থাকে। পৌরপরিষদের এই পরিষেবা নিয়ে ক্ষোভ লোকজনদের মধ্যে। এখন দেখার বিষয় এই সমস্যা সমাধানে উর্ধতন কতৃপক্ষ কি প্রকার পদক্ষেপ গ্রহন করে।

নিরীহ ব্যক্তিকে নেশা কারবারি তকমা দিয়ে আটক করে টাকা দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুন।। রাজধানী আগরতলা শহরের মোটর স্ট্যান্ড এলাকা থেকে বুধবার সকালে এক যুবককে নেশা কারবারি সন্দেহে আটক করে বেঁধে রাখে স্থানীয় কিছু লোকজন। জানা যায় ওই যুবকের বাড়ি অভয়নগরে এলাকায়। বুধবার সকালে স্কুটি নিয়ে এই উপজাতি যুবক এসেছিল দুধের প্যাকেট কিনে নিতে। তখনই নাকি স্থানীয় কিছু অত্যুৎসাহী লোকজন তাকে নেশা কারবারি সন্দেহে আটক করে উত্তম-মধ্যম দেয়। এমনকি তাকে বেঁধে রাখা হয়। তাকে বেঁধে রেখে তার কাছ থেকে স্ত্রীর টেলিফোন নাম্বার সংগ্রহ করে তার স্ত্রীকে ফোন করে ওইসব লোকজনরা। ফোনে তার স্ত্রীর কাছে এক লক্ষ টাকা দাবি করে। আটক যুবকের স্ত্রী টাকা দিতে অস্বীকার করেন। ওই অসহায় মহিলা বিষয়টি পূর্ব থানার পুলিশকে জানান। খবর পেয়ে পূর্ব থানার পুলিশ এসে ওই যুবককে সেখান থেকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়।

পরবর্তী সময়ে তাকে থানা থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। রাজধানী আগরতলা শহরে একের পর এক আইন হাতে তুলে নেওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে জনমনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। মঙ্গলবার বিকেলেও রাজধানী আগরতলা শহরের পূর্ব থানা সংলগ্ন এলাকায় আইন হাতে তুলে নেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। পরপর এসব ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় জনমনে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। এসব ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এলাকাবাসী। একাংশের লোকজন আইন হাতে তুলে নিয়ে এলাকার পরিবেশ কলুষিত করার চেষ্টা করছে বলেও অভিযোগ। যারা আইন হাতে তুলে নিচ্ছে তাদের চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে।

তেলিয়ামুড়া পুর এলাকায় একাংশ জলের সংকট

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১ জুন।। প্রধানমন্ত্রী জল জীবন মিশন প্রকল্পের মধ্য দিয়ে প্রতিটি ঘরে ঘরে বিশুদ্ধ পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া অর্থাৎ জল সমস্যা অতিদ্রুত নিরসন করা। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে রাজ্য বিধানসভার মুখ্য সচেতক তথা তেলিয়ামুড়ার বিধায়িকা কল্যাণী রায়ের নেতৃত্বে প্রশাসনের এক প্রতিনিধি দল বুধবার তেলিয়ামুড়া পৌর পরিষদের করইলং এলাকার ১নং ওয়ার্ড পরিদর্শনে যান। এদিনের পরিদর্শনকে কেন্দ্র করে বিধায়িকা জানিয়েছেন, তেলিয়ামুড়া পৌর পরিষদের ১নং ওয়ার্ড এলাকার কিছু কিছু অংশে জলের সমস্যা রয়েছে। সেই সঙ্গে তেলিয়ামুড়া ব্লকের প্রত্যন্ত এলাকা বলে পরিচিত কেরলেং, কাইপেং পাড়া এলাকা গুলোতে কিছু কিছু জলের সমস্যা রয়ে গেছে। ওই সব সমস্যা গুলো অতিদ্রুত নিরসনের জন্য তিনি বুধবার প্রসাশনের প্রতিনিধি দলকে নিয়ে এলাকা গুলো সরোজমিনে পরিদর্শন করেন এবং দ্রুত সমস্যা নিরসনের জন্য নির্দেশ দেন প্রশাসনের ওই প্রতিনিধি দলটিকে।

পানিসাগরে সিপিআইএম এর তথ্য সংগ্রহ সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ১ জুন।। উওর জেলার পানিসাগর সি,পি,আই,এম,মহকুমা কার্যালয়ের হল ঘরে অনুষ্ঠিত হল রাজ্যের বিরোধী দলীয় নেতা কতৃক রাজ্য ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ সভা।এই সভায় সভাপতিত্ব করেন পানিসাগর সি,পি,আই,এম,মহকুমা কমিটির সদস্য রসময় নাথ। এছাড়াও প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিরোধী দলীয় নেতা তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার,প্রাক্তন ক্রীড়া মন্ত্রী শহীদ চৌধুরী,বিধায়িকা বিজিতা নাথ,রতন ভৌমিক, ইসলাম উদ্দিন,মফস্বর আলি সহ অন্যান্য দলীয় নেতৃত্বরা।উক্ত তথ্য সংগ্রহ সভায় নিজ নিজ মহকুমা তথা পানিসাগর, দামছড়া এবং পানিসাগর নগর পঞ্চায়েত এলাকার হয়ে প্রতিনিধিরা একে একে তথ্য ভিত্তিক আলোচনা রাখেন।প্রতিনিধিদের আলোচনা শেষে সবিস্তারে আলোচনা রাখেন বিরোধী দলীয় নেতা মানিক সরকার।তিনি বর্তমান রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন ধরনের বঞ্চনার বিষয় উল্লেখ করেন।পাশাপাশি রাজ্যে গনতন্ত্রকে দিন কে দিন গলা টিপে হত্যাকরা হচ্ছে বলে আক্রমনাত্মক ভাষায় শাসক দলকে বিদ্ধ করেন।মিস কলে চাকুরী,বছরে পঞ্চাশ হাজার চকুরী,শ্রমিক দের সার্থে রেগার মজুরি বৃদ্ধি সহ শ্রমদিবস নিয়ে কেলেঙ্কারির তীব্র সমালোচনা করেন।বর্তমান সরকারকে লম্পট এবং প্রতারক সরকার হিসেবে কটাক্ষ করেন মানিক সরকার।সদ্য মুখ্যমন্ত্রী বদলের বিষয়টি নিয়ে তিনি বলেন, এটা বর্তমান বি,জে,পি,সরকারের চরম ব্যার্থতার প্রতিফলন।নতুবা বিগত বাম আমলে প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী দশরথ দেবের শাসন কালে অসুসতা জনিত কারনে একটা সময় দশরথ দেব নিজে থকেই মুখ্যমন্ত্রীত্ব থেকে অব্যাহতি চাইছিলেন।কিন্ত দলীয় সমর্থকেরা তাকে চিকিৎসা জনিত কারনে কিছুটা সময়ের জন্য সাময়িক অব্যাহতি দিলেও মুখ্যমন্ত্রীত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়নি।অথচ বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীকে বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে মুখ্যমন্ত্রীত্ব থেকে সরিয়ে শাসক দল বি,জে,পি,এখন লেজে গোবরে একাকার হয়ে গেছে।আজকের এই তথ্য সংগ্রহ সভায় বাম সমর্থকদের উপস্থিত ছিলো শাসক দল বি,জে,পি,র কাছে বড়ো একটি চ্যালেঞ্জ, বলে আশা ব্যাক্ত করেন উপস্থিত অতিথিরা।বাম পরিষদীয় নেতৃত্বরা স্বীকার করেন যে,আজ থেকেই রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘন্টের পুর্বে বিরোধী দলের সংগ্রামী পথ চলা শুরু হয়ে গেছে।বিরোধী দলের এই ধরনের জমায়েত বর্তমান শাসক দল বি,জে,পি,এর রাতের ঘুম কেড়ে নেবে বলেও স্বীকার করেন।পরিশেষে তথ্য সংগ্রহের নিরিখে বিরোধী দলীয় নেতা মানিক সরকারের বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে সভার শেষ করে সোজা চলে যান কাঞ্চনপুরে।সেখান থেকে তথ্য সংগ্রহ সভায় যোগদান করে পরবর্তীতে চলে আসবেন ধর্মনগরে। বৃহস্পতিবার ধর্মনগরে তথ্য সংগ্রহ সভা শেষে গোটা জেলার বিভিন্ন মহকুমা সহ নগর ও পুর পরিষদ এলাকার জনগনের সুবিধা অসুবিধার বিভিন্ন তথ্যের উপর নির্ভর করে জেলা সমাহর্তার নিকট একটি স্মারক লিপি প্রেরন করা হবে।এই ধরনের কর্মসূচি এক জোগে গোটা রাজ্য জোরে সি,পি,আই,এম,দলের পক্ষ থেকে অব্যাহত রাখা হয়েছে।

মহিলাদের স্বশক্তিকরণ নিয়ে কর্মশালা তেলিয়ামুড়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১ জুন।। ত্রিপুরা আর্বান লাইভলিহড মিশনের সহায়তায় এবং তেলিয়ামুড়া পুরপরিষদের উদ্যোগে মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত সসহায়ক দলের এক দিনের ওরিন্টেশন প্রোগ্রামের আয়োজন করা হয় বুধবার। স্থানীয় চিত্রাংগদা কলাকেন্দ্র তথা টাউন হলে বেলা ১২ টায় শুরু হয় কর্মসূচি। উক্ত অনুষ্ঠানের মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা রাজ্যের বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যানী রায়। উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের চেয়ারম্যান রুপক সরকার, পুর পরিষদের ডেপুটি সি ই ও শির্ষেন্দু দেববর্মা সহ অন্যান্যরা।
এদিনের এই এক দিনের শিবিরে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়িকা বলেন, মহিলারা শক্তিশালী হবে যখন তাদের হাতে অর্থ আসে বা আর্থিক ভাবে সচ্চল থাকে। আর অর্থ থকলেই স্বনির্ভর হবে। মহিলাদের স্বনির্ভর করে গড়ে তুলতে এই স্ব-সহায়ক দল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে। এক দিনের এই কর্মশালায় তেলিয়ামুড়ার মোট ১৫৯ টি স্ব-সহায়ক দলের সদস্যরা অংশগ্রহন করে বলে জানান উদ্যোক্তারা।

তেলিয়ামুড়ায় রেশন থেকে প্লাস্টিক চাল সরবরাহের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১ জুন।। কিছুদিন বাদে বাদে প্লাস্টিক চাল এর ঘটনা ঘটে চলছে রাজ্যের কোথাও না কোথাও। ফের একবার প্লাস্টিক চালের আতঙ্কে ভুগছে গোটা এলাকা। তবে খোলা বাজার থেকে ক্রয় করা নয় রেশন দোকান থেকে আনা চাল। অভিযোগ তেলিয়ামুড়া মহকুমা খাদ্য দপ্তরের অধীন সাউথ পুলিনপুরের সরকারি ন্যায্য মূল্যের রেশন দোকানের বিরুদ্ধে। জানা গেছে, তেলিয়ামুড়া মহকুমার খাদ্য দপ্তরের অধীন সাউথ পুলিনপুরে একটি ন্যায্য মূল্যের রেশন দোকান রয়েছে। এই রেশন দোকানের দায়িত্বে রয়েছে চন্দন দাস নামের ডিলার। এই সাউথ পুলিনপুর রেশন দোকানের অধীন কুসার টিলা এলাকার জনৈক বাসিন্দার ছেলে প্রসেনজিৎ দাস অভিযোগ করে জানান,কিছুদিন পূর্বে ওই সরকারি ন্যায্যমূল্য দোকান থেকে ৩৫ কেজি চাল ক্রয় করে এনেছিল। রেশন দোকান থেকে ক্রয় করা আনা চাল রান্না করার পূর্বে ধোয়ার সময় দেখতে পায় জলের মধ্যে চালগুলি ভেসে উঠেছে। বাড়ির গৃহিণী এই বিষয়টি প্রত্যক্ষ করতে পেরে ঘটনা সম্পর্কে জানায় বাড়ির ছেলে প্রসেনজিৎ ও তার নিকট আত্মীয়কে। তাদের অভিযোগ,রেশন দোকান থেকে যে চাল প্রদান করা হয়েছে তা প্লাস্টিক চাল। এই প্লাস্টিক চালের বিষয়টি রেশন ডিলারকে জানানো হলে রেশন ডিলার বলেন এখন চালগুলি বদলে দেওয়া যাবেনা। এদিকে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা সহ তেলিয়ামুড়া থেকেও প্লাস্টিক চাল নিয়ে বিভিন্ন অভিযোগ রয়েছে। এদিকে প্রসেনজিৎ দাসের পরিবার সহ এলাকাবাসীর অভিযোগ তেলিয়ামুড়া মহকুমা খাদ্য দপ্তর যেন প্লাস্টিক চালের বিষয়টি তদন্তে ক্রমে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এদিকে তেলিয়ামুড়া মহকুমা খাদ্য দপ্তরের আধিকারিক শুভঙ্কর চৌধুরী জানান, প্লাস্টিক চাল বলতে কিছুই নেই। স্কুলের চালের ক্ষেত্রে ৪৫ রাইস প্রতি কুইন্টালে এক কেজি করে মিশ্রন করা হয়। মহকুমার খাদ্য দপ্তর থেকে জানানো হয়েছে, ওই চালগুলিতে জিংক, ভিটামিন থাকে। যার ফলে গর্ভবতী মহিলা সহ কচিকাঁচা শিশুদের পুষ্টি ও বিকাশে সহায়তা করে।
তিনি আরো জানান রাজ্য খাদ্য দপ্তরের তরফ থেকে বিভিন্ন প্রচারমাধ্যমে প্রচারিত হয়েছিল এই সকল বিষয়ে জনগণকে অবগত করার উদ্দেশ্যে। দপ্তর থেকে এও জানানো হয়েছিল এই চালগুলির ব্যাপারে যদি কোন ভোক্তার অভিযোগ থাকে তবে রেশন ডিলার রাজ্য খাদ্য দপ্তরের সহায়তায় রেশন ভোক্তাদের এই সকল বিষয়ে সচেতন করার উদ্যোগ গ্রহণ করে।

গাড়ির তেল চুরি করে বিক্রির প্রতিবাদ করায় বিএসএফ জওয়ানের হামলার শিকার যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুন।। মোহনপুরের গোপালনগর ডিসি পাড়ায় মঙ্গলবার রাতে তেল চুরি করে বিক্রি করতে এসে লংকা কান্ড সংঘটিত করেছে বিএসএফের গাড়ির চালক। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, মঙ্গলবার রাত পৌনে নয়টা নাগাদ ডিসি পাড়া এলাকায় বিএসএফের জলের ট্যাঙ্কার গাড়ি দাঁড় করিয়ে তেল বিক্রি করছিল গাড়ির চালক। ঠিক সেই সময়ে ওই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল স্থানীয় এক যুবক। কৌতুহলী ওই যুবক মোবাইলের আলো জ্বালিয়ে ঘটনা প্রত্যক্ষ করার চেষ্টা করলে বিপত্তি দেখা দেয়। বিএসএফের ট্যাংকার গাড়ি চালক এগিয়ে এসে পথচারী ওই যুবককে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে। তার কাছ থেকে মোবাইল ফোনটি ছিনিয়ে নেয়। বিএসএফের জলের ট্যাঙ্কার এর গাড়ির চালক পথচারী স্থানীয় ওই যুবকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে সে নাকি ওই গাড়ির ছবি মোবাইল ফোনে ক্যামেরা বন্ধ করেছে। সে কারণেই তার সঙ্গে বাকবিতণ্ডায় লিপ্ত হয় এবং তার মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেয়। এমনকি তাকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে। পথচারী স্থানীয় ওই যুবকের চিৎকারে স্থানীয় লোকজন ছুটে আসেন। এ নিয়ে স্থানীয় জনগণ এবং বিএসএফ গাড়ির চালকের মধ্যে বাকবিতণ্ডা হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন প্রায় সময়ই বিএসএফের গাড়ির চালক গাড়ি থেকে চুরি করে তেল বিক্রি করে চলেছে। অবশ্য এলাকার মানুষজন এসব বিষয়ে আপত্তি করার সাহস পান না। মঙ্গলবার রাতে পথচারী এক যুবকের নজরে আসায় বিএসএফের গাড়ির চালক উত্তেজিত হয়ে তার ওপর হামলা চালানোর ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় জনমনে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। বিষয়টি বিএসএফের উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নজরে নিলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী। নিরীহ গ্রামবাসীদের ওপর বিএসএফের এ ধরনের হামলার ঘটনা তারা কোনভাবেই মেনে নেবেন না বলে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। নিজেদের অপরাধ ধামাচাপা দেওয়ার লক্ষ্যে এলাকার মানুষজনকে এভাবে হয়রানি ও লাঞ্ছিত করার ঘটনায় খুবই দুঃখজনক বলে ও এলাকাবাসী অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

বাইক দুর্ঘটনায় মর্মান্তিক মৃত্যু চালকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুন।। বুধবার সাত সকালে বাইক দুর্ঘটনায় মর্মান্তিক মৃত্যু হয় এক ব্যক্তির। মৃত ব্যক্তির নাম মনোজ দেববর্মা, তার বয়স ৩০ বছর। মৃত ব্যক্তির বাড়ি বিশ্রামগঞ্জ মাস্টার পাড়া এলাকায়।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় মনোজ দেববর্মা এইদিন বিশ্রামগঞ্জ রেলস্টেশনের সামনে বাইক দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। এতে তিনি গুরুতর ভাবে আহত হন। ঘটনার সাথে সাথে মনোজ দেববর্মাকে নিয়ে যাওয়া হয় বিশ্রামগঞ্জ হাসপাতালে। সেখান থেকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় জিবিপি হাসপাতালে তাকে রেফার করে দেওয়া হয়। জিবিপি হাসপাতালে নিয়ে আসার পর মৃত্যুর কোলে ঢলে পরে মনোজ দেববর্মা। এক প্রত্যক্ষদর্শী জানান বাইকের গতি বেশি থাকার ফলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে দুর্ঘটনার কবলে পরে মনোজ দেববর্মা।

অসুস্থ প্রাক্তন পুর কাউন্সিলারকে দেখতে গেলেন বর্তমান কাউন্সিলার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুন।। পুর নিগমের প্রতিটি ওয়ার্ডে চলছে জনসংযোগ কর্মসূচি। তারই অঙ্গ হিসাবে বুধবার ১৪ নং ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলার অসুস্থ হরিপদ চক্রবর্তীকে দেখতে গেলেন বর্তমান কাউন্সিলার স্নিগ্ধা দাস দেব। তিনি শারীরিক অবস্থার খোঁজ খবর নেন। কাউন্সিলার স্নিগ্ধা দাস দেব জানান তিনি জানতে পেরেছেন প্রাক্তন কাউন্সিলার অসুস্থ। তার ডায়ালেসিস চলছে। তাই তাকে দেখতে এসেছেন। এদিন কাউন্সিলর এ ও জানিয়েছেন, নিয়মিত ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের সঙ্গে জনসংযোগ করা হচ্ছে। এছাড়াও রয়েছে একটি যোগাযোগের ফোন নম্বর। সেই নাম্বারে ফোন করে অসুবিধা সম্পর্কে জানালেই প্রয়োজনীয় সব ধরনের সহায়তা করা হচ্ছে বলে জানান তিনি।

বিভিন্ন দল ছেড়ে ৮৪ জন নেতৃত্ব যোগ দিলেন কংগ্রেসে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুন।। ত্রিপুরায় উপনির্বাচনকে ঘিরে শাসক সহ বিভিন্ন দলে ভাঙ্গন ধরাতে আপ্রাণ প্রয়াস চালিয়েছে কংগ্রেস। আজ বিভিন্ন দল ছেড়ে কংগ্রেসের পতাকা তলে সামিল হন অনেকেই। বুধবার প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে যোগদান সভা অনুষ্ঠিত হয়। এদিন সিপিআইএম, বিজেপি, তৃণমূল কংগ্রেস থেকে ৮৪ জন কংগ্রেস দলে যোগদান করেন বলে জানিয়েছেন কংগ্রেস নেতা তথা প্রাক্তন মন্ত্রী সুদীপ রায় বর্মণ। যোগদানকারীদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দলে স্বাগত জানান কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ।
এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে সুদীপ বাবু বলেন, দেশের সব অংশের মানুষের স্বার্থে কাজ করে একমাত্র কংগ্রেস। কমিউনিস্টরাও তা উপলব্ধি করতে পেরেছে। স্বাধীনতার পর যত জনকল্যাণমুখী প্রকল্প দেশে কার্যকর হয়েছে, সবগুলোই কংগ্রেসের অবদান বলে তিনি দাবি করেছেন। শ্রী বর্মণ বলেন, উপনির্বাচনের পূর্বে বহু হেভিওয়েট নেতৃত্ব কংগ্রেসে যোগদান করতে চলেছেন। তাসের ঘরের মতো ভেঙে যাবে বিজেপি। কারণ মানুষ বুঝতে পারছেন কংগ্রেস ছাড়া বিকল্প নেই দেশে। কমিউনিষ্টরাও তা ভালোই বুঝতে পারছেন।তিনি জানান, আজ সিপিআইএম থেকে ৫০ জন, বিজেপি থেকে ২৫ জন এবং তৃণমূল কংগ্রেস থেকে ৯ জন নেতৃত্ব কংগ্রেসের শামিল হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ত্রিপুরা বিধানসভার উপাধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেনের ভাইও রয়েছেন।

আগরতলায় জগন্নাথবাড়ি রোডে অগ্নিকান্ডে পুড়ল দোকান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুন।। রাজধানী আগরতলা শহরের জগন্নাথ বাড়ি রোডে গতকাল গভীর রাতে বিধ্বংসী অগ্নিকান্ডে একটি দোকান পুড়ে সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত হয়ে গেছে। জানা যায় গভীর রাতে যখন জগন্নাথবাড়ি রোড এলাকার একটি দোকানের ভেতর থেকে ধুয়া বের হতে দেখে স্থানীয়রা ছুটে আসেন। খবর দেওয়া হয় দমকল বাহিনীকে। খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর তিনটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। দমকল বাহিনীর জওয়ানরা বেশ কিছুক্ষণ চেষ্টা চালিয়ে আগুন আয়ত্তে আনে। তবে শাটার লাগানো দোকান ঘরের ভিতরে ঢুকতে গিয়ে অনেকটা দেরি হওয়ায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। দমকল বাহিনীর জওয়ানরা যখন শাটার কেটে ভিতর আগুন নেভানোর চেষ্টা করে ততক্ষণে দোকানের জিনিসপত্র পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। অবশ্য দমকল বাহিনীর তৎপরতার ফলে পার্শবর্তী দোকানপাট অগ্নিকান্ডের হাত থেকে অল্পেতে রক্ষা পেয়েছে। কিভাবে গভীর রাতে দোকানে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে সে বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানা যায়নি। তবে প্রাথমিকভাবে আশঙ্কা করা হচ্ছে শর্ট সার্কিট থেকে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত। পুলিশ এবং দমকল বাহিনী ঘটনার তদন্ত অব্যাহত রেখেছে। গভীর রাতে রাজধানী আগরতলা শহরের জগন্নাথ বাড়ি রোডে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি হয়।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।